ওল্ড্ কিউরিয়সিটি শপ্

চার্লস্ ডিকেন্স

(মর্মানুবাদ)

শ্রীবিশু মুখোপাধ্যায়

এম. সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্স প্রাইভেট লিঃ
১৪, বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা ১২

প্রকাশক শ্রীসুপ্রিয় সরকার
১৪১, বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা ১২

চতুর্থ মুদ্রণ :
আষাঢ়, ১৩৫৯

মুদ্রক শ্রীসৌরেন্দ্রনাথ মিত্র
বোধি প্রেস। ৫ শঙ্কর ঘোষ লেন। কলিকাতা ৬

অধ্যাপক শ্রীসুধাংশুকুমার গুপ্ত এম. এ

সুহৃদ্‌বরেষু—



উনবিংশ শতাব্দীতে ইংলণ্ডে যে কয়জন প্রতিভাশালী লেখক জন্মেছিলেন, চ্যারলস্ ডিকেন্স তাঁদের মধ্যে অন্যতম। তাঁর পিতা ছিলেন অতি দরিদ্র, তাই ছেলেবয়সে লেখাপড়া সেখবার সুযোগ তিনি ভালরকম পান নি। দুঃখকষ্টের ভেতর দিয়ে মানুষ হয়েছিলেন বলে, জীবনের অভিজ্ঞতা অল্প বয়সেই তিনি অর্জন করেছিলেন। তাঁর রচিত গল্প-উপন্যাসের মধ্যে বিচিত্র অভিজ্ঞতার পরিচয় পাওয়া যায়।

তিনি বই লিখেছিলেনও অনেক, এবং তাঁর প্রতিভা সম্বন্ধে বিশেষ উল্লেখ করবার মতো কথা এই যে, তাঁর উপন্যাসে সহস্রাধিক চরিত্র থাকলেও একটি অপরটির মতো নয়। তাঁর মৃত্যুর পর দীর্ঘদিন কেটে গেছে, কিন্তু আজও তাঁর লেখার সমাদর কমে নি। ছেলে-বুড়ো সকলেই তাঁর লেখা আজও সমান আগ্রহে পড়ে থাকে।

পূর্বাভাস

নেলীর ডাকনাম 'নেল্'। চোদ্দ বছরের ছোট্ট মেয়েটি; শিশুর মত সরল আর সুন্দর। লণ্ডনে ওর দাদামশায়ের যতো অদ্ভুত পুরোন জিনিসের একটি দোকান; সেই দোকানে তার দাদামশায়ের কাছে সে থাকে।

পিতৃমাতৃহারা এই ছোট্ট নাতনীটিকে বৃদ্ধ দাদামশাই ভালোবাসেন নিজের প্রাণের চেয়েও বেশি। নেলের জন্য অনেক টাকা রেখে তিনি মারা যাবেন—এই ছিল তাঁর কামনা। যখন তিনি দেখলেন যে, ব্যবসার উপায় থেকে খুব বেশি তিনি বাঁচাতে পারবেন না, তখন অনেক টাকা পাবার আশায় লুকিয়ে লুকিয়ে জুয়া খেলা শুরু করলেন। এই সময়ে নেল্‌কে বাড়িতে একলা রেখে তিনি প্রায় রাত্রে বেরিয়ে যেতেন। তখন, বাইরে থেকে বাড়ি পাহারা দিত কিট্ বলে একটি ছেলে। এই ছেলেটি দাদামশায়ের দোকানে কাজ করত এবং নেলের ভারী অনুগত ছিল।

ফ্রেডরিক নেলের আপন ভাই। দাদামশাইকে অগাধ টাকার মালিক ভেবে, টাকা আদায়ের জন্য যখন-তখন তাঁকে বিরক্ত করা আর জুলুম করাই ছিল তার কাজ।

ডিক্ হচ্ছে ফ্রেডরিকের বন্ধু। তরুণ যুবক, দেখতে খুব সুশ্রী না হলেও একেবারে অপছন্দ করার মতন নয়। কথায় কথায় তার রসিকতা করাই অভ্যাস। তার ধারণা যে নেল্‌রা খুব বড়লোক, এই জন্য তার মনে মনে মতলব, যত শীঘ্র পারে, নেল্‌কে বিয়ে করে—ফ্রেডরিকের সঙ্গে বুড়োর সম্পত্তির সমান ভাগীদার হয়।

ড্যানিয়েল একজন বিকলাঙ্গ বামন। 'টাওয়ার হিলে' ওর বাড়ি। বুড়োকে জুয়া খেলবার টাকা ধার দিতো সে, জানতো যে এর পরিণাম শোচনীয়ই হবে, এবং যখন সত্যই বুড়ো জুয়ায় সর্বস্ব হারাল, তখন সে বুড়োর বাড়ি এবং দোকান দখল ক'রে বসলো। এই ভাগ্য-বিপর্যয়ের ফলে নেলের দাদামশাই পড়লেন ব্যারামে। অসুখটা যখন আস্তে আস্তে সেরে আসবার পথে, তখন থেকে আমাদের এই গল্প শুরু।

এক

জানালার নিচেই একটা গাছ। পাতায় পাতায় সবুজ। সোঁ সোঁ ক'রে বাতাস বয় তার ভেতর দিয়ে, আর তার ছায়া পাশের দেওয়ালে প'ড়ে সারাদিন ধরেই কাঁপে।

সেই ছায়ার দিকে তাকিয়ে বসে থাকে নেলের দাদামশাই। সারা দিনমান—যতক্ষণ না সূর্য অস্ত যায়।

তারপর রাত্রি হয়, চাঁদ ওঠে ধীরে ধীরে—তখনও সে বসে থাকে সেইখানেই।

এতদিন ধরে রোগশয্যায় শুয়ে কেবলই যে এপাশ-ওপাশ করেছে, তার কাছে এই সবুজ পাতাগুলো কম সান্ত্বনার নয়। ঐ চাঁদের আলো—বাড়ি আর চিমনির ছায়ায় ঢাকা পড়লেও নেহাত একটুখানি হলেও—তার চোখে আনন্দের স্বপ্ন বহন ক'রে আনে। এই কথা যেন বলতে চায়, যে, দূরে—বহুদূরে শান্তিপূর্ণ স্থান আছে, যেখানে বিশ্রাম—যেখানে নিশ্চিন্ততা।

নেল্ চুপ ক'রে থাকে দাদামশায়ের দিকে চেয়ে।

হঠাৎ বুড়ো যেন উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে ওঠে—"লক্ষ্মী দিদি আমার! আমাকে তুই ক্ষমা কর্।"

"ক্ষমা? কেন? কি জন্যে দাদামশাই?"

"যা হয়ে গেছে তার জন্যে। তোর কি সর্বনাশ করলাম আমি!"

"ওকথা বলো না।" নেল্ বলে—"তোমার পায়ে পড়ি অন্য কথা বলো দাদু।"

"হ্যাঁ, অন্য কথা। অন্য কথাই বলব। সেই কথাই ভাবছি এতক্ষণ থেকে। এতদিন থেকে, এত মাস—এত বছর থেকে।"

নেল্ কিছুই বুঝতে পারে না। "তুমি কি বলছো দাদামশাই?"

"সেই কথা—যা তুই বলেছিলি সেদিন, যেদিন আমরা সর্বস্বান্ত হলাম। তোর মনে নেই?"

"না তো।"

"চুপ্। আস্তে! নিচে কুইল্প্ আর তার লোকেরা পাহারা দিচ্ছে, যদি জানতে পারে সব পণ্ড হয়ে যাবে"—

নেল্ আর টুঁ-শব্দও করে না, কেবল ঔৎসুক্য-ভরা ছু'চোখ মেলে দাদামশায়ের দিকে চেয়ে থাকে।

বৃদ্ধ ফিস্‌ফিস্ ক'রে বলে—"চল, আমরা এখান থেকে পালাই।"

নেল্ উৎসাহিত হয়ে ওঠে—"সেই ভাল দাদামশাই! চলো আমরা চলে যাই। আর একদণ্ডও নয় এখানে। কোনদিনও এখানে আর ফিরব না।"

"সমস্ত পৃথিবীময় ঘুরে বেড়াব আমরা"— বুড়ো বলে।

"সমস্ত পৃথিবীময়! হ্যাঁ!"—নেল্ উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে।

"মাঠের মধ্যে দিয়ে, বনের ভিতর দিয়ে, নদীর ধারে ধারে, গ্রাম পেরিয়ে, শহর ছাড়িয়ে—গ্রামের পর গ্রাম—শহরের পর

শহর—আমরা চলব। আমরা চলতে থাকব। রাতে শুয়ে থাকব খোলা আকাশের তলায়”—

“কী চমৎকার আকাশ! বাইরে চেয়ে দেখ দাদামশাই!”

“ঘরের দেওয়ালের মধ্যে, দুঃস্বপ্ন আর দুশ্চিন্তার মধ্যে বন্দী থাকার চেয়ে বাইরের মুক্ত আকাশই ভালো আমাদের? তুই আর আমি—আমরা দু'জন! আবার আমরা সুখী হবো।”

“হ্যাঁ, দাদু, আবার সুখী হবো আমরা!”—নেল্ ভরসা দেয়।

“আজ ভোর রাত্রের দিকেই আমরা পালাব। চুপচাপ লুকিয়ে! কেউ জানতে পারবে না, দেখতেও পাবে না। কাল যখন রাত্রি প্রভাত হবে, তখন নতুন জায়গায় আমরা। আকাশের পাখীর মতই সেখানে আমরা মুক্ত—আমরা স্বাধীন!”

নেলের চোখের সামনে আস্তে আস্তে ভেসে ওঠে স্বপ্নের ছবির মত—সূর্য আর নদী, মাঠ আর ফসলের ক্ষেত, গ্রাম আর শহর। এখানকার বেষ্টনী ছাড়িয়ে দূরে—বহুদূরে—সেখানে দুঃখ নেই, দারিদ্র নেই, তৃষ্ণা নেই—এখানকার মানুষের মত হৃদয়হীনতা নেই—কেবল সূর্য উঠছে আর ডুবছে নদীর মধ্যে; নদী এঁকে-বেঁকে ব'য়ে চলেছে মাঠের মধ্যে দিয়ে—মাঠের ওপারেই ফসলের ক্ষেত—ফসলের ক্ষেত পেরিয়েই গ্রাম—ছোট্ট ছোট্ট গ্রামগুলি! গ্রাম ছাড়াতে না ছাড়াতে শহর!—শহর কেমন কে জানে, হয়তো পরীর দেশের মতই!

নেল্ স্বপ্ন দেখে—জেগে জেগেই।

দাদামশাই এর মধ্যে ঘণ্টাকয়েক ঘুমিয়ে নিয়েছে। সঙ্গে নিয়ে পালাবার মত জিনিসপত্র গোছাতে নেল্ ব্যস্ত। কী আর নেবে? কেবল কতকগুলো কাপড়-চোপড়—দাদামশাই আর তার নিজের জন্যে।

কাপড-চোপড় তো গোছান হোলো, এবার একটা জিনিস চাই যে; একটা লাঠি। তা নইলে বুড়ো দাদামশাই ভর দিয়ে চল্‌বে কি ক'রে? লাঠি যোগাড় করতে তাকে যেতে হয় নিচে—তাদের সেই দোকান ঘরে—শেষ বারের মত।

চলে যাওয়া যত সুখের মনে করেছিল, যাবার বেলা ততো সুখের মনে হয় না নেলের কাছে—বিদায় মুহূর্ত যতই ঘনিয়ে আসে ততোই হুহু ক'রে ওঠে তার মন। এই জানালার ধারে বসে কতদিন সে বাইরে তাকিয়ে থেকেছে—কত সন্ধ্যায় আলো-আবছায়ার খেলা দেখেছে এইখানটিতে বসে। জানালাটির কাছ থেকে কি ক'রে সে বিদায় নেবে?

এই তার ছোট্ট ঘরটি! ছোট্ট নরম বিছানা! এরই পাশে জানুপেতে বসে কত রাত্রে সে যুক্তকরে প্রার্থনা করেছে! পুরনো দিনের কথাগুলি তার সমস্তই মনে পড়ে একে একে। ঘরটির চারিধারে সে তাকিয়ে দেখে—কত ছোটখাটো খুঁটিনাটি জিনিস এধারে-ওধারে ছড়ানো—তার প্রাণের চেয়েও প্রিয়। এদের ছেড়ে সে কি ক'রে যাবে?

আর এই ছোট্ট পোষা পাখীটি! আহা, খাঁচার মধ্যে ঘুমিয়ে পড়েছে। তাকে ছেড়ে যাবার কথা ভাবতেও নেলের হু'চোখ

জলে ভ'রে আসে। কে তাকে খেতে দেবে? কে তাকে বাঁচিয়ে রাখবে? নেলের হঠাৎ মনে পড়ে—কেন, কিট্! কিট্ দেখবে পাখীটাকে! কিট্কে সে দিয়ে যাবে এই উপহার—তার স্মৃতিচিহ্ন।

ভোর হবার আর দেরি নেই—তারারা ম্লান হয়ে আসছে, দূরের আকাশে উষার আলোর ক্ষীণ শুভ্র আভা দেখা দিয়েছে। নেল্ গিয়ে জাগায় তার দাদামশাইকে। আর এক মুহূর্তও সময় নেই নষ্ট করবার! নেল্ তার বুড়ো দাদামশাইকে ধরে। দু'জনে আস্তে আস্তে সিঁড়ি দিয়ে নামে—পা টিপেটিপে।

যে ঘর পেরিয়ে সদর দরজা, সেই ঘরেই শুয়ে আছে কুইল্প আর তার আদালতের পেয়াদা। অকাতরে ঘুমুচ্ছে তারা। আস্তে আস্তে তাদের পাশ দিয়ে খুব সাবধানে সদর দরজায় এসে পৌঁছয় নেল্ আর তার দাদামশাই। কিন্তু একি? দরজায় যে ভেতর থেকে তালাবন্ধ! তাহলে?

নেলের মনে পড়ে দোকান ঘরের টেবিলের ওপর, লাঠি আনবার সময়ে, একগোছা চাবি সে দেখেছে। কুইল্পের চাবি নয় তো? হয়তো এই তালার।

আবার পা টিপেটিপে গিয়ে চাবি নিয়ে আসে লেন্। নিঃশব্দে দরজা খুলে যায়। ওরা দু'জনে পথে বেরিয়ে আসে। চুপ ক'রে দাঁড়ায়। "কোন পথে?" জিজ্ঞাসা করে নেল্।

বুড়ো অসহায়ের মত তাকায়—একবার নেলের দিকে—তারপর, রাস্তার উত্তরে আর দক্ষিণে—তারপর, আবার নেলের

দিকে। অসহায়ের মত সে ঘাড় নাড়ে। এতদিন এক জায়গায় এক বাড়িতে বসেই সে দোকানদারি করে এসেছে—পথের খবর সে কি জানে? কী খোঁজ সে রাখে? নেল্ বোঝে। বোঝে, এখন থেকে তাকেই হোতে হবে পথ-প্রদর্শক।

দাদামশায়ের হাত মুঠোর মধ্যে ধ'রে সাহস ক'রে সে এগিয়ে চলে।

দুই

জুন মাসের প্রভাত। গাঢ় নীল আকাশে মেঘের চিহ্নমাত্র নেই। আলোয় চারিদিক ঝলমল করছে!

রাস্তায় তখনো লোকজন চলতে সুরু করেনি। দু'ধারে ঘরবাড়ির জানালা দরজা বন্ধ, দোকান-পসারের ঝাঁপ ফেলা। ঘুমন্ত শহরের বুকের ওপর দিয়ে স্বাস্থ্যকর ভোরের হাওয়া ব'য়ে চলেছে—দেবতাদের নিঃশ্বাসের মত।

নেল্ আর তার দাদামশাই সেই জনহীন পথের যাত্রী। আশা ও আনন্দে পরিপূর্ণ তাদের হৃদয়। যা কিছু দেখছে তাই তাদের চোখে লাগছে চমৎকার! উঁচু উঁচু বাড়ি, গির্জার চূড়া, ঘড়ি-ঘর—সূর্যের আলোয় দীপ্ত হয়ে উঠেছে। আকাশ যেন হাসছে পৃথিবীর মুখের দিকে তাকিয়ে।

নেল্ চলেছে তার দাদামশায়ের হাত ধরে। নীরবে চলেছে তারা দুটিতে। দু'একজন ম্লান-মুখ লোকের সঙ্গে মাঝে মাঝে দেখা হচ্ছে তাদের। এক-আধটা বাতি তখনো জ্বলছে রাস্তায়—কিন্তু সূর্যের আলোর পাশে নিতান্তই নিষ্প্রভ হয়ে পড়েছে তারা।

শহরের উপকণ্ঠ ছাড়িয়ে এবার তারা ঢুকছে শহরের মধ্যে। এক-আধটা গরুরগাড়ি চলেছে ক্যাঁচকোঁচ শব্দে—নির্জনতার নিস্তব্ধতা বিদীর্ণ ক'রে। কয়েকটা ঘোড়ারগাড়িও এসে পড়ল। ক্রমশঃ একদল লোক। একটা দোকানের জানালা খুলে গেল।

দু'একটা চিমনী থেকে ধোঁয়া উঠতে সুরু হোলো। বাড়ি-ঘরের দরজা জানালা খুলতে লাগল একে একে। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা বেরিয়ে এল, চোখ মুছতে মুছতে, অলস পায়ে, কৌতূহলী দৃষ্টি নিয়ে।

আরো ঘণ্টাখানেক গেল। ওরা তখনও চলেছে। এ অঞ্চলও পড়ে রইল ওদের পিছনে। ওরা তখন শহরের বুকে এসে পড়েছে। বড় বড় দোকান, অফিস-ঘর—রাস্তায় যেমন লোকের ভিড়, তেমনি গাড়ি-ঘোড়ার। বুড়ো দাদামশাই বিস্মিত বিভ্রান্ত চোখে তাকায় চারিদিকে। বড় রাস্তা—এত লোকজন—গাড়ি-ঘোড়ার চলাচল —এ-পথে আসতে তো সে চায়নি। এখানে চেনা লোকের কাছে ধরাপড়ার সম্ভাবনা। শহরের এধারটা সে এড়াতেই চেয়েছিল।

নেল্‌কে নিয়ে বড় রাস্তা ছেড়ে আশপাশের গলিঘুঁজির পথ ধরে। তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে চলে তারা।

শহরের সে-অঞ্চলও তারা অতিক্রম ক'রে আর এক উপকণ্ঠে এসে উপনীত হয়। এধারে লম্বা লম্বা ব্যারাকের মত বাড়ি। ভাগ ভাগ ক'রে ভাড়া দেওয়া। তাদের বাসিন্দাদের দিকে তাকালেই মনে হয় এত গরীব বোধ হয় পৃথিবীতে আর নেই। ছেঁড়া কাঁথা, ছেঁড়া কাপড় আর জানালায় চট্ টাঙানো। ছোট-খাটো দোকান। সেখানে বিক্রি হচ্ছে সেই সব নগণ্য জিনিস —দরিদ্র লোকদের পক্ষে যা কেনা সম্ভব। খদ্দের আর দোকানীর একই অবস্থা—সমান দারিদ্র-পীড়িত। রাস্তা যেমনি

নোঙরা, অপরিষ্কার—তেমনি অপরিসর। অধিবাসীদের অধিকাংশই কুলী-মজুর। মাঝে মাঝে দু'একটা দরিদ্র ভদ্র-পরিবারও আছেন। জীবনের যুদ্ধে হেরে গিয়ে, ক্রমাগত হটে হটে অবশেষে একেবারে পিছিয়ে এখানে এসে দাঁড়িয়েছেন।

এ-পাড়াও পেরিয়ে যায় ওরা। আরো এগিয়ে চলে। এবারে এসে পড়ে শহরের প্রায় বাইরে। রাস্তার দু'ধারে অনেকখানি ক'রে বাগানে ঘেরা এক-একখানি ছোট বাড়ি। বড়লোকদের গ্রীষ্মকাল কাটাবার জন্যই এগুলো। কিন্তু অনেক বাড়ির গায়েই রঙের ছোপ পর্যন্ত নেই। বোধ হয় বড়লোকেরা আর আসে না আজকাল।

মাঝে মাঝে এক একটা কুঁড়েঘর। কাঠের ছোট্ট ব্যারাক্। এক-আধটা ছোটখাটো ডোবাও আছে। ধোপার কাপড় কাচার কাজে লাগে বোধ হয়। কাঠের পাটাতনের গায় শামুক, ব্যাঙেরা বসে রোদ পোয়াচ্ছে।

একটা চা-বাগান পড়ল পথে। সেখানে ঘোড়ায়-টানা ওয়াগন্-গাড়ি বোঝাই হচ্ছিল। তারপর মাঠ, তারপর কতকগুলো বাড়ি। তারপর একটা সাজানো বাগান। তারপরে একটা বাগানবাড়ি—এক মালী আর মালী-বৌ তার বাসিন্দা।

তারপরে এল ফসলের ক্ষেত। গাছপালা মাঝে মাঝে। কোথাও বা ধানের গোলা, কোথাও খড়ের গাদা। তারপরে একটি ছোট্ট পাহাড়। এখানে এসে নেলের দাদামশাই নিঃশ্বাস ফেলে। হ্যাঁ, এতক্ষণে ওরা লণ্ডন শহর ছাড়তে পেরেছে!

এখানে একটা ক্ষেতের ধারে ওরা বসে। বসে বিশ্রাম করে।

নেল্ তার চুপড়িতে কিছু রুটি আর মাংস এনেছিল বুদ্ধি ক'রে—দু'জনে মিলে তার সদ্ব্যবহার করে।

"তুমি কি ক্লান্তি, দাদামশাই ?" নেল্ প্রশ্ন করে—"এতখানি হেঁটে কি শরীর খারাপ বোধ হচ্ছে ?"

"কিসের ক্লান্তি ? অভিশপ্ত জায়গা ছেড়ে আসতে পেরেছি আমরা।" বুড়ো উত্তর দেয়—"কিন্তু, আরো এগিয়ে চল নেল্, আরো এগিয়ে। লণ্ডনের এত কাছে থামা চলবে না, বিশ্রাম করা চলবে না আমাদের।"

"ওঠো তবে।" নেল্ বুড়োর হাত ধরে দাঁড়ায়।

মাঠের মধ্যে একটা ছোট্ট ডোবা ছিল—তকতক করছে তার জল। সেই পরিষ্কার জলে নেল্ তার মুখ হাত ধোয়। পা ডুবিয়ে বসে খানিকক্ষণ। তারপর আবার তাদের যাত্রা সুরু হয়।

হঠাৎ দাদামশাই বলে—"তুই আমাকে ছেড়ে যাসনে নেল্। বল্ তুই আমাকে ছেড়ে যাবিনি কখনো ? তোকে এতটুকু থেকে আমি ভালোবেসে আসছি। যদি তুইও চলে যাস—তাহলে আমি আর বাঁচব না।"

নেলের কাঁধে মাথা রেখে বুড়ো অশ্রুপাত করতে থাকে।

নেল্ তার দাদামশাইকে সান্ত্বনা দেয়। তারা একজন কি আর একজনকে ছেড়ে কখনো থাকতে পারে ?

তারা চলতে থাকে। ফসলের ক্ষেত দু'পাশে রেখে তারা চলে। নাম-না-জানা ফুলের গন্ধ ভেসে আসে হাওয়ায় পাখীর গানের সঙ্গে সঙ্গে।

তিন

এবার তারা এসে পড়েছে একেবারে পাড়াগাঁয়ে। দু'একখানা ক'রে ঘর—তাও খুব দূরে দূরে। কোথাও কতকগুলো কুঁড়েঘর এক সঙ্গে। রাস্তায় ছোট ছোট ছেলেমেয়ে ধূলোমাটি মেখে খেলা করছে। ফসলের মাঠে কাজ করছে চাষীরা। অনেক পথ ছাড়িয়ে এক একটা গ্রামের দোকান। আবার অনেকটা পরে কামারের ভাপর। তারপর এক বর্ধিষ্ণু কৃষকের গোলাবাড়ি, ফসলের খামার, বসতবাটী নিদ্রালু গাভীরা উঠানের এধারে ওধারে শুয়ে। মোটা মোটা পায়রারা সব বাড়ির চালে বসে বক্-বকম জুড়েছে। পাতিহাঁসরা ভেসে বেড়াচ্ছে পুকুরের কিনারায়।

খামারবাড়ি গেল। তারপর এল ছোট সরাইখানা। তারপর বড় গোলদারি দোকান। তারপর গ্রামের গির্জাঘর। আরো কতকগুলো কুঁড়েঘর ছোট ছোট। একটা পুরনো ধূলিধূসরিত ভাঙা ইদারা। তারপরে আবার দু'পাশে ফসলের ক্ষেত—খোলা রাস্তা আবার।

দিনভোর হাঁটল তারা। রাত্রে ঘুমলো এক অতিথিশালায়। কুঁড়েঘরটি পথযাত্রীদের জন্যেই রাখা। পরদিন সকালে আবার হাঁটা স্রুরু।

মাঝে মাঝে ওরা বিশ্রাম করে—অল্পক্ষণের জন্যই কেবল।

আবার হাঁটতে সুরু করে। ক্রমশঃ বেলা গড়ায় বিকেলে। তারা এসে পৌঁছয় কতকগুলো কুঁড়েঘরের সামনে।

চাষী মজুরদেব ঘর। নেল্ আগ্রহভরে তাকায় ঘরগুলোর দিকে। কোনটাতে সে কিছুক্ষণের জন্য বিশ্রামের আশ্রয় প্রার্থনা করবে—মনে মনে ভাবে। কিছু দুধ কেনার দরকার—সকালে সেই সামান্য আহারের পর সমস্তদিন ওদের পেটে কিছু পড়েনি।

কিন্তু জিজ্ঞাসা করতে সাহস হয় না নেলের। এমনিতেই ও ভীতু। কেউ যদি ব'কে দেয়। এখানে একটা ছেলে কাঁদছে, ওখানে এক বাড়ির বৌ ভারী চেঁচামেচি সুরু করেছে। লোক-গুলো খুব গরীব, দেখলেই বোঝা যায়। অবশেষে ওরা একটা বাড়ির সামনে গিয়ে দাঁড়ায়। সেখানে একটা টেবিল ঘিরে সবাই বসেছে, একপাশে এক বুড়ো মানুষ, চেয়ারে। নেলের মনে হোলো এই বুড়োও একজন দাদামশাই। তার কাছে সহানুভূতি পাওয়া যাবে বলে ভরসা হয় নেলের।

পরিবারের মধ্যে বুড়ো আর বৌ. আর তিনটি ছোট্ট ছেলে—শক্ত গড়ন, বাদামের মত রঙ। নেলের মুখ থেকে কথা বেরুতে না বেরুতে তার প্রার্থনা মঞ্জুর হয়। ছেলেদের মধ্যে সবচেয়ে বড় যে, দৌড়য় সে দুধ আনতে। মেজ যে সে দুটো টুল টেনে-হিঁচড়ে নিয়ে আসে দরজার কাছে। আর যে সব চেয়ে ছোট, সে মায় আঁচলের তলায় গিয়ে লুকোয়, সেখান থেকে ভয়ে ভয়ে তাকায় অপরিচিতদের দিকে।

বৃদ্ধ গৃহস্বামী জিজ্ঞাসা করে—"ভগবান তোমাদের দীর্ঘজীবী করুন। তোমরা কি অনেক দূর যাচ্ছ?"

"হ্যাঁ, মশাই! অনেক দূর!"—নেল্‌ই উত্তর দেয়। কেননা তার দাদামশাই তাকেই ইঙ্গিত করে উত্তর দেবার জন্যে।

"কোথা থেকে আসছ তোমরা?—লণ্ডন থেকে?"

নেল্ বলে—"হ্যাঁ।"

"আঃ! সে নিজেও কতবার লণ্ডনে গেছে—নিজের ওয়াগন্ নিয়ে। গত বত্রিশ বছর থেকে আর যাওয়া হয়নি। অতদিন আগেই সেই শেষ যাওয়া। এতদিনে কতই না অদল-বদল হয়েছে লণ্ডনের! কতই পরিবর্তন! সে নিজেও কি বদলায়নি। বত্রিশ বছর তো কম সময় নয়—চুরাশী বছর বয়সও কি কম? অবশ্য এক একজন লোক একশ' বছর পর্যন্ত বেঁচেছে, সে জানে। কিন্তু, তার নিজের পক্ষে অতটা বাঁচা সম্ভব হবে কিনা কে বলবে!"

—"বুড়ো মানুষটি, তুমি ঐ চেয়ারে বসো। তুমিও বসো খুকী।"

দুধ এসে পড়ে এবং সেই সঙ্গে কিছু খাদ্যদ্রব্যও। নেল্ এবং তাঁর দাদামশায়ের বেশ পরিতৃপ্তির সঙ্গে আহার সমাধা হয়।

ঘরের আসবাবপত্র নিতান্তই ঘরোয়া গোছের। কয়েকটা কাঠের চেয়ার, একটা কাপবোর্ড্ এক কোণে, মাঝখানে টেবিল, যৎসামান্য বাসনকোসন, চায়ের ট্রে আর কাপ্‌গুলো একধারে সাজানো, দেয়ালে টাঙানো ছবি—সব মিলিয়ে বেশ গোছানো, আর পরিচ্ছন্ন পরিষ্কার।

নেল ঘুরে ঘুরে তাকায় চারিদিকে

"এখান থেকে গ্রাম কিম্বা শহর কতদূরে মশাই ?" সে প্রশ্ন করে।

"পাঁচ মাইলের ধাক্কা।" জবাব আসে। "কিন্তু তোমরা আজ রাত্রেই যাচ্ছনা তো ?"

হ্যাঁ, হ্যাঁ, নেল্ – দাদামশাই চুপি চুপি বলে নেলের কানে কানে – আরো, আরো দূরে। যদি দুপুর রাত পর্যন্ত হাটতে হয়, তবুও।

গৃহস্বামী বলে--"পাশেই আমার খামারবাড়ি। সেখানেই তোমরা রাতটা থাকতে পারো। একটু দূরে, প্লাও ব'লে একটা জায়গায় একটা অতিথিশালাও আছে আমার। পথিকরা সেখানে রাত্রিবাস করে বটে, কিন্তু তোমাদের যেমন ক্লান্ত দেখছি,— এখানেই না হয়"—!

দাদামশাই বাধা দেয়—"না, নেল্। আরো দূরে চল। এখান থেকে আরো দূরে।"

"না, আমাদের না গেলেই নয়।" নেল্ বলে গৃহস্বামীকে। "আপনাকে ধন্যবাদ ! আমাদের আরো এগিয়ে যেতে হবে।"

তারপর বুড়োর হাত ধরে বলে—"চলো দাদামশাই।"

চলতে কষ্ট হচ্ছিল নেলের। ক্রমাগত হেঁটে হেঁটে তার এক পায়ে ফোস্কা পড়েছিল—কেবল লাগছিল সেই জায়গাটায়।

তাই আস্তে চলে তারা।

এই ভাবে আরো প্রায় একমাইল হাঁটবার পর, পেছন থেকে গাড়ির চাকার শব্দ তাদের কানে এল।

পেছনে ফিরে তারা তাকিয়ে দেখলে একটা খালি গাড়ি এগিয়ে আসছে তাদের দিকেই।

গাড়োয়ানটা তাদের কাছাকাছি এসে অশ্ব-রশ্মি সংযত করল এবং আগ্রহভরে তাকাতে লাগল নেলের দিকে।

"একটু আগে তোমরা এক গৃহস্থের বাড়ি বিশ্রাম করছিলে না?"

"হ্যাঁ মশাই।" নেল জবাব দেয়।

"তবে তো ঠিক হয়েছে! তাঁরা বললেন তোমাদের খুঁজে দেখতে।" গাড়োয়ানটা বলে,—"আমি এই পথেই যাচ্ছি কিনা! তোমরা এস আমার গাড়িতে।"

নেলের দাদামশায়ের দিকে সে হাত বাড়িয়ে দেয়—"আমার হাত ধরে উঠুন! এই যে।"

গাড়িতে আশ্রয় পেয়ে ওরা যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচে। এমন ক্লান্ত হয়েছিল দু'জনে যে, হামাগুড়ি দিয়ে হাঁটবারও ক্ষমতা ওদের ছিল কিনা সন্দেহ।

গাড়িটা মালপত্র নিয়ে যাবার জন্যই ব্যবহৃত হোতো। এক কোণে খড়ের গাদা জড়ো করা ছিল, নেল্ তার উপর নিজেকে ছড়িয়ে দেয়—সঙ্গে সঙ্গে গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে—গাড়ির ঝাঁকুনি সত্ত্বেও। এত আরাম এর আগে তারা কখনো পায়নি যেন!

অবশেষে গাড়ি এক জায়গায় এসে থামে। গাড়ি থামতেই নেলের ঘুম ভেঙে যায়। গাড়িটা ঐখান থেকেই মোড় বেঁকে অন্য পথ নেবে।

গাড়োয়ান নেমে এসে, বুড়োকে এবং নেল্‌কে সাহায্য করে। খুব বেশি দূরে নয়—কতকগুলো গাছপালার দিকে আঙুল দেখিয়ে বলে—"এইখানেই শহর। এই পথ ধরে গেলেই সামনে গির্জা পড়বে। এই গাছপালাগুলো পেরিয়েই। সোজা হেঁটে যাও।"

শ্রান্ত-চরণকে টেনে নিয়ে সেই দিকেই চলে ওরা।

চার

সূর্য তখন অস্ত যাচ্ছে। জায়গাটার নাম 'উইকেট্ গেট'—সেখান থেকে সেই পথ সুরু হয়েছে। অল্প একটু গিয়েই তারা গির্জার কাছে পৌঁছল।

গির্জাটা খুব পুরনো। দেয়ালের রঙ তার ধূসর হয়ে এসেছে। গির্জার পাশেই সমাধিক্ষেত্র, চারিদিকে মানুষের কবর ছড়ানো।—কবর এবং কবরের গায়ের প্রস্তর-ফলক।

কবরখানার নরম মাটির উপর দিয়ে ক্লান্ত-পায়ে তারা চলে।

একটু যেতেই কাছাকাছি তারা মানুষের গলা শুনতে পায়। অল্পক্ষণের মধ্যেই তাদের সন্নিকটে গিয়ে পড়ে।

দু'জন লোক নরম ঘাসের উপর বসেছিল। বেশ আরামে ব'সে এমন তন্ময় হয়ে তারা গল্প করছিল যে, এদের আসা একদম টেরই পায়নি।

দেখে বোঝা কঠিন হয়না যে, যারা শহরে শহরে পুতুলনাচের খেলা দেখিয়ে বেড়ায় এরা সেই শ্রেণীর লোক। ওদের পায়ের কাছেই কতকগুলো পুতুল ছড়ানো—একটা বড় গোছের পুতুল একটু দূরে একটা কবরের প্রস্তর-ফলকের পাশে হেলান দিয়ে বসে আছে।

সামনেই লম্বা একটা কাঠের বাক্স। তার মধ্যেই পৌত্তলিক নাট্যলীলার অন্যান্য অভিনেত্রীরা সব।

তাদের পরিচয় নেওয়া দরকার।

যে বড় পুতুলটা প্রস্তর-ফলকে হেলান দিয়ে আছেন, তিনিই হলেন নাটকের মুখ্যপাত্র। তাঁর মুখের আকর্ণবিস্তৃত হাসিই তাঁর পরিচয় দেয়। তাছাড়া, তাঁর বৌ, এক ছেলে এবং একটি ঘোড়াও আছে। ডাক্তার আছেন একজন। একজন বিদেশী ভদ্রলোক তাঁর যাবতীয় ভাব প্রকাশের জন্য একটি মাত্র শব্দ জানতেন। সেইটিই তিনি আবৃত্তি করতে পারেন। শব্দটি হচ্ছে—'হোলে বোলো'। জিজ্ঞাসিত হলেই পরপর তিনি কথাটি উচ্চারণ করেন। কী হোলে কী যে তাঁকে বল্‌তে হবে আন্দাজ করা খুবই শক্ত।

এছাড়া আছে এক বদমাইশ প্রতিবেশী, ক্যানেস্তারার টিনকে উচ্চাঙ্গের বাদ্যযন্ত্র বলে স্বীকার করতে কিছুতেই প্রস্তুত নয় সে। এক জল্লাদ, ফাঁসি দেওয়াই তার কাজ এবং স্বয়ং শয়তান—তিনি তো থাকবেনই। তাঁকে বাদ দিয়ে কোন খেলাই তেমন জমে না। এঁরা সকলেই সেখানে উপস্থিত।

স্পষ্ট বোঝা যায়, এদের মালিকরা, মেরামত করবার জন্যেই এদের এখানে নিয়ে এসেছে। দু'জন লোকের একজন সুতো দিয়ে ফাঁসির মঞ্চ তৈরী করতে ব্যস্ত ছিল। অন্য ব্যক্তিটি, বদমাইশ প্রতিবেশীর মাথায় ছোট ছোট পেরেক এবং হাতুড়ির সাহায্যে পরচুলা এঁটে দিচ্ছিল। অতিরিক্ত বদমাইশির জন্যই বোধ হয় চুল উঠে গিয়ে মাথায় টাক পড়ে গেছে বেচারার।

নেল এবং দাদামশাই যখন একেবারে তাদের সামনে গিয়ে

পড়েছে, তখন তাদের হুঁস হয়। তারা চোখ তোলে। হাতের কাজ বন্ধ ক'রে বিস্মিতদৃষ্টিতে তাকায়।

ওদের মধ্যে যে লোকটা খেলা দেখায়, তার মুখটা হাসি-হাসি —অনেকটা তার নাটকের প্রধান নটের ছোঁয়াচ যেন তাকে লেগেছে। অপর লোকটি বেশ একটু সাবধানী ও সন্দিগ্ধ। পয়সাকড়ির হিসাব সেই রাখে—এই থেকেই যে তার এমনি স্বভাব দাঁড়িয়েছে তা বলাই বাহুল্য।

হাসি-হাসি লোকটাই ওদের প্রথমে অভ্যর্থনা করে। নেলের দাদামশাই যে রকম হাঁ ক'রে নাটকের মুখ্যপাত্রকে দেখছিল, তা থেকে তার ধারণা হোলো পুতুলনাচের বাইরে কোনো পুতুল এর আগে যেন সে বুড়ো দেখেনি ; এই প্রথম দেখছে জীবনে।

নেলের দাদামশাই বসে পড়ে ওদের পাশেই। পুতুলদের দিকে তাকিকে তার আনন্দ আর ধরে না।—"এদের নিয়ে এখানে এসেছ কেন তোমরা ?" সে জিজ্ঞাসা করে।

বেঁটে লোকটাই জবাব দেয়—"ঐ যে সরাইখানা দেখা যাচ্ছে এখান থেকে, ঐ দূরে, ঐখানেই আমরা উঠেছি। আমাদের এই পুতুল মেরামতের কাজটা ওদের দেখানো ঠিক নয়, সেই জন্যই আমরা এই নির্জন জায়গাটায় এসেছি।"

"কেন ? কেন ঠিক নয় শুনি ?" দাদামশাই আবার প্রশ্ন করেন।

বেঁটে লোকটি জবাব দেয়—"কেন না তাহলে তো সমস্ত

রহস্যই পরিষ্কার হয়ে যাবে। পুতুলনাচ দেখতে কি তখন উৎসাহ হবে ওদের? জজসাহেবকে যদি তুমি পরচুলা-ছাড়া এমনি অবস্থায় আগেই দেখতে পেয়ে যাও, তাহলে কি তাকে আবার দেখবার জন্য তুমি পয়সা খরচ করতে যাবে? নিশ্চয়ই না।"

"বটে? বেশ তো।" বুড়ো একটু সাহসী হয়ে একটা পুতুলকে ছোঁবার জন্য হাত বাড়ায়, ছুঁয়েই হাত টেনে নেয় তৎক্ষণাৎ—তার হাসি আর থামে না। জানতে চায়, "আজ রাত্রেই এদের খেলা হবে তো? আজই?"

বেঁটে লোকটি বলে—"সেই রকমই তো মতলব আছে। তবে আমার বন্ধু টমাস কডলিন্ ভাবছেন যে, তোমরা এখানে এসে পড়াতে আমাদের একটা ক্ষতি হোলো!—ঘাবড়োনা টমি! খুব বেশি ক্ষতি হয়নি নিশ্চয়ই।"

এই ব'লে বেঁটে লোকটি চোখটিপে ইশারা করে।

টমাস কডলিন্ লোকটা স্বভাবতঃই খুঁতখুতে—সব কিছুতেই তার সন্দেহ আর বিরক্তি। প্রস্তর-ফলকে হেলান দেওয়া পুতুল-টাকে তুলে নিয়ে বাক্সের মধ্যে ফেলতে ফেলতে সে বেঁটে লোকটির কথার জবাব দেয়।

"এক আধলা লোকসান হলেও আমি গ্রাহ্য করি না! কিন্তু তুমি ভারী দিলখোলা শর্ট—এতটা সাদাসিধে ভালোমানুষ হওয়া ভালো না। তোমার মোটেই বুদ্ধি নেই! এর জন্য শেষে হয়তো তোমায় পস্তাতে হবে।"

"আঃ, টমি! তুমি একদম বদলে গেছ! এরকম তো আগে

ছিলে না! যখন তুমি মেলায় খেলায় ভূতের পার্ট প্লে করতে, তখন ভূত ছাড়া আর আর সব কিছুতেই তোমার বিশ্বাস ছিল। এখন তুমি মানুষকেও বিশ্বাস করো না—কোনো মানুষকেই না। লোক যে এতটা বদলে যায় আমি জানতাম না।"

"যাক্, ও নিয়ে মাথা ঘামাবার দরকার নেই তোমার।" কডলিন্ বলে—"এখন আমার মানুষ সম্বন্ধে আগের চেয়ে ঢের বেশি জ্ঞান হয়েছে, দুঃখের সঙ্গেই একথা স্বীকার করবো!"

এই বলে কডলিন্ অত্যন্ত বিরক্তির সঙ্গেই বাক্স থেকে একটা পুতুল বের করে। সেটাকে দু'হাতে উঁচুতে তুলে ধ'রে খুব মন দিয়ে দেখতে থাকে।

"দেখেছ! জুডির কাপড়চোপড় আবার ছিঁড়তে আরম্ভ করেছে। তোমার কাছে ছুঁচ সুতো নেই বোধ হয়?"

বেঁটে লোকটি এর জবাবে কেবল ঘাড় নাড়ে। একজন প্রধান অভিনেতার পোশাক-পরিচ্ছদের এইরূপ দুর্দশা ওদের দু'জনকেই ভয়ানক বিচলিত করে। কিন্তু কি করবে আর?

তখন নেল্ ভয়ে ভয়ে বলে--"আমার বাক্সে ছুঁচ আছে; সুতোও আছে। বলো তো আমি সেলাই করে দিতে পারি। তোমাদের চেয়ে ভালোই করতে পারব ব'লে আমার মনে হয়।"

এরকম সমীচীন প্রস্তাবের বিরুদ্ধে আপত্তি করবার মত কডলিনও কিছু খুঁজে পায় না। নেল্ বাক্সর পাশে হাঁটু গেড়ে ব'সে জুড়ির পোশাক-আঁটার কাজে ব্যাপৃত হয়ে পড়ে। এমন নিখুঁত হয় ওর কাজ যে, কডলিন্ ও শর্ট দু'জনেই চমৎকৃত হয়ে যায়।

শর্ট তো অবাক হয়ে চেয়ে থাকে নেলের দিকে, যতক্ষণ না তার কাজ শেষ হয়। নেল্‌কে ক্রমশই ওর ভালো লাগতে থাকে। অবশেষে নেলকে এই উপকারের জন্য সে ধন্যবাদ দেয়, জিজ্ঞাসা করে- -"কদ্দুর যাচ্ছ তোমরা ?"

"আজ আর কোথাও যাচ্ছি না, আজ এইখানেই।" এই ব'লে, নেল্ দাদামশায়ের দিকে দৃষ্টিপাত করে।

শর্ট মন্তব্য করে- "কোথাও রাত্রে থাকবার যদি দরকার হয়, তাহলে আমরা যে সরাইখানায় উঠেছি, সেইখানেই উঠতে পারো। ওই যে ঐখানে—এখান থেকেই দেখা যাচ্ছে। ঐ যে লম্বা দোতলা ছোট্ট শাদা বাড়িটা ! খুব সস্তাই বলতে গেলে। খরচও বেশি হবে না, ভাড়াও কম।

সেই কবরখানাতেই রাত কাটাতে বুড়োর আপত্তি ছিল না, যদি না নতুন আলাপীরা ওকে রাখতে চাইত নিজেদের সঙ্গে। সরাইখানার কথায় বুড়ো তাই তৎক্ষণাৎ রাজী হয়ে যায়। এক-সঙ্গেই ওরা চলতে শুরু করে সেই শাদা বাড়ির দিকে।

একটি মোটা গোছের লোক এবং তার বৌ সরাইখানার মালিক। বাড়তি আরো দু'জনকে নিতে তারা আপত্তি করল না। বরং নেলের সৌন্দর্যের প্রশংসাই করতে লাগল বৌটি। তারা যে লণ্ডন থেকে অতখানি রাস্তা সোজা পায়ে হেঁটেই এসেছে এ-কথা জেনে তার বিস্ময়ের অবধি থাকে না।

"কোথায় যাবে তোমরা ?" বৌটি প্রশ্ন করে নেল্‌কে।

এর কি জবাব দেবে নেল ? এর উত্তর কি সে জানে ? তার কচি মুখখানি বিষণ্ণতায় ভরে যায়। নেলের ভাবান্তর দেখে বৌটি আর কিছু জিজ্ঞেসা করে না।

এক ঘণ্টার মধ্যেই ওদের সকলের খাওয়াদাওয়া শেষ করতে হয়। এর পরই খেলা সুরু হবে কিনা !

বাড়ির পাশের খালি আস্তাবোলটাকেই পুতুলনাচের আসরে পরিণত করা হয়েছে। কয়েকটা বাতি জালানো হয়েছে, সেই আলো ঘিরে জড়ো হয়েছে সেখানকার যত লোক।

খেলা দেখে সকলেই খুব খুশি হয়। একবাক্যে সবাই প্রশংসা করতে থাকে। হাততালি আর শেষ হয় না। পয়সা-কড়ির বৃষ্টি হ'তে থাকে চারধার থেকে। সকল দর্শকের মধ্যে নেলের দাদামশায়ের উৎসাহই ছিল সবার বেশি—আর তার হাসিও ছিল সবচেয়ে উঁচু পর্দায়।

পুতুলনাচের আগাগোড়াই নেল্ ছিল ঘুমিয়ে। সে কিছু দেখেও নি, শোনেও নি ! তার মাথা ঝুঁকে পড়েছে কাঁধের উপর, অকাতরে সে ঘুমচ্ছে। স্ফূর্তির আতিশয্যে বুড়ো অনেক-বার তাকে জাগাতে চেয়েছে, যাতে সে বেচারীও এই অফুরন্ত আনন্দের কিছু ভাগ পায়, কিন্তু সে সব চেষ্টা একেবারেই ব্যর্থ হয়েছে।

অনেকক্ষণ পরে খেলা ভাঙে। নেল্‌কে তুলতে হয় তখন। বেশ খানিকক্ষণ ঘুমিয়ে ওর ক্লান্তি অনেকটা কমেছে, শরীর ঝরঝরে। ওরা শুতে যায় সরাইখানায়।

সরাইখানার দুটো ঘরের একটাতে শোয় কডলিন্‌ আর শর্ট। আরকটাতে নেল্‌ আর তার দাদামশাই।

দাদামশাই এক মুহূর্তের মধেই ঘুমিয়ে পড়ে—কিন্তু নেলের চোখে আর ঘুম আসে না। ভবিষ্যতের ভাবনা তাকে ব্যাকুল ক'রে তোলে। বৌটির প্রশ্ন বারবার তার মনে পড়ে।—কোথায় যাবে তোমরা?

সত্যি, কোথায় যাবে তারা? কি হবে তাদের?

জানালার কাছে গিয়ে সে দাঁড়ায়। বাইরের দিকে উদাস চোখে চেয়ে থাকে। পুরনো গির্জা, চারিধারে কবর—তার উপরে পড়েছে ম্লান চাঁদের আলো। অন্ধকারের দিকে গাছগুলো কি যেন চুপি চুপি বলাবলি করছে নিজেদের মধ্যে।

নেলের কিছু টাকা ছিল, সে সঙ্গে করে এনেছিল। খুব সামান্যই সে টাকা। কিন্তু সে টাকাও যখন ফুরোবে তখন ভিক্ষা করতে হবে তাদের। সেই সামান্য অর্থের মধ্যে একটা গিনী ছিল। এই গিনীটা নিশ্চয়ই এক সময়ে খুব কাজে লাগবে তাদের, —নিতান্ত টানাটানির সময়ে, তখন এর দাম একশগুণ বেড়ে যাবে! এটাকে লুকিয়ে রাখা দরকার, নেলের মনে হয়। যখন আর কোন উপায় থাকবে না, তখন, কেবল তখনই নেল্‌ এই সোনার টাকাটাকে ভাঙাবে।

নেল্‌ গিনীটাকে তার জামার সঙ্গে সেলাই ক'রে ফেলে। তারপর অনেকটা হালকা মন নিয়ে ঘুমোতে যায়।

পাঁচ

আর এক সূর্য-করোজ্জ্বল প্রভাত। জানলা দিয়ে সোনালী আলো এসে নেলের চোখে চুমু খায়। ঘুম ভাঙে ওর।

ঘুম ভেঙেই ও চম্‌কে ওঠে। এ কোথায় সে? এ কোন জায়গায়? যেখানে সে ঘুমোচ্ছিল এ তো সে জায়গা নয়, এ কোথায় তাকে নিয়ে এসেছে কারা?

চারধারে তাকিয়ে আস্তে আস্তে তার মনে পড়ে গত রাত্রের কথা। হ্যাঁ, এ সেই ঘরই বটে! আশ্বস্ত ও আশান্বিত হয়ে সে বিছানা ছেড়ে ওঠে।

তখনো খুব সকাল। বুড়ো দাদামশাই তখনো গভীর ঘুমে কাতর। সে কবরখানায় বেড়াতে যায়। লম্বা লম্বা ঘাসের মাথায় বড় বড় শিশিরের ফোঁটা! তার নরম পায়ে—ভেজা ঘাসের ডগা মুছে মুছে যায় সে।

অদ্ভুত রকমের ভাল লাগে তার। চারিধারেই মৃত আত্মাদের বসতি—এর মাঝে সে একলা, আশ্চর্য এক অনুভূতি এসে ঢেউ তোলে তার মনে। প্রস্তর-ফলকের লেখাগুলো ও পড়ে—প'ড়ে জানা যায়, যারা মারা গেছে তাদের অধিকাংশই মহৎলোক—সত্যি, এধারকার লোকগুলো খুবই ভালো, কুইলপের মতো নয়! ওর ভারী আনন্দ হয় ভেবে।

এতক্ষণে ওর দাদামশাই উঠেছে হয়তো। কবরখানা ছেড়ে সে ফেরে সরাইখানার দিকে।

হ্যাঁ, বুড়ো উঠেছে। কেবল ওঠা নয়, পোশাক-টোষাক পরে তৈরীও হয়েছে।

মিষ্টার কডলিন্, কালকের বেঁচে-যাওয়া মোমবাতির টুকরো-গুলো তাঁর থলির মধ্যে পুরছেন তখন। আর ভাবছেন তুনিয়ার হালচাল। বাস্তবিক, বেঁচে থেকে আর কোনোই সুখ নেই। পৃথিবীর লোকগুলো সুবিধের নয় একেবারেই– অন্ততঃ কডলিনের এই রকম ধারণা। জিনিসপত্র গোছাতে গোছাতে কডলিন্ জগতের যাবতীয় ব্যাপারেই বিরক্তি প্রকাশ করছেন।

শর্ট এই সময়ে বিদায়-অভিনন্দনের পালা সারতে ব্যস্ত। আস্তাবলের এবং আশপাশের সমস্ত লোক এসে জুটেছে, তারা শর্টকে কিছুতেই তার নাটকের মুখ্যপাত্র থেকে আলাদা ক'রে ভাবতে পারে না। নিজেদের মনে তারা, প্রধান পুত্তলিকার পরেই উল্লেখযোগ্য স্থান শর্টকেই দিয়েছে। এমন কি শর্টের প্রতি তাদের ভালোবাসা, পুতুলগুলোর প্রতি তাদের প্রীতির চেয়ে কোনো অংশে কম নয়।

অভিনন্দনের পালা সাঙ্গ হলে শর্ট ব্রেকফাষ্টের টেবিলে এসে যোগ দেয়-–কডলিন্, নেল্ ও নেলের দাদামশায়ের সঙ্গে।

"কোথায় যাচ্ছ তোমরা আজ?" প্রাতরাশের মাঝখানেই নেল্‌কে সে জিজ্ঞাসা করে।

"আমি জানি না। এখনো ঠিক করিনি আমরা।" নেল্

উত্তর দেয়। শর্ট বলে—“আমরা এখান থেকে যাব ঘোড়দৌড়ের মেলায়! তোমাদেরও যদি ঐ পথে যাওয়া হয় তবে এস না কেন আমাদের সঙ্গে?”

তারপর একটু থেমে সে আবার বলে—“তবে তোমরা যদি একলা যেতে চাও, সে-কথা আলাদা। তাহলে তোমাদের আর বিরক্ত করব না।”

নেল্ এক মুহূর্ত চিন্তা করে। তার মনে হয়, খুব শীঘ্রই তাদের ভিক্ষা করা শুরু করতে হবে। সে-হিসেবে ধরতে গেলে ঘোড়দৌড়ের মেলার মতো চমৎকার জায়গা আর কী আছে? সেখানেই তো যতো বড়লোকের মেয়ে আর ভদ্রলোকেরা গিয়ে জুটবে। শর্টের প্রস্তাব গ্রহণ করাই যুক্তিযুক্ত ব'লে তার ধারণা হয়।

সভয়ে কডলিনের দিকে তাকিয়ে নেল্ বলে—“ঘোড়দৌড়ের মেলা পর্যন্ত তোমাদের সঙ্গে আমরা যেতে পারি। অবশ্য, তোমার বন্ধুর যদি কোন আপত্তি না থাকে।'

“আপত্তি!” শর্ট বলে, “তুমি কি আপত্তি করবে, টমি? জীবনে অন্ততঃ একবারের জন্য ঈষৎ উদার হও বন্ধু! চলুক্ ওরা আমাদের সঙ্গে, কেমন?”

কডলিন্ সে সময়ে গোগ্রাসে রুটি-মাখন গিলছিল, তার ফাঁকেই সে জবাব দেয়—“শর্ট, তুমি নিতান্ত নাবালক!”

তারপর রুটি-মাখনকে যথাস্থানে প্রেরণ ক'রে দ্বিতীয়বার তার বাক্যস্ফূর্তি হয়—তোমাকে নিয়ে যে কি করব আমি!”

"কেন, ওরা সঙ্গে গেলে আমাদের ক্ষতি কি ?"

"ওদের কথা আলাদা। ওরা গেলে কোন ক্ষতি নেই।" কডলিন্ জবাব দেয়—"কিন্তু, তোমার এই চালচলনটাই খারাপ। এতো দিলখোলা হলে কি চলে? না, ওরকম হওয়া ভালো ? এর জন্যে একদিন আমাদের পস্তাতে হবে, দেখবে।"

"তাহলে ওরা তো যাচ্ছে আমাদের সঙ্গে, না, না ?"

"যাচ্ছে। ওদের বেলা আমার আপত্তি নেই, কিন্তু, তোমার"—

শর্ট ওর কথা শেষ হতে দেয় না, একতাল রুটি-মাখন একত্র করে কডলিনের উন্মুক্ত মুখ-গহ্বরের মধ্যে পুরে দেয়।

খাওয়াদাওয়া শেষ হলে, যাবার আগে খরচ মেটাবার বিল্ আসে। এ-পর্যন্ত আহার-পানীয়ের মধ্যে কডলিনের ছিল সিংহের ভাগ, তার পরেই শর্ট—নেল্ এবং তার দাদামশাই যৎসামান্যই খেয়েছিল। কিন্তু কডলিন্ সমস্ত খরচটাকে সমান দু'ভাগে বিভক্ত করে। একভাগ সে নিজে শোধ করে—যেটা তার এবং শর্টের খরচ, অন্য ভাগটা নেলের দাদামশায়ের ঘাড়ে ফেলে দেয়।

নেলেরা সে-পাওনা শোধ করে দেয় কোন আপত্তি না করেই। ওদের মতো চমৎকার লোকের সঙ্গে একসঙ্গে যেতে পারাটাই নেলের দাদামশাই সৌভাগ্য বলে বিবেচনা করেন, এবং নেল্‌ও কিছু পরিমাণে। সুতরাং দু'চার পয়সা এদিক-ওদিকের দিকে ওরা ভ্রূক্ষেপই করে না।

কডলিন্ চলে আস্তে আস্তে ভারী ভারী পা ফেলে। কখনো শর্টের সঙ্গে এক-আধটা কথা বলে। কথা আর কিছু নয়, পৃথিবীর সবকিছুর সম্বন্ধেই অভিযোগ! আজকালকার মানুষদের হালচালের উপরে মন্তব্য। কঠোর এবং বিরক্তিসূচক।

শর্টের ঘাড়ে সেই চ্যাপটা বাক্স চাপানো—যার ভেতরে সব পুতুল এবং নিজের জিনিসপত্রের একটা পুঁটলি, খুব বড় নয়। তার কাঁধে ঝুলছে একটা রামশিঙা।

শর্ট যায় আগে আগে। তার একপাশে নেল্, আর এক পাশে নেলের দাদামশাই। কডলিন্ পেছনে পেছনে। এই ক'জনেই শোভাযাত্রা সম্পূর্ণ।

যখনই ওরা কোন গ্রামের কাছাকাছি আসে, কিম্বা গ্রাম থেকে বিচ্ছিন্ন কোনো ভালো-চেহারার বাড়ির কাছে, তখনই শর্ট ওর রামশিঙা বাজাতে শুরু করে দেয়।

তারপরেই তার গান আরম্ভ হয়। গান আর কিছু না, মজাদার সব ছড়ার টুক্‌রো, অদ্ভুত সুরে গাওয়া। পুতুলনাচের খেলার সঙ্গেই সেই সব গানের চল্‌তি দেখা যায় বেশি।

রামশিঙার আওয়াজে আর গানের সাড়ায় অমনি ছেলে-বুড়ো আর মেয়েরা ছুটে আসে বাড়ির জানালায়। পাড়ার লোকেরা সব জড়ো হয়।

কডলিন্ তৎক্ষণাৎ শর্টকে একটা লম্বা চাদরের তলায় চাপা দেয়। ব্যাগপাইপে একটা সুর বাজতে শুরু করে। সঙ্গে সঙ্গে খেলা আরম্ভ হয়।

খেলা কতক্ষণ চলবে-না-চলবে সেটা নির্ভর করে কডলিনের ওপর। যে-রকম পয়সা পড়ে তার অনুপাতে কডলিন্ কখনো সময় বাড়ায়, কখনো সময় সংক্ষেপ করে।

তার যেমন অভিরুচি। অবশেষে, শেষ পয়সাটি পর্যন্ত কুড়িয়ে নিয়ে আবার ওদের চলা সুরু হয়।

এই রকম মাঝে মাঝে থামা সত্ত্বেও, সমস্ত দিন ধ'রে তারা অনেকখানি হাঁটে। আকাশে চাঁদ ওঠে। তখনো তারা রাস্তাতেই। এখনো তারা ঘোড়দৌড়ের মেলার সন্নিকট পর্যন্ত এসে পৌছতে পারেনি ; শর্ট মজার মজার কথা বলে, ইয়ার্কি দেয়, এবং গান গেয়ে গেয়ে সময়টা হাল্কা করতে চায়। কডলিন্ কিন্তু তার দুর্ভাগ্যকে অভিশাপ দেয়, এবং পৃথিবীর সব কিছুকেই গালমন্দ করতে থাকে। বলে, দিনকাল এমনই খারাপ পড়েছে যে রাস্তাগুলোও, কোথায় ছোট হবে, না কেবল বেড়েই চলেছে।

কডলিনের মন বিরক্তিতে ভ'রে যায়।

তবু তাকে চলতে হয়।

রাস্তার চৌমাথায় এসে ওরা থামে।

চারটে রাস্তা চারধার থেকে এসে মিশেছিল সেখানে। সেইখানে এক গাছতলায় বসে তারা বিশ্রাম করে।

রাস্তার অন্য মাথা থেকে দুটো লম্বা ছায়া এসে পড়ে তাদের সামনে—যেন বিকটাকার দুই দানবের ছায়া। গাছের আড়ালে ছিল ব'লে স্পষ্ট কিছু দেখা যাচ্ছিল না। নেল্ ভীত হয়ে ওঠে।

লম্বা লম্বা পা-ফেলে ছায়া ছুটো এগিয়ে আসছিল তাদের দিকেই।

শর্ট নেল্‌কে আশ্বস্ত করে—"ভয় নেই! ভয়ের কিছুই নেই।" ব'লে সে তার রামশিঙা বাজাতে শুরু ক'রে দেয়!

সঙ্গে সঙ্গে ছায়ারাও উচ্চ-কণ্ঠে জবাব পাঠায়, অনতিদূর থেকেই।

"গ্রাইণ্ডারের দল—না?" শর্ট চীৎকার করে।

"হ্যাঁ।" একজোড়া কাংস্য-কণ্ঠে একসঙ্গে জবাব আসে।

"এগিয়ে এস তবে?" শর্ট বলে—"একবার দেখি তোমাদের। তোমরাই যে তা আমি আগেই আন্দাজ করেছি।"

গ্রাইণ্ডারের দল এসে উপস্থিত হয়। তিনটি লোক নিয়ে দল—মিষ্টার গ্রাইণ্ডার নিজে এবং একটি যুবক ও একটি মেয়ে। গ্রাইণ্ডারের পিঠে একটা ড্রাম, ছেলেটির অদ্ভুত এক সেকেলে পোশাক, মেয়েটির মাথায় রুমাল বাঁধা। স্পষ্টই বোঝা যায় ওরা নাচের দল।

"ঘোড়দৌড়ে চলেছ দেখছি।" গ্রাইণ্ডার হাঁপাতে হাঁপাতে এসে বলে—"আমরাও তাই। ভালো আছো, শর্ট?"

বন্ধুত্বসূচক করমর্দন হয় দু'জনের।—"ভালোই! কেমন চলছে তোমার?"

"চলে যাচ্ছে একরকম।" চৌমাথার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ ক'রে গ্রাইণ্ডার বলে—"কোন পথ ধরবে তোমরা? আমরা সোজা পথ নেব।"

"লম্বা পথে একটু ঘুরেই যাব।" শর্ট বলে—"তার কারণ মাইল দেড়েক পরেই এক জায়গায় আজ রাত্রের মত আমরা বিশ্রাম করছি কিনা!"

"আমাদের সঙ্গেই চলনা কেন, এক পথেই? মেলায় যত শীগগির পৌছতে পারবে ততোই তো ভাল। দেরি ক'রে গিয়ে কি লাভ? তোমার অংশীদার কই? দেখছি না তো!"

"এই যে এখানে তিনি।" বলতে বলতে গাছের আড়াল ছেড়ে উঠে আসে কডলিন্। "যদি এক-পা ও অন্য পথে বাড়ায়, তাহলে অংশীদার ওকে আস্তই আজ সেদ্ধ ক'রে ফেলবেন। এই তাঁর সাফ্ কথা।"

"আঃ, টমি! সমব্যবসায়ীদের সঙ্গে কি এমনি করেই কথা বলতে হয়?" শর্ট আপত্তি প্রকাশ করে—"একটু মিষ্টি করেও কি কথা বলতে জান না তুমি?"

"মিষ্টি হোক মিষ্টি, তেতো হোক তেতো!"—কডলিন্ রূঢ়-কণ্ঠেই জবাব দেয়—"ঐ আমার এক কথা। দেড় মাইলের বেশি এক পা-ও আমি এগোচ্ছি না আজ রাত্রে। 'জলি-স্যাণ্ড-বয়'—সেখানেই গিয়ে সরাইখানায় আমি উঠব; আর কোথাও না। তোমাদের খুশি হয় তোমরা সেখানে এসো, না হয় না এসো। যে রাস্তায় ইচ্ছে যাও। আমি চল্লাম।"

রাগে গজগজ করতে করতে কডলিন্ গট্‌গট্ ক'রে বেরিয়ে পড়ে। পুতুলের বাক্সটা কাঁধের উপর তুলে নিয়ে, নিজের রাস্তা ধরে সে। নির্বাক হয়ে তারা কডলিনের কাণ্ড দেখে।

শর্ট আরো কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে গল্প করে পুরনো বন্ধুর সঙ্গে। কিন্তু ওদের আলাপ আর জমে না, বিষণ্ণ-মুখে পরস্পরে বিদায় নেয়।

গ্রাইণ্ডাররা নিজেদের পথে আস্তে আস্তে তাদের দৃষ্টির বাইরে চলে যায়। শর্ট রামশিঙায় আরেকবার ফুঁ দেয়—ওদের উদ্দেশে আওয়াজ ছাড়ে। তারপর, কডলিন্ যেদিকে গেছে সেই পথ ধরে ওরাও।

নেলের, ছোট্ট হাতটা মুঠোর মধ্যে নেয় শর্ট। বলে—"ভাবনা কি! এই তো আর একটু। এসে পড়লাম ব'লে। দেড় মাইল আর কতটা! চলো, একটু পা-চালিয়ে চলি!"

বুড়োকেও সে উৎসাহ দেয়।

তাড়াতাড়ি ওরা পা-চালায়—কেননা, মেঘে চাঁদ ঢাকা পড়ে ঠাণ্ডা বাতাস দিয়েছে—বৃষ্টি এসে পড়ল ব'লে।

ছয়

'জলি-স্যাণ্ড-বয়' হচ্ছে সরাইখানার নাম। বহুকালের পুরনো-সরাই। কডলিন্ যতই এগোচ্ছিল ততোই তার ভয় হচ্ছিল সরাইখানায় গিয়ে জায়গা পাবে কিনা! যতই তারা ঘোড়-দৌড়ের শহরের কাছাকাছি পৌঁচচ্ছে ততোই যেন লোকের চলাচলের আর বিরাম নেই। জিপ্‌সির দল চলেছে, গোরুরগাড়ি চলেছে জুয়াখেলার জিনিসপত্র বোঝাই হয়ে। কত রকমের অন্যান্য তামাসার দলও চলেছে—ভিখারী আর ভবঘুরের তো ইয়ত্তাই নেই।

তারা কি আর এতক্ষণ সরাইখানার এক ইঞ্চি জায়গাও খালি রেখেছে? বিশ্বাস হয় না! পা চালাতে চালাতে ভাবে কডলিন্। দূরত্বও যত কমছিল, তার আশঙ্কাও বাড়ছিল সেই পরিমাণে। শেষাশেষি, বোঝা ঘাড়ে ক'রে যেন দৌড়তেই সে শুরু করে দেয়।

সরাইখানার কাছে পৌঁছে তবে তার ভয় দূর হয়। মালিক একলাই দাড়িয়ে আছে দরজার কাছে, দেয়ালে ঠেস্ দিয়ে। নাঃ, ভেতরে চেঁচামেচি, গোলমাল, কোরাস্ গান—এসবের একটু টুঁ-শব্দও নেই। এখনো কোনো দল এসে আড্ডা গাড়েনি তা'হলে।

"এই যে! একলাই যে দাড়িয়ে?"

পিঠেব বোঝা নামিয়ে, কপালেব ঘাম মুছে জিজ্ঞাসা করে কডলিন্।

"এখন পর্যন্ত তো বটে!" এই ব'লে সরাইখানাব মালিক মেঘাচ্ছন্ন আকাশের দিকে দৃষ্টিপাত করে, - "আবো অনেক দল জুটবে নিশ্চয় এই রাত্রে, আমি তো আশা করি।"

বলতে বলতে খুব জোর বৃষ্টি এসে পড়ে। মালিক ব্যস্ত হয়ে ওঠে—"তোমার ওই বাক্স নিয়ে ভেতবে এসে ঢোকো, টম্। জলেব ছাটে ভিজে যাবে নইলে। ভেতরে রান্নাঘরে দিব্য আগুন জ্বলছে।"

মালিকের পিছু পিছু কডলিন্ ভেতবে যায়। মিথ্যে বলেনি লোকটা। দিব্য আগুনই বটে। লোলিহান আগুনের লকলকে শিখা ঊর্ধ্ববাহু হয়ে চিমনিকে স্পর্শ করতে চাইছে—একটা অদ্ভুত লাল আভা ছড়িয়ে পড়েছে সারা ঘরে। উনুনের কাছে একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসে পড়ে কডলিন্।

উনুনের উপরে প্রকাণ্ড একটা লোহার হাঁড়ি চাপানো। মালিক তার ঢাকনাটা খোলে—সঙ্গে সঙ্গে একটা সুস্বাদু গন্ধ এসে কডলিনের রসনাকে সরস করে।

কডলিনের দিকে তাকিয়ে হাসতে থাকে মালিক।

কডলিনও হাসে, "বাঃ! সুন্দর গন্ধ তো! কি রান্না হচ্ছে?"

মালিকের টাক মাথা জ্বল জ্বল করছে আগুনের আভায়—জিবের জল সরছে তখন।

"মাংসের ষ্টু।" বলতে বলতে মালিক জিব দিয়ে ঠোঁট

ছুটো চেটে নেয়। "এতে আছে ঠ্যাং।" আবার ঠোঁট চাটে, "পিঠের দাঁড়া।" পুনরায় ঠোঁটটায় জিব বুলিয়ে নেয়। "বরবটি, কপি, নতুন আলু আর প্রচুর পেঁয়াজ।" এবার চতুর্থবার ঠোঁট চেটে নিয়ে বলে—"সমস্ত একসঙ্গে মিলিয়ে।"...

ঢাকনাটা বন্ধ ক'রে পুনঃপুনঃ সে ঠোঁট চাটতে থাকে।

"কখন শেষ হবে রান্না?" কডলিন্ ক্ষীণস্বরে জিজ্ঞাসা করে।

"যখন কাঁটায় কাঁটায়"—একধারে দেয়ালে অতি প্রাচীনকালের একটা ঘড়ি টাঙানো ছিল, সেইদিকে চোখ রেখে উত্তর দেয়—"যখন কাঁটায় কাঁটায় ঠিক এগারোটা বাজতে বাইশ মিনিট বাকি থাকবে, তখনই সাঁৎলে নিয়ে নামাতে হবে জিনিসটা।"

"তাহলে"—কডলিন বলে—"তাহলে আমাকে এক কাপ গরম চা দাও কেবল। এগারোটা বাজতে বাইশ মিনিটের আগে কেউ যেন একখানা বিস্কুট নিয়েও না ঢোকে এ ঘরে।"

চা-পান ক'রে কডলিন্ অনেকটা সুস্থ বোধ করে। ওর মনও কোমল হয়ে আসে। সঙ্গীদের কথা চিন্তা করার ফুরসৎ পায়।

সরাইখানার মালিককে জানায়—"আমার সঙ্গের লোকেরাও এসে পড়ল ব'লে। আর দেরি নেই।"

জানালার গায়ে বৃষ্টির ঝাপটার শব্দ হচ্ছিল। বর্ষণ হচ্ছে মুষলধারে। বেচারারা ভিজে না যায়, আশান্বিত হৃদয়ে এই কথাই ভাবছিল কডলিন্।

অবশেষে ওরা এসে পড়ে। শর্ট, নেল্ আর নেলের দাদা-মশাই। বৃষ্টিতে একেবারে ভিজে বেড়ালটির মত হয়ে গেছে ওরা। শর্ট নিজের ওভার-কোটের তলায় মেয়েটিকে আড়াল ক'রে এনেছিল। দৌড়ে আসতে হয়েছে ওদের। তিনজনই দারুন হাঁপাচ্ছিল।

দরজার কাছে দাঁড়িয়ে ওদের আগমনের প্রতীক্ষা করছিল মালিক। যেমন না বাইরে ওদের শব্দ শোনা, অমনি সে রান্না-ঘরের ভেতরে গিয়ে, মাংসের হাঁড়ির ঢাকনাটা খুলে দেয়। এর ফলও হয় মন্ত্রশক্তির মত। তিনজনেই হাসিমুখ নিয়ে ঘরের ভিতরে ঢোকে, এবং মুহূর্তের মধ্যেই বৃষ্টিতে ভেজার কষ্ট ভুলে যায়। শর্ট তো বলেই ফেলে—"বাঃ, কি খাসা গন্ধ হে!"

উত্তপ্ত ঘরের মধ্যে আশ্রয় পেয়ে, জলকাদা ঘাঁটবার দুঃখ ভুলতে দেরি হয় না। শুক্নো পোশাক আর আলাদা শ্লিপার দেওয়া হয় ওদের—জুতো আর পোশাক বদলে, চা পান ক'রে ওরাও আরাম বোধ করে। নেল্ আর তার দাদামশাই বসতে-না-বসতে ঢুলতে থাকে, ঘুমে তাদের চোখ জড়িয়ে আসে—অল্প-ক্ষণের মধ্যেই তারা ঘুমিয়ে পড়ে সেইখানেই।

মালিক চাপা-গলায় প্রশ্ন করে—"কে ওরা?" শর্ট চুপ ক'রে থাকে।

মালিক তখন কডলিনের দিকে ফেরে—"তুমি জান?"

"না, আমিও জানি না।" কডলিন্ জবাব দেয়, "কোন কাজের নয় এইটুক কেবল বলতে পারি।"

"আমাদের ক্ষতি করছে না তো কোন ?" শর্ট প্রতিবাদ করে---"ওদের দ্বারা কোনো ক্ষতি হবে না আমাদের. আমার কথায় তুমি বিশ্বাস করতে পারো। আমার মনে হয়—বুড়োটার মাথার ঠিক নেই।"

"ও ছাড়া যদি বল্‌বার মত নতুন কিছু তোমার না থাকে তাহলে চেপে যাও।" কডলিন্ বাধা দিয়ে বলে—"আমার খাওয়ার কথা ভাবছি, তাই ভাবতে দাও আমাকে ; বাজে বিরক্ত ক'রো না।"

"আগে শোনই-না আমার কথাটা।" শর্ট বলে, "আমি বেশ স্পষ্টই বুঝতে পারছি, এই রকম জীবন-যাপনে মোটেই ওরা অভ্যস্ত নয়। অমন সুশ্রী মেয়ের যে এই পথে পথে ঘুরে বেড়ানই অভ্যাস, এ আমি কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারি না।"

"কে তোমাকে মাথার দিব্যি দিয়েছে বিশ্বাস করতে?" কডলিন্ ঘোঁৎ ঘোঁৎ ক'রে ওঠে। একবার সে ঘড়ির দিকে তাকায় আর একবার মাংসের হাঁড়ির দিকে। "এ সব বিষয় কি গবেষণা করার সময় এখন ?"

"পেটে কিছু না-পড়া পর্যন্ত তুমি ঠাণ্ডা হবে না দেখছি!" শর্ট বলে, "কেউ কিছু এনে দাওনা হে ওকে! আচ্ছা, এটা কি তুমি লক্ষ্য করেছ যে, বুড়োটা কেবলি দূরে—আরো দূরে যেতে চায়? কেবলি বলে—দূরে—আরো দূরে চলো নেল্—শুনেছ তো ?"—

"হ্যাঁ। কি হয়েছে তা'তে ?"

"তার মানে আর কিছু না। আত্মীয়-স্বজন ছেড়ে পালাচ্ছে ওরা। মেয়েটি ওকে ভালোবাসত, তাই মেয়েটিকে ভুলিয়ে-ভালিয়ে পথের সাঙ্গী করেছে। না, এ আমি কিছুতেই বরদাস্ত করব না!"

"বরদাস্ত না করবার—তুমি কে হে?" দু'হাত দিয়ে মাথার চুল ছিঁড়তে থাকে কডলিন্। ওর এই বিরক্তিকর ভাবভঙ্গি শর্টের কথায়, না, খাবার আসার শ্লথগতির জন্য—সে কথা বলা শক্ত।

চাপাগলায় বেশ জোরের সঙ্গেই উত্তর দেয় শর্ট—"না, কিছুতেই বরদাস্ত করব না। এমন সুন্দর মেয়ে যে ভবঘুরেদের দলে যত বাজে লোকের সঙ্গে মিশে উচ্ছন্ন যাবে, এ আমি কিছুতেই হতে দেব না। আমি ঠিক করেছি, যখনই এরা আমাদের সঙ্গ ছাড়বার ইচ্ছা জানাবে, তখনই ওদের আমি আটক করব—তারপর আত্মীয়-স্বজনের কাছে নিয়ে গিয়ে এদের হাজির করব। এতদিনে লণ্ডনের দেয়ালে দেয়ালে ওদের জন্য নিশ্চয়ই বিজ্ঞাপন পড়ে গেছে, একথা আমি জোর করেই বলতে পারি।"

এতক্ষণ কডলিন্ প্রবলভাবে মাথা নেড়েছে—খুব অনিচ্ছা-সত্ত্বেই, যেন অগত্যা শুনেছে শর্টের কথা। কিন্তু কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই এবার ওর চোখ মুখ আগ্রহে সুতীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে। "তোমার বুদ্ধি আছে হে শর্ট। বেশ ভালো বুদ্ধিই আছে। কে জানে মোটা রকম পুরস্কার ঘোষণা হয়েছে কিনা; যদি তাই হয়ে

থাকে, তাহলে মনে রেখ সব কিছুরই আমরা দু'জনে সমান অংশীদার।"

বন্ধুর কথায় শর্ট কেবল ছোট্ট একটু ঘাড় নাড়ে; ভালো কথা বলবার আর সুযোগ পায় না—কেন না সেই মুহূর্তে নেল্ জেগে ওঠে হঠাৎ। নেলের দিকে তাকিয়ে ওরা কেমন যেন অপ্রস্তুত হয়ে যায়। ওরা একটু আগে কানে কানে যে আলোচনা করছিল তা যে ওর সম্বন্ধে নয়, এইটাই জানাতে চায় ভাবভঙ্গিতে।

এমন সময় বাইরে পায়ের শব্দ শোনা যায়। এক নতুন দল এসে উপস্থিত হোলো বোধ হয়, উদ্‌গ্রীব হ'য়ে তাকাল সকলে।

আস্তে আস্তে এসে ঢোকে চারটে কুকুর। মলিন, বিবর্ণ আর ম্লান তাদের চেহারা। একটার পর একটা ক'রে আসে। সবার আগে এলো একটা বুড়ো কুকুর—সেই দলপতি। তার মুখের ভাবটাই সবচেয়ে ম্রিয়মাণ। দলপতি দরজা পর্যন্ত এসে, পিছনের পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়ায়—তার সঙ্গীদের দিকে ফিরে তাকায়। অমনি তারাও তার অনুকরণে সামনের পা তুলে উঠে দাঁড়ায় সঙ্গে সঙ্গে। সমস্ত দলটাই গম্ভীর এবং বিষণ্ণ।

এই বিস্ময়কর ব্যবহার ছাড়াও, কুকুরদের বিষয় আরো লক্ষ্য করবার ছিল। প্রত্যেকের গায়ে অদ্ভুত রংয়ের একটা ক'রে জামা—একজনের মাথায় একটা টুপিও, চিবুকের সঙ্গে এঁটে দেওয়া। কিন্তু টুপিটা বেচারার ঝুলে পড়েছে নাকের উপর এসে

—একটা চোখ ওর ঢাকা পড়ে গেছে তা'তে। নতুন আগন্তুকরা বৃষ্টিতে ভিজে স্যাঁৎ স্যাঁৎ করছে।

শর্ট, কিম্বা সরাইখানার মালিক, কি কডলিন্—তিনজনের কেউই বিস্মিত হয় না। মন্তব্য করে কেবল—"জেরির কুকুর! জেরিও এসে পড়ল বলে।"

মজা হোলো—যতক্ষণ জেরি না আসে, ততক্ষণ কুকুররাও ঐভাবে দাঁড়িয়ে থাকে একাগ্র ধেয়ে। কেবল মাঝে মাঝে তীক্ষ্ণ-দৃষ্টিতে মাংসের হাঁড়িটার দিকে চেয়ে দেখে।

জেরি আসতেই ওরা তৎক্ষণাৎ পা নামিয়ে নেয়, এবং এবার চার পায়েই ভর দিয়ে ঘরের চারিদিকে ঘোরা-ফেরা শুরু ক'রে দেয়। কিন্তু স্বাভাবিক অবস্থাতে এসেও ওরা স্বস্তি পায় না, কেন না, জামার আর লেজের সঙ্গে তখন ঠোকাঠুকি বাধে কেবল।

জেরিই এইসব নাচিয়ে কুকুরদের ম্যানেজার। লম্বা চেহারা, চওড়া কালো গোঁফ, ভেলভেটের কোট গায়ে। সরাইখানার মালিক আর তার অতিথিদের সঙ্গে তার আগে থেকেই যে বেশ পরিচয় ছিল তা প্রকাশ পেতে দেরি হয় না। খুব অন্তরঙ্গতার সঙ্গেই সে সবার সঙ্গে আলাপ করে। পিঠ থেকে হারমোনিয়মের মত একটা বাজনা নামিয়ে চেয়ারের ওপর রাখে। যে ছড়িটা দিয়ে কুকুরদের সে ভয় দেখায় আর সায়েস্তা করে, কেবল সেইটাই থাকে তার হাতে—আগুনের ধারে এসে গল্প-গুজবে সে মিলিত হয়।

"তোমার কুকুররা কি সব সময়েই পোশাক প'রে বেড়ায় নাকি?" শর্ট জিজ্ঞাসা করে।

"না। তাহলে কি খরচা পোষায় বাপু? পথে আসতে আসতে কয়েক জায়গায় খেলা দেখানো হয়েছে কিনা। ঘোড়-দৌড়ের মেলায় ওদের নতুন পোশাক দেয়া হবে, তাই আর খোলা হয়নি এগুলি।—পেড্রো, পা নামাও।"

যাকে উদ্দেশ করে এই কথা বলা হয়, সে এই দলে নতুন ভর্তি হয়েছে। সেই টুপি পরা কুকুরটি। সে এখনো নিজের কর্তব্য সম্বন্ধে কৃতনিশ্চয় হতে পারে নি। তাই যে চোখটি তার উন্মুক্ত, সেই চোখ দিয়ে সব সময়েই প্রভুর প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখে এবং কারণে-অকারণে পেছনের পায়ে ভর দিয়ে কেবল দাঁড়ায় আর পড়ে যায়।

এতক্ষণে রান্না শেষ হয়ে আসে। মালিক টেবিলে চাদর পাত্‌তে ব্যস্ত হয়। এ বিষয়ে কডলিন্ মালিককে ব্যস্ত হয়ে সাহায্য করে, এবং টেবিলের পাশে সবচেয়ে সুবিধাজনক আর আরাম-করে-খাবার যে জায়গাটি, এই সুযোগে সেইটিই সে নিজের জন্যে বেছে নেয়, আগে থেকেই।

মালিক ঢাকনটা তোলে হাঁড়ির ওপর থেকে। এমন সুন্দর গন্ধ বেরুতে থাকে যে অতিথিদের সবার জিবই রসালো হয়ে আসে। মালিক যদি আবার ঢাকনাটা চাপা দিত কিম্বা এখনো দেরি আছে বলে ইঙ্গিত মাত্রও করত, তাহলে, অতিথিরা এক সঙ্গে ক্ষেপে গিয়ে, তার বাড়িতে বসে তাকেই যে সৎকার ক'রে ফেলত সে বিষয়ে আর সন্দেহমাত্র ছিলো না।

মালিক অবশ্য আর ঢাকনা চাপা দেয় না, বরং ঝিকে ডাকে।

ঝি এলে তার সাহায্যে প্রকাণ্ড হাঁড়িটা তুলে ধ'রে সমস্ত মাংসটা একটা বড় পাত্রে ঢেলে ফেলে। পাত্রটা টেবিলের মাঝখানে রাখা হয়। কেবল মানুষ অতিথিরাই নয়, কুকুররাও খুব আগ্রহ ও আন্তরিকতার সঙ্গে এই কার্যকলাপের আগাগোড়াই পর্যবেক্ষণ করতে থাকে।

ওরা সব ঘিরে বসে টেবিলে। ডিশ এবং ছুরি-কাঁটা আগেই সাজানো হয়েছিল, সুতরাং আহার শুরু করতে দেরি হয় না।

কুকুররা টেবিলের অনতিদূরে এসে দাঁড়ায় এখন। সকলেই পেছনের দু'পায় ভর দিয়ে।

কুকুরদের কাতর দৃষ্টি দেখে নেলের দয়া হয়। যদিও নিজে সে ক্ষুধিত নয়, তবুও নিজে মুখে তোলবার আগেই নিজের ডিশ থেকেই দু'চার টুকরো মাংস ওদের ফেলে দিতে যায়।

জেরি নেলকে বাধা দেয়— "না-না-না! আধ-টুকরোও না! আর কেউই না, আমিই ওদের খেতে দেব। আমিই মালিক ওদের।"

নেল্ হাত গুটিয়ে নেয়।

কুকুরদের দলপতির দিকে আঙুল বাড়িয়ে, কর্কশ গলায় জেরি বলতে থাকে,—"ঐ কুকুরটা আজ একটা আনি হারিয়েছে। মোটেই খেতে পাবে না!"

বেচারা কুকুর, সঙ্গে সঙ্গে চার পায়ের উপর ভর দিয়ে

দাঁড়িয়ে পড়ে। ল্যাজ নাড়তে থাকে, দয়া ভিক্ষার করুণ দৃষ্টিতে চায় প্রভুর দিকে।

"তোমাকে ভবিষ্যতে আরো হুঁসিয়ার হতে হবে মশাই?" এই ব'লে জেরি যেখানে তার হারমোনিয়ম রেখেছিল, সেই চেয়ারের কাছে যায়। অর্গ্যানটার চাবি সেট করে।—"এস এখানে।" কুকুরটাকে সে ডাক দেয়—"আমরা যতক্ষণ খাব তুমি ততক্ষণ বাজনা বাজাবে মশাই। ছেড়েছ কি—মজাটা টের পাবে।"

কুকুরটা তৎক্ষণাৎ বাজনা সুরু করে—অত্যন্ত করুণ সুরে। জেরি ওকে দেখিয়ে চাবুকটা আকাশে আস্ফালন করে একবার,—তারপর নিজের টেবিলে এসে বসে। একে একে অন্যদের ডাক দেয়, তারাও, ওর নির্দেশ মত, সার বেঁধে দাঁড়ায়, দু'পায়ে ভর দিয়ে, যথাসাধ্য সোজা হয়ে সৈনিকের শ্রেণীর মত।

তীব্রদৃষ্টিতে ওদের দিকে তাকিয়ে জেরি বলে—"শোনো এখন। যার নাম ধরে ডাকব সেই কেবল খাবে। যার নাম ডাকা হবে না, চুপ ক'রে থাকবে সে।···কালো!"

জেরি এক টুকরো মাংস ছুড়ে দেয় ওর দিকে। যে ভাগ্যবানের নাম ডাকা হয়েছিল, সেই তৎক্ষণাৎ টুকরোটা মুখের মধ্যে লুফে নেয়—অন্যান্যদের সামান্য একটা মাংস-পেশী পর্যন্ত চঞ্চল হয় না, তারা সোজা হয়েই দাঁড়িয়ে থাকে। এই ভাবে, মালিকের নির্দেশ মত, ওদের খাওয়াদাওয়া চলে।

আর যে-বেচারী কুকুর বাজনায় লেগেছিল, সে কখনো জোরে,

কখনো আস্তে, কেবল বাজিয়েই চলে—কিন্তু এক মুহূর্তের জন্যও সঙ্গীত-সাধনা থাকে সে বিরত হয় না। কেবল ছুরি-কাটার শব্দ যখন খুব জোরালো হয়, কিম্বা খুব বড় এক টুকরো মাংস তার সঙ্গীদের মুখে পড়ে, তখন বাজনার সুরের সঙ্গে মিশিয়ে চাপা-গলায় আর্তনাদ করে সে। কিন্তু মনিব ফিরে চাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আবার আত্ম-সংবরণ করে নেয়। তখন দ্বিগুণ ধৈর্যের সঙ্গে পুরানো সুরের পুনরাবৃত্তি সে শুরু করে।

আহারের মাঝখানেই আরো দু'জন পথিক এসে উপস্থিত হয় সরাইখানায়।

এরাও তামাসাওয়ালা। ওদের একজন হচ্ছে এক অতিকায় মানুষের মালিক। এ ছাড়াও তার কয়েকটি দেখাবার জিনিস আছে, হস্তপদহীন এক মহিলা। একটা ঠেলা-গাড়িতেই তাঁর আশ্রয়, তিনি বসে আছেন সেখানে।

অপর লোকটি বেশি কথাবার্তা বলে না। তাসের ম্যাজিক দেখিয়েই তার দিন-গুজরান হয়। কপালের ওপর লজেন্স ফেলে, কি ক'রে জিবের ওপরে তা' টেনে আনা যায়, সেই কায়দাটাই এ-সময়ে সে অভ্যাস করছিল।

প্রথম ভদ্রলোক হচ্ছেন মিঃ ভাফিন্, দ্বিতীয়ের নাম উইলিয়াম্। ওদের জায়গা করে দেবার জন্যে সরাইখানার মালিক তৎক্ষণাৎ ব্যস্ত হয়ে পড়ে। অল্পক্ষণেই তাদের আহারের ব্যবস্থা হয়।

খাওয়া-দাওয়া শেষ ক'রে যখন ধূমপান শুরু হয়েছে, শর্ট

জিজ্ঞাসা করে ভাফিন্‌কে—"তোমার অতিকায় মানুষটি আছে কেমন ?"

"খুব সুবিধের নয়। বুড়ো হয়ে দুর্বল হয়ে পড়েছে বেচারা, দাঁড়ালেই পা কাঁপতে থাকে। খুব শীঘ্রই হামাগুড়ি দিতে শুরু করবে বলে আমার ভয় হয়।"

"খুব খারাপ তো তাহলে।"

"খুবই।" দীর্ঘনিঃশ্বাসের সঙ্গে উত্তর দেয় ভাফিন্—দর্শকদের ধারণা যে, ওরা হচ্ছে দৈত্য। দৈত্যের যদি পা টলতে দেখে, তবে তাদের বিশ্বাস কমে যাবে।"

"দৈত্যরা বুড়ো হয়ে পড়লে কি করো তোমরা ওদের ?"

"তাঁবুর মধ্যে লুকিয়ে রাখা হয়, লোকের চোখের আড়ালে। ওরা তখন বামনদের পরিচর্যায় লাগে।"

"মেলায় ওদের দেখাবার উপায় নেই, অথচ যদি পুষে যেতে হয়, তাহলে তো খরচা খুব বেশি পড়ে ?"

"পড়েই তো! কিন্তু কি করবো ?—ওদের রাস্তায় ছেড়ে দেওয়া যায় না তো! রাস্তাঘাটেই যদি অনবরত লোকে দেখতে পায় ওদের, তাহলে আর পয়সা দিয়ে মেলায় দেখতে আসবে কেন বলো ?" ভাফিন্ বলে। "আমার এই অতিকায়-টিকেই ধরো না! যদি পৃথিবীতে কেবল একটিমাত্রই এই রকম থাকতো তাহলে কি টাকাটাই না উপায় হোত আমার!"

"তা হোত বটে।" শর্ট এবং সরাইখানার মালিক দু'জনেই ব'লে ওঠে—"সে কথা সত্যি।"

"আমি তাই বুড়ো দানবদের তাঁবুর আড়ালে রাখি—যতদিন না ওরা মরে, বসে বসেই খায়। ওরাও তাতে খুশি। একবার এক কালো চামড়ার অতিকায় তাঁবু ছেড়ে পালিয়েছিল, লণ্ডনের রাস্তায় রাস্তায় ফিরি করা শুরু করেছিল।"

"রাস্তায় ঝাড়ুদারের মত একেবারে সবার চোখের সাম্‌নে? বলো কি হে!" বিস্ময় প্রকাশ করে শর্ট।

"তাই তো বল্‌ছি! ব্যবসার কি সর্বনাশটাই করেছে সেই ব্যাটা!" ভাফিন্ অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়ে বলে। মারাও গেছে তেমনি। ফিরি করা পোষাবে কেন? বসে বসে খাচ্ছিল সুখে, তা না—"

মালিক বলে ওঠে, "সেই যে বলে না—সুখে থাক্‌তে ভূতে কিলোয়, তাই।"

এমনি সব ওদের কথাবার্তা চলে। একধারে মিঃ কডলিন্ তখন লম্বা হয়েছেন। নেল আর দাদামশাই উঠে দাঁড়ায়—বড় হাটাহাটি গেছে আজ সারাদিন। শ্রান্তিতে ওদেরও দু'চোখ জড়িয়ে আসে—ওরা ঘুমতে যায় ওপরে।

তখন আগুনের চারধারে ঘন হয়ে গল্পসল্প চলতে থাকে ওদের। আর সেই চুপচাপ গোছের লোকটি, সেই ম্যাজিকওয়ালা, ওদের থেকে দূরে ব'সে, নাকের উপর পাখার পালক দাঁড় করানো যায় কিনা, তারই প্র্যাক্‌টিশ করে। কেবল কুকুরেরা ঘরের এক কোণে মড়ার মত পড়ে পড়ে ঘুমোয়। যে-বেচারা খেতে পায়নি সে-ও বাদ যায় না।

সাত

হোটেলের ওপরের গ্যারেটে দুটো ছোট ছোট ঘর—একটা নেলের, একটা ওর দাদামশায়ের।

দাদামশায়কে শুইয়ে নেল্ নিজের ঘরটিতে আসে।

হুড়কো লাগিয়েছে কি লাগায় নি, এমন সময় দরজার বাইরে থেকে কে যেন আস্তে আস্তে ধাক্কা দেয়।

নেল্ তৎক্ষণাৎ খুলে দেয়। দেখে মিঃ কডলিন্—তার সামনে। কডলিনকে দেখে সে চমকে ওঠে। কেননা এইমাত্র নিচে তাকে অকাতরে ঘুমোতে সে দেখে এসেছে।

"কি বলুন?" নেল্ জিজ্ঞাসা করে।

"এমন বিশেষ কিছু নয়।" কডলিন্ যথাসম্ভব কোমলকণ্ঠে বলে, "তুমি ভারী লক্ষ্মী মেয়ে। তুমি বোধ হয় জান না আমি তোমাকে কত ভালবাসি। সত্যিই আমি তোমার বন্ধু, অকৃত্রিম বন্ধু। বোধ হয়, তুমি এ পর্যন্ত ভাববার সময় পাওনি—কিন্তু বলতে গেলে আমিই তোমার সত্যিকার বন্ধু—ও নয়।"

"কে নয়?" জিজ্ঞাসা করে নেল্।

"শর্ট। সব বলছি আমি তোমায়—কডলিন্ শুরু করে—"শর্টের যে এইসব মায়া দেখানো ভাব দেখছ, তার মানে আর কিছু না, যাতে তুমি কেবল তাকে পছন্দ করো! সেই জন্যই! আমি কিন্তু খাঁটি লোক, অতশত জানি না—মনখোলা, সাদা-

সিদে ! আমার ব্যবহার দেখে কারো তা মনে না হতে পারে, কিন্তু আসলে আমি তাই। হুঁ, তাই-ই।"

এই উচ্ছ্বসিত আত্মপ্রশংসার মূলে কি কারণ আছে, অনুমান করতে না পেরে আশঙ্কায় আড়ষ্ট হয়ে ওঠে নেল্।

"শর্ট লোক খারাপ নয়"—কডলিন্ বলতে থাকে—"তবে বড্ড দয়ালু ব'লে জাহির করতে চায় নিজেকে। যেন করুণায় গদগদ—সবাইকে এই রকম ভাব দেখায়। কিন্তু দেখাতে গিয়ে মাত্রা ঠিক রাখতে পারে না, বাড়াবাড়ি করে ফেলে ! আমি তা করি না।"

দীর্ঘনিঃশ্বাসের সঙ্গে কডলিন্ তার কথার উপসংহার করে—"আমার স্নেহ আমার মনের মধ্যে থাকে। বাইরে প্রকাশ পায় না।"

নেল্ এ সব কথার কি-জবাব দেবে ভেবে পায় না। ভারী অশ্বস্তি বোধ হতে থাকে তার। চুপ করেই থাকে সে।

"আমার উপদেশ শোনো।" কডলিন্ বলে, "কেন কি বৃত্তান্ত, কিছু প্রশ্ন করো না আমায়। আমি যা বলছি তাই শোনো, এর পর থেকে যতদিন আমাদের সঙ্গে তোমরা আছ, তুমি সর্বদা আমার কাছে কাছে থেকো। কিছুতেই আমার সঙ্গ ছাড়া হয়ো না—কোন কারণেই না। সব সময়েই থাকবে আমার কাছাকাছি। আমাকেই বন্ধু বলে জানবে—সবাইকে সব সময় বলবে যে, আমিই তোমার বন্ধু। লক্ষ্মী মেয়েটি, কেমন তো ?"

"বলবো কোথায়—কখন ?" সরলভাবে জিজ্ঞাসা করে নেল্—"কার কাছে ?"

"বিশেষ কারো কাছে না।" অপ্রতিভের মত উত্তর দেয় কডলিন্। "আমার বলার উদ্দেশ্য যে—আমি সত্যিই তোমার ভালো চাই, বন্ধুর মত—এবং তুমি সেটা জেনে রাখো। এই আর কি ? এছাড়া আর কিছু না !"

"ও, বুঝেছি !" নেল্ শুধু বলে।

"তোমার প্রতি আমার কতখানি মমতা, কি রকম যে স্নেহ, তা তুমি ঘুণাক্ষরেও টের পাও না। সেই তো আমার দুঃখ ! তুমি কেন আমাকে বলোনা তোমার জীবনের কথা—তোমার ছোট্ট জীবন-কাহিনী ? আমি সব কিছু জানতে চাই তোমাদের সম্বন্ধে। এমনিই জানতে চাই ! তোমাকে ভালবাসি বলেই !"

"আমাদের কি কথা ?"

"যা কিছু। যা কিছু তোমার বলবার আছে। তোমার নিজের সম্বন্ধে—ঐ বুড়ো ভদ্রলোকের সম্বন্ধে। আমি তোমাকে সুপরামর্শ দেব। সব ব্যবস্থা করে দেব। আমার মতো তোমার এমন হিতৈষী বন্ধু তুমি পাবে না আর। তোমাকে আমি খুব ভালবাসি—ঢের বেশি ভালবাসি—শর্টের চেয়েও।"

নেল্ কোনো জবাব দেয় না।

পুনঃপুনঃ একই কথার পুনরাবৃত্তির সঙ্গে, কোমল কণ্ঠ এবং করুণ দৃষ্টিপাতের সহযোগিতায়, নিজের বন্ধুত্ব ও স্নেহপরায়ণতার কাহিনী নেলের মনে দৃঢ় মুদ্রিত ক'রে টমাস্ কডলিন্ আস্তে আস্তে নেমে যায় সিঁড়ি দিয়ে পা টিপে টিপে।

কডলিনের এই অদ্ভুত ব্যবহারে নেলের বিস্ময়ের অবধি থাকে না। তার যেন গুলিয়ে যায় সব হঠাৎ।

দরজায় হুড়কো দিয়ে বিছানায় এসে ব'সে ব'সে আপনার মনে কেবল সে ভাবতে থাকে—এসবের কি মানে? কেন এমন হয়?

সিঁড়ি ভেঙে লোক ওঠে। যে-যার নিজের ঘরে শুতে যায়। তাদের পায়ের শব্দ কানে আসে ওর। তখনো নেল্ বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে বিছানায় বসে থাকে।

সবার পায়ের শব্দ মিলিয়ে গেছে, শুয়েছে সবাই—তখনো ঘুম আসে না নেলের চোখে। হঠাৎ সে বাইরে কার পায়ের আওয়াজ পায় যেন। কান খাড়া করে শোনে নেল্। শব্দ যেন ইতস্তত: ক'রে এগিয়ে এবং পেছিয়ে যাচ্ছে। শেষ পর্যন্ত কে যেন তার দরজার বাইরেই এসে দাঁড়ায়।

দরজায় মৃদু আওয়াজ হয়।

"কে?" নেল্ ভিতর থেকে জিজ্ঞাসা করে।

"আমি। আমি শর্ট।"

নেল্ দরজার এক পাশে গিয়ে দাঁড়ায়, কিন্তু খোলেনা। "কি?" জিজ্ঞাসা করে সে।

"এই বলতে এসেছিলাম, কাল খুব সকালেই আমরা যাচ্ছি কিনা!" শর্ট বলে—"খুব সকালেই যেতে হবে আমাদের। কেননা, কুকুরওয়ালা এবং ম্যাজিকওয়ালার আগে যদি না রওনা হতে পারি তাহলে আর আশপাশের গ্রাম থেকে একটি পয়সাও

আদায়ের আশা নেই। ওরাই সব ঝেড়ে-পুঁছে নিয়ে চলে যাবে —বুঝেছ কিনা?"—

"ও!" নেল্ জবাব দেয়।

"সেই জন্যই তোমাকে জানিয়ে দিতে এলাম আগে থেকেই।" শর্ট বলে—"তামরা খুব ভোরেই উঠছ তো? এবং যাচ্ছ তো আমাদের সঙ্গে?"

নেল্ বলে—"হ্যাঁ।"

"বেশ, ভালো। আচ্ছা আসি।" শর্ট 'গুডনাইট্' জানায়।

"গুডনাইট্!" নেলও বলে প্রত্যুত্তরে।

শর্ট পা-টিপে চলে যাচ্ছে, বেশ স্পষ্টই বুঝতে পারে নেল্। কিন্তু সে কিছুতেই বুঝতে পারে না, তা'কে নিয়ে অকস্মাৎ এ দু'টি লোকের এত বেশি রকম ব্যস্ততার কারণ কি! যতই বুঝতে পারে না ততোই ওর মন ব্যাকুল হয়ে ওঠে।

এই সময় ওর মনে পড়ে যায়, আজ সন্ধ্যায় ওদের দু'জনের কানে কানে ফিসফিস ক'রে কথাবার্তা! সে কথাবার্তা যেন ওদের নিয়েই হচ্ছিল—তাদের ভাবভঙ্গি দেখে তখন এইরকম একটা অভাস জেগেছিল নেলের মনে। এখন এই দুটো যোগ ক'রে দুয়ে দুয়ে যেমন চার হয়, তেম্‌নি মনে অজানা একটা সন্দেহের সঞ্চার হতে থাকে।

তার কেবলই মনে হয়—এ লোকগুলো ভাল নয়! দু'জনের কেউই আমাদের সঙ্গী হবার বা বন্ধু হবার উপযুক্ত নয়।

কিন্তু দুশ্চিন্তার বোঝা যতই তার ভারী হোক্‌না কেন,

ক্লান্তির বোঝার ভার তখন তার আরো বেশি। সব কিছু ভুলে সে বিছানার কোলে ঢলে পড়ে—স্বপ্নের রাজ্যে গড়িয়ে যায় আস্তে আস্তে।

পরদিন খুব সকালেই শর্ট তার প্রতিজ্ঞা রক্ষা করল। নেলের দরজায় আস্তে আস্তে ধাক্কা দিয়ে ভাঙাল তার ঘুম। তাড়াতাড়ি ওঠবার জন্যে অনুরোধ করল তাকে।

কুকুরওয়ালা তখনো ঘুমুচ্ছে নাক ডাকিয়ে, এবং ম্যাজিক-ওয়ালা ঘুমের ঘোরে যা-তা বকছে। তার বকুনি থেকে শুধু এই বোঝা যায় যে, সে তখন একটা গাধাকে নিজের নাকের ডগায় দাঁড় করাতে ব্যস্ত। এই সব খবর নেলকে গিয়ে শর্ট জানায়—"এখন যদি আমরা বেরিয়ে পড়তে পারি তাহলে ওদের থেকে বেশ কিছু এগিয়ে থাকব। তুমি চট্‌পট তৈরি হয়ে নাও নেল্।"

নেল্ তৎক্ষণাৎ উঠে পড়ল এবং দাদামশাইকেও ঘুম থেকে তুললো। দু'জনেই মুখ হাত ধুয়ে সাজগোজ ক'রে এত শীঘ্র প্রস্তুত হয়ে পড়ল যে, শর্ট নিজেই অবাক হয়ে গেল।

খুব তাড়াতাড়ি প্রাতরাশের পর্ব সেরে বাড়িওয়ালার কাছে বিদায় নিয়ে বেরিয়ে পড়ল ওরা।

সুন্দর প্রাতঃকাল! চমৎকার দৃশ্য চারিদিকে! কাল রাত্রে বৃষ্টির ফলে, পায়ের তলার মাটিও বেশ নরম আর ঠাণ্ডা! চারি-ধারের ঝোপঝাড় গাছ পাতা আরো সবুজ, আকাশ আরো নীল। বাতাস আরো পরিষ্কার! সবই ঝক্‌ঝকে চক্‌চকে—আন্‌কোরা

নতুন যেন ! এই সবের ভেতর দিয়ে তারা এগিয়ে চলল—'জলিস্যাণ্ড-বয়কে' পেছনে ফেলে—অনেক পেছনে ফেলে।

পথে চলবার সময়ে নেল্, টমাস্ কডলিনের আচরণের পরিবর্তন লক্ষ্য করে। আগে আগে সে চলত একা একা—তাদের ছাড়িয়ে আগে আগে। কিন্তু আজ সে কিছুতেই নেলকে নিজের কাছ-ছাড়া করে না। যাতে সে সর্বদা নেলের কাছে কাছে থাকতে পারে সেই আন্দাজে মেপে মেপে পা ফেলে চলে কডলিন্।

যেতে যেতে কডলিন্ যখনই সুযোগ পায়, নেলের কানে কানে ফিসফিস ক'রে বলে—"খবরদার শর্টকে কখনো বিশ্বাস করো না। আমিই তোমাদের বন্ধু—আমাকেই বিশ্বাস করবে।"

অনুচ্চকণ্ঠে কেবলই এই সাবধান-বাণী উচ্চারণে কডলিন্ নিরস্ত হয় না। যেতে যেতে নেল্ যখনই শর্টের পাশাপাশি হয়, শর্ট তখন হাত পা নেড়ে ওর স্বভাবসিদ্ধ অমায়িকতায় মজার মজার গল্প শুরু করে। গল্প করে সে এ-বিষয়ে, সে-বিষয়ে, নানা বিষয়ে। নেল্ ব্যগ্র হয়ে শোনে—শুনে আমোদ পায়। কডলিনের হিংসা হয় তা'তে,—সে তাড়াতাড়ি এগিয়ে নেলের কাছাকাছি আসে, তখন তো আর মুখে কথা বলা চলে না, কাজেই পেছন থেকে নেলের পায়ে জুতোর হীলে ঠোক্কর মেরে ওকে স্মরণ করিয়ে দেয়। ওরকম আকস্মিক আঘাতে নেল্ চম্‌কে ওঠে—যন্ত্রণা পায় খুব।

এই সব ব্যাপারে ভারী ঘাবড়ে যায় নেল্। সে আরো

সন্দিহান হয়ে ওঠে। কডলিনকে ক্রমশই ওর আরো বেশি খারাপ লাগতে থাকে।

এমন কি শর্টের ব্যবহারও যেন একটু বদলেছে বলে তার সন্দেহ হয়। তার আগেকার সস্নেহ ভদ্র ব্যবহার কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ হয় নি বটে; এমন কি, এখনো সে চলবার সময়ে আগের মতই নেল্‌কে তার কাঁধে ভর দিয়ে যেতে বলে—তবু, এত সদাশয়তার মধ্যেও নেল্‌কে নিরাপদে রাখার একটা প্রচ্ছন্ন বাসনা যেন তার ভাবভঙ্গিতে আপনা থেকেই প্রকাশ হতে থাকে।

এই সব দেখে-শুনে নেলের দুর্ভাবনা বাড়তেই থাকে। সে কেমন যেন অস্বাচ্ছন্দ্য ও অস্বোয়াস্তি বোধ করে নিজের মনে।

ক্রমশঃ তারা শহরের উপকণ্ঠে আসে। সেই শহর—যে-শহরে কাল থেকে ঘোড়দৌড়ের খেলা শুরু হবে।

ওরাও চলেছে। ওদের আশপাশে চলেছে জিপ্‌সিরা। দলে দলে ভিক্ষুক আর ভবঘুরে। এই সমস্ত দল গিয়ে মিশছে সেই বিরাট্ জনসমুদ্রে—যেখানে মেলা জমেছে।

সেইদিকে লক্ষ্য করেই চলে সবাই—পাশাপাশি চলেছে। গাড়ি বোঝাই হয়ে চলেছে,—চলেছে ঘোড়ায় চেপে; কেউ বা ভারী ভারী বোঝা কাঁধে নিয়ে। গিয়ে জড়ো হচ্ছে সেই মেলার মাঠে।

তখন সন্ধ্যা হয়ে আসছে ক্রমশঃ। এই শেষ মাইলটা কি

কষ্টেই না হেঁটেছে তারা! নেল্ আর ওর দাদামশায়ের পা জড়িয়ে এসেছে ক্লান্তিতে।

মেলার জায়গায় কী ভিড়! রাস্তাগুলি সব জন-মানুষে ঠাসাঠাসি। ওদের অনেকের দিকে তাকালেই মনে হয় এই প্রথম ওরা এসেছে মেলায়, ওদের ফ্যালফেলে চাহনি আর হত-ভম্ব ভাব থেকেই সেটা ধরা পড়ে।

গির্জায় গির্জায় ঘণ্টার কলরব! বাড়ির জানালায় জানালায় পতাকাসজ্জা! বড় বড় সরাইখানার উঠানে ভৃত্যরা ব্যতিব্যস্ত হয়ে এধারে-ওধারে ছুটোছুটি করছে—ছুটোছুটির মুখে প্রায়ই ধাক্কাধাক্কি বেধে যাচ্ছে ওদের মধ্যে। রাস্তায় ঘোড়ার খুরের শব্দ। হোটেলের খাবার ঘর থেকে চমৎকার গন্ধ আসছে। জিবে জল এসে যায়।

কোন কোন জায়গায় গান-বাজনার আসর জমেছে। বেতালা, বেসুরো গানের হুল্লোড়। কানে তালা লাগে।

কোথাও ধাড়ী ধাড়ী মেয়েরা নাচতে শুরু করেছে। যত ভব-ঘুরের দল দাঁড়িয়ে দেখছে সেই তামাসা। কোথাও দুমদাম ড্রামের আওয়াজ—লোক দাঁড়িয়েছে ঘিরে জটলা ক'রে, তার ভেতরে কী যে খেলা হচ্ছে বুঝবার উপায় নেই।

এই সব দৃশ্য দেখে আরো বিচলিত হয়ে ওঠে নেল্। এ সব কী কাণ্ড! এত লোক, এত গোলমাল এবং এত হইচই! এ কখনো সে কল্পনাও করতে পারেনি কোনদিন। সে ভয় খেয়ে যায়।

নেলের দাদামশাইও ঘাবড়ে যায় খুব। জীবনে কোনদিন তারা লণ্ডনে তাদের পাড়াটির বাইরে পা বাড়ায় নি ; মেলা কাকে বলে কখনো জানে না। দু'জনেই দু'জনকে সবলে জড়িয়ে ধরে, ভিড়ের ধাক্কায় পাছে ছাড়াছাড়ি হয়ে হারিয়ে যায় এই ভয়ে। হট্টগোল আর হাটুরেদের ভিড় থেকে যথাসম্ভব নিজেদের বাঁচিয়ে, তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে চলে তারা।

অবশেষে তারা মেলার আর এক ধারে আসে। কোলাহল অপেক্ষাকৃত কম এ-ধারটায়। লোকজনেরা ক্ষিপ্র হয়ে তাঁবু খাড়া করছে, দোকানের ষ্টল্ খুলছে, মাটিতে বাঁশ পুঁতছে। এই লোকগুলোর কারো পোশাক-পরিচ্ছদ পরিষ্কার নয়। কুলী-মজুর শ্রেণীর লোক।

এক জায়গায় খড়ের গাদায় শুয়ে পাঁচ ছ'টি শিশু ভারী কান্নাকাটি জুড়েছে। তাদের মা তাদের ঠ্যাঙাতে শুরু করেছে ঘুম পাড়াবার জন্য। যেন ঠ্যাঙানোই হচ্ছে ঘুম পাড়াবার একমাত্র উপায়। ঘোড়া আর গাধাদের জোয়াল থেকে মুক্তি দেওয়া হয়েছে—ওরই ভিতর তারাও চ'রে বেড়াচ্ছে, লোকজনের ভিড়ের মধ্যেই।

এ-ধারটায় এসে একটা বিচালির গাদায় বসে পড়ে নেল্। দাদামশাইকেও পাশে বসায়।

এতক্ষণ পরে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে দু'জনে।

আট

সেদিন রাত্রে আহারের ব্যবস্থা করবার পর নেল্ দেখল যে, সেই সামান্য খাদ্য কিনেই কেবল আর কয়েকটা আধ-পেনি অবশিষ্ট আছে। এতে শুধু কাল সকালের ব্রেক্‌ফাস্টটাই হতে পারে কোন রকমে।

একটা তাঁবুর এক কোণে, নেল্ আর তার দাদামশায় শুয়ে পড়ে। অকাতরে ঘুমোয় তারা। তাদের আশপাশে তাঁবু খাটানোর, দোকানখোলার, মেলার সবরকম তোড়জোড় তেমনি সমান তালে চলতে থাকে সারা রাত ধরেই।

পরদিন সকালে, সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে ঘুম ভাঙতেই, নেল্ আস্তে আস্তে তাঁবুর বাইরে আসে। পা টিপে-টিপে সে বেরিয়ে পড়ে।

তার মনে পড়ে আর কয়েকটি মাত্র আধ-পেনি—তাদের শেষ সম্বল। এর পর থেকে বাধ্য হয়ে ভিক্ষাই করতে হবে তাদের।

নেল্ আস্তে আস্তে বেরিয়ে যায়। কাছাকাছি ঝোপঝাড়ে জংলী গোলাপ আর নাম-না-জানা বিস্তর ফুল ফুটে ছিল, তারই কিছু কিছু যোগাড় ক'রে আনে। এই ফুলে ছোট ছোট ফুলের তোড়া সে তৈরী করবে। সেই তোড়াগুলো সে বড়লোকদের কাছে বেচবে, যখন তারা মেলা দেখতে আসবে বড় বড় জুড়িতে

চেপে। এই রকমে, অন্তুতঃ ভিক্ষাবৃত্তির হাত থেকে আপাততঃ রেহাই পাবে তারা।

ফুলের গোছা নিয়ে তাঁবুতে ফেরে নেল্। ওর দাদামশাই তখন উঠে বসেছে। কিন্তু কডলিন্ আর শর্ট তখনও লম্বা হয়ে আছে অন্য ধারে।

দাদামশাইকে টিপে, ঐ লোকদের ইশারা ক'রে দেখিয়ে, চাপাগলায় সে বলে—"ওদের মুখের দিকে চেয়োনা দাদামশাই! আমি তোমাকে যা বলতে যাচ্ছি ঘুণাক্ষরেও জানতে দিও না ওদের। ওরা—ওই লোকগুলো সুবিধের লোক নয়। ওরা ভালোমানুষ নয়"—

বুড়ো কিছুই বুঝতে পারে না, কিন্তু একটা অজ্ঞাত ভয়ে চোখ-মুখ তার আশঙ্কাতুর হয়ে ওঠে। "তুই কি বলিস্ নেল্?" শুধু এই কথা ক'টিই বেরোয় তার মুখ দিয়ে।

"ওই লোকগুলো সন্দেহ করেছে যে, আমরা আত্মীয়-স্বজনের কাছ থেকে পালিয়ে এসেছি লুকিয়ে। আমাদের ধরিয়ে দিতে চায় ওরা।—একি, দাদামশাই, তোমার হাত অমন কাঁপছে কেন? তুমি যদি অমন করো তাহলে ওরা টের পেয়ে যাবে, আমরা যে ওদের মৎলব জানতে পেরেছি তা জেনে যাবে, সতর্ক হয়ে পড়বে; তখন আর আমরা ওদের কাছ থেকে পালাতেও পারব না"—

"কি করে পালাব আমরা নেল্?" অস্ফুট কণ্ঠে বুড়ো বলে অসহায় ভাবে।

"সে আমি উপায় করব। তুমি কেবল আমার কাছাকাছি থেকো সমস্ত দিন। আজ এক সময়ে না এক সময়ে পালাতে পারব আমরা—সুযোগ আমি ঠিক ক'রে নেব। কেবল মনে রেখো, যখনই আমি তোমাকে টানব তুমি আমার সঙ্গে চলে আসবে। তাহলেই হবে।—চুপ্।"

ঠিক এই মুহূর্তেই কডলিনের ঘুম ভাঙল। হাই তুলে, মাথা উঁচু ক'রে নেল্‌কে দেখল সে—"ওগো লক্ষ্মী মেয়েটি! ও কী হচ্ছে তোমার?"

তারপর ঘাড় বাঁকিয়ে ফিরে তাকিয়ে শর্টের ঘুমের বহরটা সে দেখে নিল—তারপর আর একবার চাপা গলায় বলে উঠল—"কডলিনই বন্ধু, মনে রেখো। শর্ট নয়।"

"ফুলের তোড়া তৈরি করছি কতকগুলো।" নেল্ জবাব দেয়। "এই ঘোড়দৌড়ের তিনদিন মেলায় বিক্রী করা যাবে। তুমি নেবে এমনিই—!"

তোড়াটা নেবার জন্য কডলিন্ উঠতে যাচ্ছিল, কিন্তু নেল্ তাড়াতাড়ি গিয়ে সেটা ওর হাতে দেয়। কডলিন্ নিজের কোটের বোতামের ছেঁদায় ওটা লাগায়—প্রসন্ন হাসি-খুশিতে ওর সমস্ত মুখ ভরে ওঠে।

বিজয়গর্বে, ঘুমন্ত শর্টের দিকে একবার দৃষ্টিপাত ক'রে আবার সে চোখ বুজে শুয়ে পড়ে। বিড়বিড় ক'রে বকে—"টম্ কডলিনই তোমার বন্ধু—টম্ কডলিন, টম্"—

যতই বেলা বেড়ে চল্‌ল, তাঁবুতে তাঁবুতে ছেয়ে-যাওয়া মেলার দৃশ্য ততোই উৎফুল্ল আর উজ্জ্বল হয়ে উঠতে লাগল।

আস্তে আস্তে সারবদ্ধ জুড়ি-গাড়ির শ্রেণী এসে পৌঁছতে থাকে মেলায়।

সঙ্গে সঙ্গে তাঁবুর ভেতরকার মানুষরাও বাইরে বেরুতে থাকে। কাল রাত্রে যাদের ময়লা কাপড়চোপড় দেখা গিয়েছে, তারাই এখন চমৎকার পোশাক-পরিচ্ছদে সেজে রেশমের আচকান্ এঁটে, যেন স্ফূর্তির ফানুস হয়ে এসে দাঁড়ায়। কেউ বা দোকান খোলে, কেউ বা তামাসা দেখায়, কেউ বা জুয়াখেলার আড্ডা জমায়।

কাজল-চোখো জিপসী মেয়েরা ফিন্‌ফিনে রুমালে মুখ ঢেকে এগিয়ে আসে, হাত দেখে গুণে ভূত-ভবিষ্যৎ বলতে চায়। বিবর্ণ, কৃশাঙ্গী মহিলারা, রক্তহীন মুখে তাদের ঘিরে দাঁড়ায়।

ম্যাজিকওয়ালা ম্যাজিক আরম্ভ করে। যাদের খেলা দেখাবার, তারা খেলা দেখানো শুরু করে দেয়। ভিড় জমে ওঠে। উৎসুক দর্শকদের পকেট থেকে পয়সা বেরুতে-না-বেরুতে উবে যেতে থাকে।

এই ভিড়-জমা রাস্তার ভেতর দিয়েই, শর্ট নিজের দলবল নিয়ে এগিয়ে চলে। সানাই বাজাতে বাজাতে চলে সে—পুতুলের ভাবভঙ্গির মতো কায়দা করতে করতে; তার ঠিক পরেই চলে টমাস্ কডলিন্, সেই পুতুল-ভরা বাক্স ঘাড়ে; মানে, সমস্ত থিয়েটারটাই কাঁধে নিয়ে।

অবশ্য, তারই ফাঁকে সে এক মুহূর্তের জন্যেও নেল্‌কে চোখের আড়াল করে না। নেল্ আর দাদামশাই চলে তার পিছনে পিছনেই।

নেলের হাতে ফুলের তোড়ায় ভরা একটা ছোট ঝুড়ি। মাঝে মাঝে সে একটা বড় জুড়ি-গাড়ির সামনে এসে থেমে পড়ে, ফুলের তোড়া সমেত হাত বাড়ায়। বিনীত দৃষ্টিতে অনুরোধ করে কেনবার জন্য।

খুব বেশি বিক্রী করতে সে পারে না। যারা তার চেয়ে বেশি সাহসী তারাই সুবিধে করে নেয়। জিপসীদেরই বেশি খাতির সেখানে—টুক্‌টুকে বৌ হবে বলছে তারা বড়লোকের ছেলেদের, আর মেয়েদের কাছে বলছে, রাজপুত্রের মত বর!

কোন কোন মহিলা অবশ্য ঘাড় নেড়েই কেনার অনিচ্ছা প্রকাশ করছেন; কেউ কেউ বা পাশের ভদ্রলোককে বলছেন—"দেখছ, কেমন সুন্দর মুখ মেয়েটির!"

অবশেষে একটা সুবিধামত জায়গায় কড্‌লিন্ নিজেদের থিয়েটার খাড়া করে; দর্শকদের ভিড় জমতেও দেরি হয় না। পুতুলনাচের মজা বুড়ো মানুষকেও পাগল করে দেয়।

দাদামশায়ের পাশে বসে বসে নেল্ ভাবে,—কি করে কোন্ সুযোগে তারা পালাবে! সেই মতলব আঁটে।

এদিকে শর্টের খেলা দেখানো চলতে থাকে। তার খেলায় লোকেরা আমোদ পায়, মজার কথা শুনে হাসে। নেল্ সুযোগ খুঁজতে থাকে।

দেখতে দেখতে পুতুলনাচ চূড়ান্ত রকমের জমে ওঠে! শর্টের বাজনা আর থামতে চায় না। সে পুতুলগুলোর মধ্যে ঠোকাঠুকি বাধিয়ে দেয়। সেটা একটা যুদ্ধের দৃশ্য—দুই পক্ষের দারুণ সংঘর্ষ।

পয়সাও পড়ছে ঝড়াঝড়্। কডলিন্ তখন উৎসাহের চরম সীমানায়। সমস্ত দাঁত আনন্দে দ্বিধা-বিভক্ত হয়ে পড়েছে তার। দর্শকদের মুখেও হাসি আর ধরে না। শর্ট নিজের খেলার তালে ব্যস্ত, কড্লিনের নজর দর্শকদের পকেটের দিকে—কেমন ক'রে সেখানে তাদের হাত ঢুকছে আর আধুলিগুলো অবলীলাক্রমে বেরিয়ে আসছে সটান কডলিনের হাতেই—

নেল্ দেখলে—এই হচ্ছে সময়! কারো দৃষ্টিই এখন তাদের দিকে নেই। এই সেই মূল্যবান মুহূর্ত। বুড়োর হাত ধরে টেনে নিয়ে সেই ফাঁকে সে বেরিয়ে পড়ে অতি সন্তর্পণে।

নয়

ভিড় ঠেলে পথ করে চলে তারা।

দোকানের ধার দিয়ে, গাড়ি-ঘোড়ার পাশ কাটিয়ে, হরেকরকম পেশার, হরেকরকম পোশাকের, হরেকরকমের লোকের মধ্যে দিয়ে তারা চলে। মুহূর্তের জন্যও ফিরে চায় না।

ঘোড়দৌড়ের সীমানা তখন ফাঁকা পরিষ্কার—মোটা-মোটা দড়ির বেড়া দিয়ে ঘেরা। দড়ির ধারে ধারে জুয়াড়ীদের গাদাগাদি। ঘণ্টা বাজতে শুরু হয়েছে, ঘোড়দৌড় আরম্ভ হতে আর দেরি নেই!

ওরা দড়ির বেড়ার ধারে গিয়ে পৌঁছায়। ঘোড়দৌড়ের সীমানা পেরিয়ে ওদের যেতে হবে মেলার ওধারে।

দড়ির তলা দিয়ে ওরা গ'লে যায়, দৌড়তে আরম্ভ করে ঘোড়দৌড়ের সীমানার ভেতর দিয়ে। জুয়াড়ীর দল চীৎকার করে ওঠে—! মাঠের পবিত্রতা নষ্ট করছে—কারা ওরা?

ওরা ততক্ষণে ওধারে গিয়ে পড়েছে, উন্মুক্ত মাঠের মধ্যে। তাড়াতাড়ি পা-চালিয়ে চলতে শুরু করে তারা।

ছোট ছোট ফসলের ক্ষেত অতিক্রম ক'রে একটা পাহাড়ের গা-ঘেঁষে তারা চলে। চলে অনেকক্ষণ ধরে। অনেক দূর এসে ক্লান্ত হয়ে, বিশ্রাম করতে বসে—একটা ছোট্ট বনের ধারে।

ঘোড়দৌড়ের মেলা ছাড়িয়ে অনেক দূরে তারা এসেছে।

এখান থেকে সেখানকার সীমারেখাও নজরে পড়ে না। তবে খুব ক্ষীণভাবে ভেসে আসে, দূরের চীৎকার, জনতার কোলাহল, ড্রামের আওয়াজ। পাহাড়ের একটা চূড়ার ওপর নেল্ উঠে দাঁড়ায়। দেখবার চেষ্টা করে। না, কেউ আসছে না তাদের অনুসরণ ক'রে। কাছাকাছি কোন পথিকের চিহ্ন পড়ে না তার চোখে। কেবল দূরে—দেখতে পায় পতাকা উড়ছে আকাশে, ঘোড়দৌড়ের মেলার পতাকা।

এইভাবে পালিয়ে আসতে বুড়ো খুব বিচলিত হয়ে পড়েছিল, উত্তেজনা ও আশঙ্কার সীমা ছিল না তার। অনেক ভরসা দিয়ে নেল্ ঠাণ্ডা করে তাকে। বলে—"দাদু, ঘাবড়াচ্ছ কেন? আর ভয় নেই আমাদের। কোনো জনপ্রাণীও নেই এখানে।"

বুড়ো সহজে শান্ত হয় না—"না, নেল্! তুই জানিস্ না। আমাদের খুঁজতে ওরা এসে পড়ল ব'লে, সর্বনেশে লোক ওরা! নিশ্চয় আমাদের পিছু নিয়েছে।"

"না, ওরা আর আমাদের খুঁজে পাবে না।"

"ওই ঝোপের আড়ালে কারা ওখানে ওই?" বুড়ো চমকে ওঠে। সভয়ে অঙ্গুলিনির্দেশ করে—"ওই খালটার ওধারে?"

"গাছের ছায়া। ও কিছু না।" নেল আশ্বস্ত করে বুড়োকে।

তবুও ভয় যায় না বুড়োর। সে বলে—"যদি আমাদের এখানে ওরা ধরতে পারে, তবে ঠিক শেকল দিয়ে বেঁধে রাখবে। আর নিশ্চয় চাবুক মারবে। তাহলে কি হবে নেল্?"

"কেন মিছে ভয় খাচ্ছ, দাছ্? এখানে আমরা সম্পূর্ণ নিরাপদ।"

"ও কিসের শব্দ?"

"একটা পাখী। বনের দিকে উড়ে যাচ্ছে। বনের পথ দেখাচ্ছে আমাদের।"

"তবে চল নেল্, ওরই অনুসরণ করি আমরা।"

"তাই চলো দাদামশাই। তুমি যা বলতে– তোমার মনে আছে দাদামশাই, বলতে যে, আমরা বনের মধ্যে দিয়ে, মাঠের মধ্যে দিয়ে যাব! নদীর ধারে,—পাহাড়ের গা বেয়ে, ফসলের ক্ষেতের পাশে পাশে চলব! তোমাদের মনে আছে?"

"হ্যা, নেল্।"

"এতদিনে আমরা সেই বনের ধারেই এসে পৌঁচেছি।" নেল্ বলে।

ওরা বনের ভিতর দিয়ে চলতে শুরু করে। খুব গভীর বন নয়, ঘণ্টা তুয়ের মধ্যেই তারা অপর প্রান্তে গিয়ে পৌছয়। রাস্তা দেখতে পায় আবার।

রাস্তা ধরে একটু চলতেই, এক জায়গায়, প্রস্তর-ফলকে লেখা আছে দেখতে পেল—"গ্রাম---এখান থেকে তিন মাইল দূরে।"

গ্রামের অভিমুখে চলতে শুরু করে তারা।

দশ

ছোট্ট গ্রামখানি। জনকতক লোক আর ছেলেরা মিলে সবুজ মাঠে ক্রিকেট খেলছিল। আর সবাই দাঁড়িয়ে দেখছিল তাদের খেলা।

নেল্ আর তার দাদামশাই সেইখানে ঘুরতে লাগল, কিন্তু কার কাছে যে তারা রাত্রিকার মতো আশ্রয়ের প্রার্থনা জানাবে কিছুতেই ঠিক কোরে উঠতে পারছিল না।

এক জায়গায় একটা ছোট্ট বাংলোর মত বাড়ি। তার সামনে ছোট একটু লনের মধ্যে একজন বৃদ্ধলোক বসেছিলেন। কিন্তু সেখানে এগুতে তাদের সাহস হচ্ছিল না।

সেই বৃদ্ধই সেখানকার ইস্কুল-মাষ্টার, সহজেই বোঝা যায়। তাঁর বাংলোর গায়ে বড়-বড় কালো-কালো হরফে লেখা—'ইস্কুল'! খুব নিরীহ মানুষ বলেই মনে হয় তাঁকে, পোশাক-পরিচ্ছেদেরও আড়ম্বর নেই—মুখের ভাব ম্লান।

চুপ ক'রে তিনি বসেছিলেন, তাঁর ছোট্ট সেই ফুলবাগানের পাশটিতে—তাঁর বাংলোর দরজার সামনেই। বসে বসে পাইপ টানছিলেন।

"ওঁকে বল্ নেল্।" দাদামশাই বলে।

"ওঁকে বিরক্ত করতে আমার ভয় করছে।" নেল্ বলে।

"দেখছ না আমাদের দেখতেই পাচ্ছেন না—কি যেন ভাবছেন একমনে।"

"তাহলে ?"

"এখানে একটু দাঁড়াই না, হয়ত এদিকে চাইতেও পারেন।"

তারা অপেক্ষা করে; কিন্তু ইস্কুল-মাষ্টারের দৃষ্টি তাদের দিকে আকৃষ্ট হয় না। তাঁর নিজের ভাবনায় তিনি শান্ত সমাহিত, নীরব ও নিশ্চিন্ত।

অদূরে সবুজ মাঠে ছেলেদের কোলাহল ও খেলাধূলার পাশে তাঁর এই নির্বিকার মৌনভাব দেখে মনে হয় তিনি যেন গভীর অরণ্যের মধ্যে একাকী।

তারা দাঁড়িয়েই থাকে। কিন্তু কতক্ষণ আর থাকবে দাঁড়িয়ে ? ক্ষুধায়, পিপাসায় এবং শ্রান্তিতে কাতর। ভদ্রলোকের ধ্যানভঙ্গ করবে কিনা ভেবে তারা ইতস্ততঃ করে।

ভদ্রলোক তাঁর পাইপ রেখে দেন পাশে, উঠে দাঁড়ান—পায়চারি করেন তার ছোট্ট বাগানটির মধ্যে। তারা উদ্‌গ্রীব হয়ে ওঠে। তিনি খেলার সবুজ মাঠের দিকটাতে যান—কি যেন দেখেন, তারপর ফিরে আসেন আবার। পাইপ হাতে নেন্, একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে আবার বসে পড়েন।

ক্রমশঃ সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসে। শীঘ্রই অন্ধকার হয়ে আসবে। ওরা ব্যস্ত হয়ে পড়ে। সাহস সঞ্চয় ক'রে নেল্ আস্তে আস্তে এগিয়ে যায়, দাদামশায়ের হাত ধরে।

গেট্ খুলে ঢুকতেই যে সামান্য শব্দ হয়, তাতেই ইস্কুল-

মাষ্টারের তন্ময়তা ভেঙে যায়। ইস্কুল-মাষ্টার তাদের দিকে তাকান—তাঁর চোখের দৃষ্টি কি মমতাময়। কিন্তু মনে হয়, তাদের দেখে যেন তিনি হতাশই হলেন। আস্তে আস্তে তিনি ঘাড় নাড়েন।

নেল্ নমস্কার করে। ধীরে ধীরে জানায় যে তারা দরিদ্র পথযাত্রী, রাত্রের জন্য আশ্রয় খুঁজছে। অবশ্য, তার জন্য, তাদের সাধ্যমত ভাড়া দিতেও তারা কুণ্ঠিত নয়।

ইস্কুল-মাষ্টার আগ্রহের সহিত তার কথা শোনেন। হাতের পাইপ নামিয়ে রেখে উঠে দাঁড়ান।

“যদি আর কোথাও আশ্রয় পাওয়া যায়, আপনি বলে দেন আমাদের তাহলেও আমরা বাধিত হই।” নেল্ বলে।

“অনেক দূর থেকে আসছ তোমরা, না?” ইস্কুল-মাষ্টার জিজ্ঞাসা করেন।

“হ্যাঁ। অনেক—অনেক দূর থেকে।” নেল্ জবাব দেয়।

“এত অল্প বয়সে পথ হাঁটছ তুমি?” হাতটি সহানুভূতি ভরে নেলের মাথায় তিনি রাখেন।

“তোমারই নাত্নী, না বন্ধু?” বুড়োকে প্রশ্ন করেন তিনি।

“হ্যাঁ, মশাই।” নেলের দাদামশাই জবাব দেয়, “আমার বুড়ো বয়সের অবলম্বন, আর জীবনের আনন্দ।”

“ভেতরে এস তোমরা।”

ইস্কুল-মাষ্টার তাদের আহ্বান করেন।

ইস্কুল-ঘরের ভেতরে ওদের তিনি নিয়ে যান। ঘরখানি খুব বড় নয়। বলেন—"আজ রাত্রের মত এই ঘরেই তোমরা থাকতে পারো স্বচ্ছন্দে।" বলতে বলতে তিনি টেবিলের ওপর চাদর পাতেন—ডিশ এবং ছুরি কাঁটা সাজান। কিছু রুটি এবং ঠাণ্ডা মাংস নিয়ে আসেন। খানিকটা দুধও ঐ সঙ্গে। খেতে বসবার জন্য অনুরোধ করেন ওদের।

ওরা ধন্যবাদ জানিয়ে খেতে বসে।

ঘরটার চারিদিকে চেয়ে চেয়ে দেখতে থাকে নেল্।

ঘরের দেয়ালগুলো নানা দ্রষ্টব্যে ভর্তি, উপদেশপূর্ণ সব নীতিবাক্য সুন্দর হাতে কপি-করা, চারধারের দেয়ালে সাজানো। ওরই মধ্যে, মাঝে মাঝে যোগ-বিয়োগ-গুণ-ভাগের ছোট ছোট অঙ্ক কষা—ঐ একই হাতের।

নেল্ একদৃষ্টে এ-সমস্তের দিকে চেয়ে আছে দেখে ইস্কুল-মাষ্টার বলেন—"হ্যাঁ, ভারী সুন্দর ঐ সব লেখা! দেখবার মতই।"

"সত্যি!" নেল্ বলে—"আপনার লেখা বুঝি?"

"আমার?" তিনি চশমাটা খুলে, মুছে নিয়ে, আবার পরেন—এই সব কীর্তি-কলাপ ভালো ক'রে দেখবার জন্যই যেন মুছে নেন আবার—"না। আমি ওরকম লিখতে পারি না, আজকাল ও সমস্তই একজনের হাতের—একটি ছোট্ট কচি হাতের। তোমার চেয়ে বয়সে সে ছোটই হবে, কিন্তু ভারী চালাক।"

এই বলে বিজয়-গর্বে তিনি চেয়ে থাকেন সেই সব লিপি-শিল্প

ও অঙ্ক-শিল্পের দিকে একদৃষ্টে। যেমন ক'রে লোকে চমৎকার ছবি দেখে—সেই ভঙ্গীতে।

তাঁর সপ্রশংস দৃষ্টি ছাপিয়ে তাঁর কণ্ঠস্বরের মধ্যে যেন কেমন একটা বিষণ্ণতার রেশ ছিল যা নেলের হৃদয় স্পর্শ করে।

"সত্যিই, খুব কচি হাত!" ইস্কুল-মাষ্টার বলতে থাকেন—"ছোট্ট কচি ছেলে! ক্লাসের সব ছেলের সেরা—কি পড়াশুনায়, কি খেলাধূলায়! কী ভালোই যে বেসেছে আমাকে!"...

মাষ্টারের গলা ভারী হয়ে আসে।

নেল্ চুপ ক'রে শোনে।

"আমি যে ওকে ভালোবাসব এ আর আশ্চর্য কি, কিন্তু ওইটুকু ছেলে, ওর ছোট্ট একটু বুকে যে আমার জন্য এত ভালোবাসা"—

এর বেশি তিনি বলতে পারেন না—কণ্ঠ রোধ হয়ে আসে তাঁর। তিনি চশমা খুলে আবার মুছে নেন। তাঁর চোখের সজলতা চশমার কাঁচকে স্পর্শ করে।

ছেলেটির কথা বলবার সময় মাষ্টারের কণ্ঠ এত করুণ হয়ে এল কেন?

চোখই বা কেন বারংবার ঝাপসা হয়ে আসে?

তবে কি তার কোনো—? নেলের মনে শঙ্কা জাগে।

"ছেলেটির কিছু—কিছু হয়নি তো?" সে প্রশ্ন করে ধীরে।

"তেমন কিছু না।" মাষ্টারমশাই জবাব দেন। "সবুজ

মাঠে আজ তাকে খেলতে দেখতে পাব আমি আশা করেছিলাম। খেলাধূলাতেও সে সবার সেরা।"

একটু থেমে তিনি আবার বলেন—"কালকে মাঠে ও থাকবে নিশ্চয়ই।"

"ওর কি কোনো অসুখ করেছে?" নেল্ জিজ্ঞাসা করে। শিশু-সুলভ সহানুভূতিতে ওর মন ভ'রে ওঠে।

"তেমন কিছু নয়। ও-বাড়ির লোক এসে বলে গেছে কাল সে বড্ড ভুল বকছিল—জ্বরের ঘোরে। পরশুও সেই কথাই বলে গিয়েছিল। জ্বর হোলে ওরকম হয়ই—এমন কিছু খারাপ লক্ষণ নয়। নাঃ, তেমন খারাপ কিছু নয়।"

নেল্ চুপ করে থাকে। মাষ্টার দরজা পর্যন্ত যায়—উদ্‌গ্রীব চোখে বাহিরে দৃষ্টিপাত করে। অন্ধকার তখন ক্রমশই জমে আসছে—নিস্তব্ধ চারিধার।

"যদি একটুও সেরে ওঠে আর গায়ে জোর পায়, তাহলে কারুর কাঁধে ভর দিয়েও সে আসবে আমার কাছে, আমি জানি।" দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে মাষ্টার ঘরের মধ্যে ফিরে আসেন। "রোজ সন্ধ্যাতেই সে আসতো আমাকে শুভরাত্রি জানাতে।"...

আবার তাঁর চোখ ঝাপসা হয়ে আসে অশ্রুজলে।

"খুব সম্ভব তার অসুখটা এখন ভালোর দিকেই। তবু এত রাত্রে, ঠাণ্ডায় বাইরে না বেরনোই এখন ভালো তার পক্ষে। হিম পড়ছে কিনা বাইরে! হ্যাঁ, সেই ভালো হবে—যদি না আসে আজ রাত্রে। সেই ভালো!"

মোমবাতি জ্বালেন মাষ্টারমশাই। জানলার পাল্লাটা বন্ধ ক'রে দেন ভেতর থেকে, দরজা দেন ভেজিয়ে, তারপর এসে বসেন তাঁর ডেস্কে। চুপ ক'রে বসে থাকেন অনেকক্ষণ।

তারপর হঠাৎ তিনি উঠে দাঁড়ান। তাঁর টুপিটা মাথায় দিতে দিতে বলেন—"নাঃ, আমি একবার যাই। দেখে আসি একবার কেমন আছে।"

নেল্ এবং তার দাদামশায়ের খাওয়াদাওয়া তখন শেষ হয়ে গেছে।

মাষ্টারমশাই নেলের দিকে তাকান—"লক্ষ্মী মেয়েটি, তুমি কি—তুমি কি আমার জন্য বসে অপেক্ষা করবে, যতক্ষণ না আমি ফিরে আসি?"

নেল্ ঘাড় নাড়ে।

"খুব বেশি দেরি হবে না আমার।" বেরিয়ে যেতে যেতে বলেন মাষ্টারমশাই।

আধঘণ্টা বা তারও বেশি সময় অতীত হয়। চারিধার কি রকম নির্জন, কি রকম অদ্ভুত ব'লে নেলের মনে হতে থাকে। নেল্ তার দাদামশাইকে শুইয়ে দেয়। বুড়োকে ঘুম পাড়িয়ে সে আবার চুপ করে এসে বসে নিজের জায়গায়।

কেবল একটি পুরোন ক্লক-ঘড়ির একটানা টিক্‌টিক্ শব্দ আর বাইরে পাতার মর্মরধ্বনি। এছাড়া আর কোন শব্দ নেই। অনেকক্ষণ কেটে যায়।

অনেক দেরি ক'রে ফেরেন মাষ্টারমশাই।

ফিরেই তাঁর ডেস্কটিতে গিয়ে বসেন মাথা নিচু করে। একটিও কথা বলেন না। অনেকক্ষণ—অনেকক্ষণ কেটে যায়—তবু—একটিও কথা বলেন না তিনি।

অবশেষে তিনি ফেরেন নেলের দিকে। কোমলকণ্ঠে তাকে সম্বোধন করেন—"আমি আশা করি, সেই রুগ্ন শিশুটির জন্য আজ রাত্রে প্রার্থনা করবে তুমি ?"

নেলের চোখেও জল আসে—না-দেখা সেই ছেলেটির কথা ভেবে। কল্যাণ-কামনায় তার মন ভ'রে ওঠে।

"আমার প্রিয় ছাত্র সে !" মাষ্টার মশাই পাইপ টানতে টানতে বলেন—কিন্তু পাইপ ধরাবার কথা একেবারেই তিনি ভুলে গেছেন তখন।—"এসব তারই ছোট্ট হাতের আঁকা !" দেয়ালের দিকে করুণ দৃষ্টিতে তিনি চেয়ে থাকেন। "প্রার্থনা করো তুমি। তোমরা শিশু—তোমাদের প্রার্থনায় ভগবান কান দেন !"

ওদের শোবার জন্য যে-ঘরটা দেওয়া হয়েছিল, সেটা ইস্কুল-মাষ্টারের বাংলোসংলগ্ন—কিন্তু বাংলো থেকে আলাদাও বটে।

বাংলোর গায়েই লাগানো ছোট্ট কুঁড়ে ঘরটি—কিন্তু এর মালিক, কিছুদিন আগে, চিরদিনের মতই একে পরিত্যাগ করে গেছে ! এই ইস্কুলেরই সহযোগী শিক্ষক ছিলেন তিনি, দুটো ক্লাসের একটার ভার ছিল তাঁর উপরে—কিন্তু অন্যত্র বিবাহ-সূত্রে কন্যার সঙ্গে গৃহ-সম্পত্তি লাভ ক'রে সেইখানেই উঠে গেছেন তিনি।

বাড়িটা খালিই পড়েছিল—নেল্ এবং ওর দাদামশাইকে কাল রাত্রে এই ঘরটাই ছেড়ে দিয়েছিলেন মাষ্টারমশাই।

নেলের ঘুম ভাঙ্গে খুব ভোরে। উঠেই সেই ঘরে সে আসে, যেখানে গত রাত্রে তারা আহার করেছিল। এসে দেখে মাষ্টার-মশাই তারও আগে ঘুম থেকে উঠেছেন—এবং উঠেই বেরিয়ে গেছেন বাইরে।

নেল্ মাষ্টারমশায়ের ঘরখানি, তাঁর আসবাবপত্র, শেলফ্, টেবিল, বাইবের তাক্, সাজিয়ে-গুছিয়ে রাখতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। মাষ্টার মানুষটি যেমন আত্মভোলা তার জিনিসপত্রও তেমনি আগোছালো।

—নেলের হাতের স্পর্শ পেয়ে অল্পক্ষণেই চারিধার পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়ে ওঠে।

ইতিমধ্যে মাষ্টারমশাই ফেরেন। ফিরেই নেলের কাণ্ড দেখে তাকে পুনঃপুনঃ ধন্যবাদ দিতে থাকেন। বলেন—"যে বুড়ো-ঝিটা এই সব কাজ করত, তাকে পাঠিয়েছি সেই ছোট ছেলেটির সেবায়। সেই জন্যেই"—

নেল্ জিজ্ঞাসা করে—"ছেলেটি কেমন আছে আজ?"

"না!" বিষণ্ণভাবে মাষ্টার ঘাড় নাড়েন---"ভালো না। তারা বলছে, খারাপই বরং।"

"আমার ভারী মন কেমন করছে ওর জন্য।" নেল্ বলে।

নেলের সহানুভূতিতে মাষ্টারের মন ভিজে ওঠে। "আমার

মনে হয় না যে, খুব খারাপ। আপনার লোকেরা অমঙ্গলটাই আগে আশঙ্কা করে কিনা!"

নেল্ প্রাতরাশ প্রস্তুত করে—তিনজনের জন্য। তারপর ওর দাদামশাই এসে যোগ দিলে, ওরা ব্রেক্‌ফাষ্টের টেবিলে গিয়ে বসে।

মাষ্টার বলেন—"তোমার দাদামশায়ের শরীর ভারী কাহিল দেখছি। কিছুদিন ওঁর বিশ্রাম নেওয়া দরকার।—

নেল্ দাদামশায়ের দিকে তাকায়, দাদামশাই কোনো কথা বলে না!

"যদি তোমাদের অনেক দূর যেতে হয় এবং খুব তাড়া না থাকে, তাহলে আরো দু'একদিন তোমরা এখানেই থেকে যেতে পারো—স্বচ্ছন্দে।" মাষ্টারমশাই আবার বলেন—"আ মিতাহলে খুশিই হব, বন্ধু।"

শেষ কথাটা তিনি বুড়োর দিকেই চেয়ে বলেন। বুড়ো তাকায় নেলের দিকে,—এই প্রস্তাব গ্রহণ করা সমীচীন হবে কিনা স্থির করতে পারে না ওরা।

"নেল্, কি করব আমরা?" বুড়ো একটু ইতস্ততঃ করেই বলে—"তুমিই জবাব দাও ওঁকে।"

নেলের এমনিতেই মাষ্টারমশাইকে কেমন ভালো লেগেছিল—কাজেই সে সহজেই রাজী হয়। ভারী মায়ার শরীর ভদ্রলোকের। এমন দয়ালু লোক দেখা যায় না। সে যে মাষ্টারের ঘরদোর পরিষ্কার করে, জিনিসপত্র সাজিয়ে-গুছিয়ে, কিছু পরিমাণেও তার

কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পেরেছে এতেই সে নিজে কৃতার্থ মনে করে।

নেল্ ছুঁচ-সুতো নিয়ে বসে—তার সেলাইয়ের ঝাঁপি থেকে। সূচীকর্মে মন দেয়। বুড়ো যায় বাহিরে রোদ পোয়াতে।

ঘরের মধ্যে ভেসে আসে আইভি ফুলের গন্ধ। আকাশে মেঘ আর রৌদ্রের খেলা—সূর্য আর ছায়ায় লুকোচুরি।

ইস্কুল-মাষ্টার তাঁর ক্লাস সাজাতে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। সব ঠিকঠাক্ করে অবশেষে ডেস্কের পিছনে, নিজের আসন তিনি গ্রহণ করেন।

তার উপস্থিতি এখানে বাধা সৃষ্টি করবে কিনা বুঝতে পারে না নেল্। সে উঠে যেতে চায় নিজের ছোট ঘরটিতে!

মাষ্টারমশাই বাধা দেন—"না, না। তুমি থাকো। কোন অসুবিধা হবে না ইস্কুলের।"

নেল্ সূচীকর্মে নিযুক্ত থাকে। "আপনার কি অনেক ছাত্র—মাষ্টারমশাই?" জিজ্ঞাসা করে হঠাৎ।

হতাশ ভাবে ঘাড় নাড়েন মাষ্টার—"দুটো ক্লাসও ভর্তি হয় না।"

"আর, সব ছেলেরাও কি তেমনি চালাক?" বলতে বলতে নেল্ দেয়ালের সেই সব বিজয়-কীর্তির দিকে দৃষ্টিপাত করে।

"ছেলেরা ভালো।" তিনি জবাব দেন—"সবাই ভালো ছেলে। তবে অমনটি কেউ পারবে না। না।"

এই কথাবার্তার মাঝখানেই কটা-চুলওয়ালা একটি ছেলে দরজার কাছে উঁকি মারে। রোদে-পোড়া মুখ ওর। ঘরের মধ্যে আসে, একটু দাঁড়ায়, গ্রাম্য কায়দায় নমস্কার জানায় মাষ্টারকে, তারপরে একটা ক্লাসের এক জায়গায় গিয়ে বসে।

ছেলেটি কোলের ওপর বই রেখে পাতা খোলে—পড়ায় ভারী মনোযোগী হয়ে পড়ে অকস্মাৎ। কিন্তু ওর একটা হাত থাকে পকেটের মধ্যে, সেখানে মার্বেল-গুণে যায়। মার্বেল-গুলিতে বোঝাই ওর পকেট।

ওর চোখ থাকে বইয়ের পাতায়, হাত থাকে মার্বেল-গণনায় ব্যস্ত, চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বানান উচ্চারণ করে সে—কিন্তু ওর মন ? সে কোথায় থাকে কে জানে।

তার একটু পরেই আর একটি শুভ্র-চুলওয়ালা ছেলে,—চট্-পট্ করতে করতে এসে ঘরে ঢোকে। তারপর আসে এক লাল-চুলওয়ালা। তারপরে আরো দু'জন সাদা-চুলো, তারপর আর একজন—তার কুচকুচে কালো চুল।

ক্রমে ক্রমে দুটো ক্লাসই ভরে যায়।

সবশুদ্ধ জন দশ বারো ছেলে—কি তার বেশিই হবে। বয়স তাদের চার থেকে চোদ্দর মধ্যে—দু'একজন হয়ত একটু বড়োই আরো। সবচেয়ে যে ছোটো, বেঞ্চ থেকে তার পা ঝুলছে—মেঝে অনেকখানি ব্যবধান ; আর সবচেয়ে যে বড়ো, মাষ্টারের মাথা ছাড়িয়েও আধ হাত উঁচু তার মাথা।

প্রথম শ্রেণীর প্রথম স্থানটি শূন্য আছে। সেই রুগ্ন ছেলেটির

সম্মানিত জায়গা টুপি রাখবার আলনাতেও একটি পেগ্ ফাঁকা। সেই ছেলেটির জায়গা বা হ্যাট্-পেগ্ অধিকার করেনি কেউ।

আস্তে আস্তে গোলমাল শুরু হয়; ইস্কুলে যেমন হয়ে থাকে। ছেলেরা গুনগুন ক'রে পড়া মুখস্থ করে এবং ওরই ফাঁকে পার্শ্ববর্তীদের সঙ্গে ফিস্‌ফিসিয়ে গল্প চালায়—এবং খেলাও চলে ওরই সঙ্গে। মাঝে মাঝে হট্টগোল শুরু হয় হঠাৎ।

কিন্তু ইস্কুল-মাষ্টারের কোন দিকেই এ সব লক্ষ্য নেই আজ। তাঁর মন যেন কোথাও উধাও হয়েছে। মুখ ম্লান—যেন কিসের বেদনায় ভারী। তিনি পড়ানোর কাজে মন লাগাবার চেষ্টা করেন—কিন্তু সব চেষ্টাই বৃথা হয় তাঁর। তাঁর শিশু বন্ধুটিকে, সেই ছোট ছেলেটিকে ভুলতে চান তিনি—তাঁর কর্তব্য কর্মে মন দিতে চান—কিন্তু তাঁর অবুঝ মন কিছুতেই বুঝ মানে না। বসতে চায় না হুকুমে।

নেল্ তার সেলায়ের কাজে জানলাটির ধারে বসে থাকে। হাতের কাজে চোখ থাকলেও মন থাকে তার ছেলেদের দিকে। তাদের সব কিছুই সে লক্ষ্য করে। তাদের গল্পগুজব, তাদের লুকোছাপা ক'রে খেলাধূলা—সমস্তই। সব কিছুই তার কাছে আশ্চর্য ঠেকে।

ছেলেপিলের ছুটোপাটি গোলমাল সবই তার কাছে অদ্ভুত! এতো ছেলেকে একসঙ্গে সে দেখেনি এর আগে।

পড়া মুখস্ত করার পর এবার লেখবার পালা।

কিন্তু সমস্তই স্কুলে একটিমাত্র লেখবার ডেস্ক, সেই মাষ্টারের ডেস্কটি। প্রত্যেক ছেলে পালা ক'রে মাষ্টারের সিটে গিয়ে বসে এবং আদর্শ হস্তলিপি দেখে লেখার অনুকরণ করে। কেউ বা দাগা বুলোয়। এইভাবে আদর্শ হস্তলিপিকে সড়গড় করার চেষ্টা করে তারা।

মাষ্টারমশাই এই সময়টাই ঘরময় পায়চারি করে বেড়ান। ছেলেরা তাঁর আসন দখল করেছে। তিনি তো আর ছাত্রদের আসন অধিকার করতে পারেন না।

অবশেষে বারোটা বাজে।

ঘড়ির আওয়াজে মাষ্টারমশাই যেন স্বপ্নের ঘোর থেকে জেগে ওঠেন হঠাৎ।

পায়চারি থামিয়ে বলেন ঃ

"আমি ভাবছি, আজ তোমাদের 'হাফ্-হলিডে' দেব।

এই সংবাদ পাওয়া মাত্র, সব ছেলেই, সব চেয়ে যার লম্বা মাথা সেও বাদ যায় না, এক সঙ্গে চীৎকার ক'রে ওঠে। মাষ্টার-মশায়ের ঠোঁট নড়ছিল, কী যেন বলছিলেন তিনি—এই আকস্মিক উদ্দাম হইচই-এর মধ্যে তাঁর গলা শোনা যায় না।

তিনি হাত তোলেন, তার মানে চুপ করো তোমরা। থামো।

এই ইঙ্গিতে সবাই শান্ত হয়।

মাষ্টারমশাই বলেন—"তোমরা আমার কাছে প্রতিজ্ঞা করো যে হট্টগোল ক'রে বেড়াবে না? অন্ততঃ পাড়ার মধ্যে গোলমাল করবে না—যদি করতেই হয়, পাড়ার বাইরে গিয়ে—?"

এই অদ্ভুত আদেশের অর্থ ছেলেরা বোঝে না। তারা মাষ্টারের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে—

"তোমাদের বন্ধু আর খেলার সাথীর আজ ভয়ানক অসুখ। তার বাড়ির কাছে তোমরা উপদ্রব করবে না, চেঁচাবে না, বিরক্ত করবে না তাকে গিয়ে—আমার কাছে তোমরা প্রতিজ্ঞা ক'রে যাও।"

সব ছেলেই এক সঙ্গে বলে ওঠে—"না, গোলমাল করবো না।" সব চেয়ে লম্বা ছেলেটি এ বিষয়ে তার আন্তরিকতা পরিস্ফুট করার জন্য প্রকাশ করে—সে যে এই মাত্র চেঁচিয়েছিল, তা তো ফিসফিস করেই!

এই স্বীকারোক্তিতে নেল্ হেসে ফেলে।

মাষ্টারমশায়ও একটু হাসেন—বিষণ্ণমুখে। হাজার হোক্, শিশুই তো এরা!

"তারপরে, তোমরা সবাই প্রার্থনা করবে। ভুলবে না—।" মাষ্টারমশাই বলে যান, "তোমাদের সবাইকেই আমি ভালোবাসি। আমার কথা রেখো—যা বল্লাম আমি। ভগবান তোমাদের বন্ধুকে ভালো ক'রে দিন প্রার্থনা করতে ভুলো না যেন"—

ছেলেরা একবাক্যে সায় দেয় তাঁর কথায়। জানায় যে পর মুহূর্ত থেকেই তাদের প্রার্থনা শুরু হবে।

"হ্যাঁ। তোমরা ছেলেমানুষ কিনা! তোমাদের কথা রাখেন ভগবান। তোমাদের কথা কান দিয়ে শোনেন তিনি।"

একে একে ছেলেরা শ্রেণীবদ্ধ হয়ে বেরুতে থাকে।

"ধন্যবাদ, স্যার্ ।"

"বিদায় মাষ্টারমশাই ।"

হরেকরকমের গলা থেকে হরেকরকমের আওয়াজ আসে ।

আস্তে আস্তে চলে যায় ছেলেরা ।

বাইরে তখন সূর্য ঝকঝক করছে, পাখীরা গাইছে ।

চারিধারের গাছেরা শাখা নেড়ে ছেলেদের ডাকছে—তাদের ওপরে চড়বার জন্য, তাদের শাখায় বসতে পত্রপুঞ্জের আড়ালে। সব হলিডে—হাফ্-হলিডেতেই তারা এমনি ডেকে থাকে !

মাঠে মাঠে নিমন্ত্রণ ছড়ানো। হাওয়ায় হাওয়ায় ভাসছে প্রকৃতির নিমন্ত্রণ-লিপি ।

স্তূপীকৃত খড় আর বিচালির গাদায় ছেলেদের জন্য আসর পাতা—ছেলেরা তার মধ্যে শুয়ে, ব'সে, ঢুকে তছনছ ক'রে যা খুশি করতে পারে ।

দিগন্তবিস্তারা সবুজ মাঠ ! খেলা শুরু করলেই হয়—এমনি এমনি ওর ওপর দিয়ে ছুটোছুটি করাই বা এমন মন্দ কি !

ইস্কুলের সীমানা পেরনো মাত্র, দারুণ কলরবে, ছেলেরা ছড়িয়ে পড়ে চারিদিকে—তাদের উচ্চ-নিনাদ আর অট্টহাস্য ভেসে আসে দূর থেকে ।

মাষ্টারমশাই একটু হাসেন। খুবই করুণ সে হাসি ।

এগার

সন্ধ্যার মুখেই সেই বুড়ো ঝিটি হন্তদন্ত হয়ে দৌড়ে এল। দরজার গোড়াতেই ইস্কুল-মাষ্টারের সঙ্গে তার দেখা।

হাঁপাতে হাঁপাতে সে বললে—"আপনি এখুনি যান। এক্ষুনি। খোকার অবস্থা ভালো নয়। আপনি ছুটে যান বরং!"

মাষ্টারমশাই এবং নেল্, বেড়াতে বেরুবার জন্যই তখন বেরুচ্ছিলেন, সেই সময়েই এই দুঃসংবাদ!

মাষ্টারের মুখ দিয়ে কথা বেরয় না। নেলই জিজ্ঞাসা করে—"সেই ছেলেটি, অসুখ করেছিল যার?"

কাতরভাবে ঘাড় নাড়ে বুড়ী—"আজ রাত কাটবে বলে ভরসা হয় না।"

ইস্কুল-মাষ্টার তখনই চলতে আরম্ভ করেন। নেল্ও যায় তাঁর সঙ্গে। বুড়ো ঝিকে বলা হয়, যত তাড়াতাড়ি পারে সে যেন আসে পিছনে পিছনেই।

একটা কুঁড়েঘরের দরজায় গিয়ে দাঁড়ায় তারা।

ইস্কুল-মাষ্টার আস্তে দরজায় ধাক্কা দেন।

দরজা খুলে যায় তৎক্ষণাৎ।

ঢুকতেই সামনে উঠানে একদল বুড়ী বসে জটলা করছিল—তাদের চেয়ে অপেক্ষাকৃত বেশি বয়সের, একটি বুড়ীকে ঘিরে। শেষোক্ত বুড়ীটি হাউ হাউ ক'রে কান্না শুরু করেছিল তখন।

এই দুর্লক্ষণ দেখে মাষ্টারমশাই পাথরের মতো স্তব্ধ হয়ে যান। একটি কথাও বেরয় না তাঁর মুখ দিয়ে। নিঃশ্বাস তাঁর পড়ে কি পড়ে না।

নেল্‌ও মুখ চুন করে দাঁড়িয়ে থাকে।

অবশেষে ইস্কুল-মাষ্টার ছেলের ঠাকুরমার কাছে যান। শোনা-যায়-কি-যায়-না এমনি গলায় জিজ্ঞাসা করেন—"তাহলে—তাহলে—কি সব শেষ?"

বুড়ীটি কাঁদতে কাঁদতে বলে—"শেষ হয়ে এল ব'লে। আমার নাতি—আমার নাতি— মাণিকের মালার মতো আমার নাতি—ও আর বাঁচবে না"—

ইস্কুল-মাষ্টার দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলেন—"এখনো বেঁচে আছে তাহলে! শেষ দেখার সময় আছে তাহলে! শেষ দেখাই কি?"

কান্নার সুরে বুড়ী ব'লে চলে—"কিছুতেই ওকে দেখতে দিতুম না তোমায়, নেহাৎ সোনার টুক্‌রো আমার তোমাকে দেখতে চাচ্ছে তাই—। ওর মৃত্যুর জন্য তুমিই দায়ী। তুমিই! যদি ওকে ইস্কুলে না দেওয়া হোত, বিদ্যে যদি না ঢুকত ওর পেটে—তাহলে কিছুতেই ও নাতি আমার—হায় হায়!"

ইস্কুল-মাষ্টার নম্রভাবে বলবার চেষ্টা করেন—"আমার দোষ একথা তুমি বলোনা। তবে আমি কিছু মনে করছি না সে জন্য। না, না। শোকে তুমি কাতর, তোমার মাথার ঠিক নেই এখন। তুমি যা বলছ তা মনের কথা নয় তোমার।"

"হ্যাঁ, আমার মনের কথা।" বুড়ীটি জবাব দেয়—"মনের

কথাই আমার। তোমার ভয়ে যদি দিন-রাত্তির মাথা গুঁজে বই-মুখে করে না থাকত, তাহলে কিছুতেই মারা যেত না ছেলেটা। এতক্ষণ সে হেসে-খেলে, আর সব ছেলের মতো, স্ফূর্তি ক'রে বেড়াত তাহলে।"

ইস্কুল-মাষ্টার অসহায় দৃষ্টিতে আর সব মেয়ের দিকে তাকান, যেন তাদের দিক থেকে তিনি সমর্থনের আশা করেন। অন্ততঃ একটা সদয় বাক্য, একটু সহানুভূতি। ছেলেটির জন্য তাঁর নিজের বেদনা তো কম নয়, কারো চেয়েই কম নয়; তবু তাঁকেই তার অকালমৃত্যুর জন্য দায়ী করা। এই অপ্রত্যাশিত আঘাত যেন তাঁর অসহ্য হয়ে ওঠে।

কিন্তু আর সব মেয়েরাও মাথা নাড়ে, বুড়ীর কথাতেই সায় দেয় তারা।

তাদের একজন বলে—"পড়াশুনো ক'রে মাথামুণ্ডু কি যে লাভ হয় আমি তো বুঝি নি। অল্প বয়সে চুল পাকানো কেবল!"

এমন সময় সেই বুড়া ঝিটি ফিরে আসে সেখানে, যে ডাকতে গিয়েছিল মাষ্টারকে। এসে তাদের নিয়ে যায় রোগীর ঘরে।

ইস্কুল-মাষ্টার বুড়ীদের কথায় জবাব না দিয়ে, ঘাড় হেঁট ক'রে রুগ্ন ছেলেটির পাশে গিয়ে দাঁড়ান। নেলও যায় তাঁর সঙ্গে।

খুব ছোট্ট ছেলেটি—খুবই ছোটো।

কোঁকড়ানো চুলের গোছা এসে পড়েছে মুখের চারিপাশে—চোখ দুটি জ্বলজ্বলে। স্বর্গের আলো যেন তার চোখে—ও আলো পৃথিবীর নয়।

ইস্কুল-মাষ্টার বিছানায় তার পাশটিতেই বসলেন—নেল্ দাঁড়িয়ে রইল বিছানার ধারে।

মাষ্টারমশাই ঝুঁকে পড়ে ফিসফিস করে ডাকলেন ওর নাম। ছেলেটি চম্‌কে তাকাল। তার শীর্ণ বিবর্ণ হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরল মাষ্টারের গলা।

তারপর নেল্‌কে দেখতে পেয়ে জিজ্ঞাসা করল—ও কে?

নেলের চোখ দিয়ে তখন ঝর্‌ঝর্ করে জল পড়ছে।

সে এগিয়ে এসে ছেলেটির বিশীর্ণ হাত ধরল নিজের মুঠোর মধ্যে। ছেলেটি বললে "তোমাকে আদর করতে ভয় করছে আমার। কি জানি, তোমাকে যদি আবার ধরে আমার অসুখ।"

ক্রমশঃ একটা আচ্ছন্নভাব ছেলেটিকে অধিকার করছিল, তা থেকে তাকে জাগাবার জন্যে ইস্কুল-মাষ্টার বলেন—"হ্যারী, তোমার মনে আছে সেই বাগান, যা আমরা দু'জনে মিলে তৈরি করেছি?"

ছেলেটি হাসে—অতি ক্ষীণ বিষণ্ণ হাসি।

"সন্ধ্যাবেলায় কি যে চমৎকার হয়ে ওঠে বাগানটা! সব ফুলে ফুলে ভরে ওঠে তখন! তাড়াতাড়ি তুমি সেরে ওঠো, ভালো হয়ে নাও! ফুলেরা তোমাকে না পেয়ে আগেকার মত আর উৎফুল্ল নয় তেমন! তুমি শীগ্‌গিরই ভালো হয়ে আমাদের ওখানে এসো আবার। কেমন আসছ তো?"

ছেলেটি এবার জবাবে কি যেন বলতে চায়, তার ঠোঁট নড়ে

—কিন্তু কোন শব্দ বেরয় না। ইস্কুল-মাষ্টারের হাতের ওপর তার হাতখানি সে রাখে কেবল।

সব নীরব, নিস্তব্ধ।

ইস্কুল-মাষ্টার চুপ করে থাকেন—তাঁর মনের মধ্যে কি করে কে জানে।

দূর থেকে, সন্ধ্যার বাতাসে ভেসে আসে ছেলেপিলেদের অস্ফুট কোলাহল-ধ্বনি।

ছেলেটি হঠাৎ চোখ খুলে তাকায়, ক্ষীণস্বরে প্রশ্ন করে—"ও কি?"

মাষ্টারমশাই জবাব দেন—"ছেলেরা খেলা করছে মাঠে।"

ছেলেটি বালিশের পাশ থেকে তার রুমালটি বার ক'রে নিয়ে তুলে ধ'রে নাড়তে চায়,—কিন্তু অবশ অবসন্ন হাত পড়ে যায় তখনি।

"নাড়ব আমি? ইস্কুল-মাষ্টার জিজ্ঞাসা করেন।

"জানালার কাছে গিয়ে এটা নাড়ুন!" ছেলেটি অত্যন্ত ক্ষীণস্বরে উত্তর দেয়, "আমার বন্ধুরা সব খেলছে। তারা দেখতে পাবে। আমার কথা ভাববে তারা।"

নেল্ ছেলেটির মাথা উঁচু ক'রে তুলে ধরে। সে রুমাল নাড়া দেখে। তারপর সে তাকায় তার প'ড়ে থাকা ক্রিকেট ব্যাটের দিকে। চেয়ে দেখে টেবিলের ওপর—যেখানে তার বই আর শ্লেট্ আর যত ছেলেমানুষী সম্পত্তি জড়ো করা রয়েছে।

নেল্ আস্তে আস্তে তাকে শুইয়ে দেয় আবার।

কিছুক্ষণ যায়, ছেলেটি আবার জিজ্ঞাসা করে—"সেই ছোট্ট

মেয়েটি কি আছে এখানে ? এখনো আছে ? তাকে আমি দেখতে পাচ্ছিনা তো।”

নেল্ এগিয়ে আসে সামনে—মাষ্টার তার হাতটি ধরেন, কিন্তু সে হাত তখন ঠাণ্ডা হয়ে আসছে ক্রমশঃ।

“আমার চোখের সামনে সব ঝাপসা হয়ে আসছে কেন!” ছেলেটি বলে।

তারপর সে দেয়ালের দিকে মুখ ফেরায়—আস্তে আস্তে ঘুমিয়ে পড়ে যেন।

মাষ্টার তখনো তার হাতটি ধ'রে থাকেন, তেমনি স্নেহভরে আদর ক'রে চলেন। মৃতশিশুর হিমশীতল হাত। তবু তিনি তার উপরেই নিজের হাত বুলান—ছাড়তে পারেন না সেই হাত।

নেল্ যখন ইস্কুল-মাষ্টারের সঙ্গে বেরিয়ে এল ছেলেটির বাড়ি থেকে, তখন তার বুক ভেঙে গেছে।

আস্তে আস্তে তারা ফেরে নিজেদের কুটীরে।

নেলের আরও দুঃখ হয় এই ভেবে যে, এই ছেলেটিরও এক-মাত্র আত্মীয় এক বুড়ো দিদিমা, তার দাদুর মতই, যাকে এই সুন্দর শিশুটির অকালমৃত্যুর শোক সহ্য করতে হবে।

সে তার দাদামশাইকে কিছু বলে না। তাড়াতাড়ি নিজের বিছানার মধ্যে গিয়ে শুয়ে পড়ে, বালিশে মুখ গুঁজে ফুলে ফুলে সে কাঁদে—অনেকক্ষণ। তারপর কখন সে ঘুমিয়ে পড়ে, তা সে কিছুই টের পায় না নিজে।

ঘুমিয়ে সে স্বপ্ন দেখে সেই ছেলেটিকে তার মৃত্যু হয় নি—দেবদূতের সঙ্গে সে যেন খেলা করছে।

পরদিন সকালে যখন তার ঘুম ভাঙে, গতরাত্রের কান্নার ফলে, তখন তার মন অনেকটা হালকা। এবার তাদের বিদায় নিতে হবে ইস্কুল-মাষ্টারের কাছ থেকে।

বিদায়ের কথা পাড়তেই মাষ্টার বলেন—"তোমরা থাকোনা আরো কয়েক দিন?"

গলা তার ভারী হয়ে আসে, এই ক'টি কথাতেই। এর বেশি আর কোন কথা তিনি বলতে পারেন না।

তারা থাকে আরো কিছুদিন। কিন্তু নেলের দাদামশাই ব্যস্ত হয়ে ওঠেন, নেল্‌কেও ব্যতিব্যস্ত ক'রে তোলেন তিনি।

"আর এখানে নয় নেল্। চল্, আমরা আরো দূরে যাই—আরো দূরে—অগত্যা নেল্‌কে একদিন বিদায় নিতেই হয়; মাষ্টারকেও বিদায় দিতে হয় তাদের।

মাষ্টার তাঁর ইস্কুলের ডেস্ক্ থেকে ওঠেন, ওদের বিদায় দিতে এগিয়ে যান গেট্ পর্যন্ত।

নেল্ কম্পিত হাত বাড়িয়ে দেয় তাঁর দিকে—তার হাতের মুঠোয় কয়েকটা মুদ্রা ঘোড়দৌড়ের মাঠে ফুল বিক্রি ক'রে যা তার উপার্জন।

ধন্যবাদ জানাতে তার গলা কেঁপে যায় এবং এতদিনের আতিথ্যের এই যৎসামান্য বিনিময় দিতে তার মুখ লজ্জায় লাল হয়ে ওঠে।

ইস্কুল-মাষ্টার বলেন—"ও তুমি রেখে দাও তোমার নিজের কাছে। এই ক'দিনে যে আনন্দ তুমি দিয়েছ, তাই আমার মনে থাকবে চিরদিন।"

এই ব'লে বৃদ্ধ ইস্কুল-মাষ্টার ছোট্ট মেয়েটির কচি গালে একটি চুমু দেন। তারপর চোখের জল সামলাবার জন্যই যেন, অকস্মাৎ পিছন ফিরে, ইস্কুল-মুখো হন।

নেল্ আর তার দাদামশাই কিছু দূরে গিয়ে ফিরে তাকায়। দেখে ইস্কুল-মাষ্টাব আবার ফিরে এসেছেন তাঁর বাগানের গেটে। একদৃষ্টে চেয়ে আছেন তাদের দিকেই।

নেলের দাদামশাই করমর্দনের জন্য ফিরে আসেন। নেল্ও।

"ভগবান তোমাদের মঙ্গল করুন। সুখী করুন তোমাদের।" ইস্কুল-মাষ্টার বলেন—"এতদিনে আমি সত্যই একলাটি হলুম!" তাঁর গলার স্বর ভেঙে যায়—যদি তোমরা আর কখনো এই রাস্তা দিয়ে যাও—এই ছোট্ট পাড়াগেঁয়ে ইস্কুলেব কথা ভুলবে না তো?"

"কখনো না।" নেল্ বলে—"আমাদের প্রতি আপনার দয়ার কথাও কোনদিন ভুলব না।"

"এমন কথা আমি প্রায়ই শুনি শিশুদের মুখে।" ইস্কুল-মাষ্টার ঘাড় নাড়েন—"কিন্তু খুব শীগ্‌গিরই তারা ভুলে যায়। কিছুই তারা মনে রাখে না, কেউই তাদেব মনে ঠাঁই পায় না। একটি ছোট্ট ছেলে আমাকে ভালোবাসত—কিন্তু সে কোথায় এখন?—যাক্—ভগবান তোমাদের ভালো করুন।"

বারো

ইস্কুল-মাষ্টারের কাছে বিদায় নিয়ে তারা চলে। আবার তাদের হাঁটা শুরু! মাঝে কয়েক দিনের শুধু বিশ্রাম কেবল।

তাড়াতাড়িই তারা পথ চলে। এবার তারা বড় রাস্তা ধরেই বরাবর যাবে—যেখানে যায় এ-পথ।

সকাল ক্রমশঃ সন্ধ্যায় গড়িয়ে আসে।

তারা একটা মোড়ের মাথায় এসে পড়ে। একটি ক্যারা-ভ্যানের একেবারে সামনে।

ক্যারাভ্যান হচ্ছে এক রকমের গাড়ি—তাকে গাড়িও বলা যায় বাড়িও বলা যায়। একটা ছোট বাড়ি চাকার ওপরে—ঘোড়ায় টেনে নিয়ে চলে।

সেই বাড়ির মতো গাড়ির দরজায় ব'সে একটি মোটাসোটা গোছের মহিলা অত্যন্ত তৃপ্তির সঙ্গে সান্ধ্য-চা পান করছিলেন।

নেল্‌কে দেখেই যেন তিনি চিনতে পারেন! চেঁচিয়ে ওঠেন—"ওগো মেয়েটি! শোনো শোনো। তোমাকে আমি ঘোড়-দৌড়ের মেলায় দেখেছি না?"

নেল্ শুনে একটু ঘাব্‌ড়ে যায়—শর্ট, কডলিনের সঙ্গে জানাশোনা তো নেই স্ত্রীলোকটির? সে কি জবাব দেবে ভেবে পায় না।

"হেলটার-স্কেলটার প্লেটের বাজিটা কোন্ ঘোড়া মারল বলতে পারো ?" মহিলাটি জিজ্ঞাসা করেন, "দ্বিতীয় দিনের খেলায়।"

"জানিনা তো !" নেল্ জবাব দেয়।

"জানো না ? আশ্চর্য ! তিনি অবাক হয়ে যান। "তোমাকে আমি নিজের চোখে দেখেছি যে সেখানে এবং দেখে দুঃখিতই হয়েছি, তোমার মতো এমন চমৎকার মেয়ে যত বাজে ভবঘুরে ভাঁড়েদের সঙ্গে ঘুরছ দেখলে কার না দুঃখ হয় !"

নেল্ একটু আশ্বস্ত হয় এতক্ষণে। "আমরা নিজেব ইচ্ছায় ছিলাম না ওদের সঙ্গে।" সে বলে—"পথ চিনতাম না, তাই ওদের সঙ্গে থাকা। আপনি চেনেন নাকি ওদের ?"

"আমি ?" মহিলাটি আকাশ থেকে পড়েন—"আমি চিনব ওদের, ওই রাস্তার কুকুরদের ! আমার এই চেহারা, এই পোশাকে, আর এমন ক্যারাভ্যান দেখে তোমার কি সন্দেহ হয় যে ওদের সঙ্গে আমার পরিচয় থাকে সম্ভব ?"

"না, না !" মহিলাটির মনে আঘাত দিয়েছে ভেবে নেল্ দুঃখিত হয়—তাড়াতাড়ি বলে—"আপনি আমায় ক্ষমা করুন।"

মহিলাটি তৎক্ষণাৎ নেল্‌কে মার্জনা করেন।

নেল্ তখন প্রকাশ করে যে, ঘোড়দৌড়ের প্রথম দিনেই তারা চলে এসেছে মেলা থেকে। কাজেই তার পরের কোন খবর তার জানা নেই।

ক্রমশঃ দু'জনের মধ্যে আলাপ জমে ওঠে এইভাবে।

মহিলাটি প্রশ্ন করেন—"তোমার কি খিদে পেয়েছে, খুকী ?"

"না—তেমন না।" নেল্ বলে—"তবে আমরা ভারী পরিশ্রান্ত—এখনো অনেক দূর হাঁটতে হবে আমাদের।"

"ভালো, খিদে পাক্ আর না পাক্—একটু চা খেতে দোষ কি?" এই ব'লে মহিলাটি ডাক দেন—"জর্জ, জর্জ!"

ডাক-হাঁকে জর্জ বেরিয়ে আসে ক্যারাভ্যানের অভ্যন্তর থেকে। তার গায়ে গাড়োয়ানের পোশাক।

"দু'কাপ্ চা দাও এদের। এই মেয়েটি আর এর দাদা-মশাইকে।"

জর্জ গাড়িও চালায়, রান্নাবান্নার কাজও করে, আবার খিদ্-মৎও খাটে।

"ঠাণ্ডা মাংস আর আছে নাকি?" মহিলাটি জিজ্ঞাসা করেন।

"আছে সামান্য।"

"দাও ওদের।"

নেল্ এবং দাদামশায়ের খাওয়া শেষ হ'লে মহিলাটি আবার জর্জকে ডাকেন—

"আচ্ছা আমরা কি খুব ভারী?" তিনি জিজ্ঞাসা করেন—"আমরা দু'জনে?"

"মনে তো হয় না।" জর্জ বলে—"এমন আর কি!"

"আচ্ছা, আমাদের সঙ্গে এই মেয়েটি আর এই বুড়ো মানুষটিও যদি ক্যারাভ্যানে যায়, ঘোড়াদের কি অসুবিধা হবে?"

"অসুবিধা হবে নিশ্চয়ই। জর্জ জবাব দেয়—"তবে তারা আপত্তি করবে না।"

"খুব বেশি অসুবিধা হবে?" মহিলাটি পুনরায় জিজ্ঞাসা করেন—"দু'জনে আর কত ভারী হবে ওরা?"

"ঐ এক-জোড়ার ওজন—"জর্জ ওদের খুঁটিয়ে দেখে নিয়ে, হিসাব ক'যে বলে—

"একসঙ্গে যোগ করলে, আলভার ক্রমওয়েলের চেয়ে কিছু কমই হবে হয়তো!"

নেল্ দারুণ অবাক হয়ে যায়। অলিভার ক্রমওয়েল—যাঁর কথা সে ইতিহাসে পড়েছে এবং যিনি মারা গেছেন বহু—বহুদিন আগে, তাঁর দেহের পাক্কা ওজন নিখুঁত ভাবে জানে লোকটা আশ্চর্য!

কিন্তু অল্পক্ষণেই তার আনন্দ, তার বিস্ময়কে ছাপিয়ে ওঠে। মহিলাটি তাদের ক্যারাভ্যানে ওঠবার অনুমতি দেন।

তারা ঢুকলে পরে, মহিলাটি নিজে ভেতর থেকে ক্যারাভ্যানের দরজা বন্ধ ক'রে দেন। বাহির থেকে জর্জ, ছপ্‌টির আওয়াজে ঘোড়াদের যাত্রা করতে ইঙ্গিত করে।

ক্যাঁচকোঁচ ক'রে চলতে থাকে ক্যারাভ্যান।

ধীরে-সুস্থে কিছুদূর এগিয়ে যাবার পর নেল্ ক্যারাভ্যানের ভেতরটা খুঁটিয়ে দেখে।

ক্যারাভ্যানের অর্ধেকটা হচ্ছে কার্পেটে মোড়া, সেই অর্ধেকেই কর্ত্রী এখন তাঁর আসন বিস্তার করেছেন। ওই অংশেরই এক-ধারে একটা বিছানাপাতা, বোঝা গেল ঐখানেই মহিলাটির নিদ্রার ব্যবস্থা। সেই ধারে ছোট ছোট খড়খড়িও আছে—শাদা শাদা পর্দা-ঝোলানো।

অন্য অধাংশ, রান্নাঘরের কাজে লাগে। সে-ধারে আছে একটা ষ্টোভ্, তার ছোট্ট চিম্‌নিটা, ছাদ ছেঁদা ক'রে উঠেছে—সেই পথেই সে ধোঁয়া ছাড়ে। অনেকগুলো তাক্—তা'তে নানান জিনিসপত্র। দেয়ালের গায়ে ঝুলছে হাতা-বেড়ি ইত্যাদি—রান্নার কাজে যা সব লাগে।

কর্ত্রী একধারে বসেছিলেন, খোলা জানালার কাছে। মুখ বাড়িয়ে দেখতে দেখতে তিনি চলেছিলেন।

নেলের দাদামশাই তখন ঘুমিয়ে পড়েছে।

মহিলাটি নেলকে তার পাশে ডাকেন।—"কেমন লাগছে তোমার খুকী!" তিনি জিজ্ঞাসা করেন—"এইভাবে ক্যারাভ্যান চড়ে যেতে?"

"চমৎকার!" উৎসাহের সঙ্গে জবাব দেয় নেল্।

কর্ত্রা তখন উঠে গিয়ে এক কোণ থেকে একটা রোল ক'রে গুটিয়ে রাখা ক্যান্‌ভাসের মোড়ক নিয়ে আসেন। আস্তে আস্তে খোলেন। বিছিয়ে দেন ক্যারাভ্যানের মেঝেয়। প্রায় গোটা ক্যারাভ্যানটাই জুড়ে যায় সেই ক্যান্‌ভাসের কুণ্ডিতে।

"এতে কি লেখা পড়ে দেখ।" বলেন তিনি।

নেলকে উঠে হেঁটে হেঁটে পড়তে হয়। ক্যান্‌ভাসের গায়ে বড়ো কালো কালো হরফে একটা বিজ্ঞাপন লেখা:

"জার্লীর মোমের পুতুল।"

"আবার পড়ো।" কর্ত্রী আজ্ঞা করেন। নেল্ আবার পড়ে—"জার্লীর মোমের পুতুল!"

"ও হচ্ছে আমি।" গর্বের সঙ্গে মহিলাটি বলেন এবার। "আমিই হচ্ছি শ্রীমতী জার্লী।"

এই বলে শ্রীমতী জার্লী নেলের প্রতি উৎসাহপ্রদ কটাক্ষপাত করেন—স্বয়ং সাক্ষাৎ জার্লীর সামনে তার উপস্থিতির আকস্মিকতায় সে যেন নিতান্তই ঘাবড়ে না যায়। তারপর তিনি আরেকটা ক্যান্ভাসের বিজ্ঞাপন খোলেন, তাতে লেখা ঃ

"একশোটি মোমের পুতুল সম্পূর্ণ চেহারার।"

তারপর আরেকটা, তার রচনা—

"সমস্ত পৃথিবীর মধ্যে একমাত্র অকৃত্রিম মোমের পুতুলের প্রদর্শনী।"—তারপর ছোটখাটো আরো অনেকগুলি—যেমন, "আদি ও অকৃত্রিম শ্রীমতী জার্লী।" "জার্লীকে দেখুন, ভেজালে ভুলবেন না।" "জার্লীর অপরাজেয় সংগ্রহ।" "জার্লীই হচ্ছেন সম্ভ্রান্ত এবং ভদ্র-পরিবারের আনন্দদায়িকা!" "ইংলণ্ডের রাজপরিবার শ্রীমতী জার্লীর পৃষ্ঠপোষক!"—এইরকম অগুন্তি!

তারপর শ্রীমতী জার্লী নেল্‌কে অনেক ছাপানো হ্যাণ্ডবিল দেখাতে থাকেন—সেই সব বিজ্ঞাপনে অনেক রকমের ছড়া লেখা!

এই সব দেখিয়ে শুনিয়ে, নিজের সামাজিক প্রতিষ্ঠা আর মর্যাদা সম্বন্ধে নেল্‌কে যখন একেবারে কাবু ক'রে ফেলতে পেরেছেন বলে তাঁর মনে হোলো, তখন শ্রীমতী জার্লী সেই সব বিজ্ঞাপন আর প্রশংসালিপি—আবার গুটিয়ে, পাকিয়ে, যথাস্থানে সব রেখে দেন।

তেরো

তারপর মিসেস্ জার্লী নেলের প্রতি ভ্রূক্ষেপ করেন—"আর কখনো যেয়োনা ঐ সব দলে। ওই সব অপদার্থ পুতুল-নাচিয়েদের দলে। এর পরে আর মিশোনা ওদের সঙ্গে।"

"আমি কক্ষনো কোন মোমের পুতুল দেখি নি।" নেল্ বলে—"ও কি পুতুলনাচের চেয়েও মজার?"

"মজার?" শ্রীমতী জার্লী যেন আকাশ থেকে পড়েন—"একেবারেই মজার ব্যাপার নয়।"

"ও!" নেল্ বিনীতভাবে বলে।

"মজার নয় একেবারেই!" শ্রীমতী জার্লী পুনরুক্তি করেন—"একেবারে শান্ত ব্যাপার! শান্ত আর ঐতিহাসিক। খেলো বাজনা নেই, সস্তার ভাঁড়ামি নেই, বাজে রসিকতা নেই, অনাবশ্যক হইচই নেই—মানে, তোমার পুতুল-নাচিয়েদের কিছুই নেই। এ নীরব, নিস্পন্দ—সম্ভ্রান্ত যত মোমের পুতুল! দেখলে শ্রদ্ধা হয়। আর চাইলে মনে হবে যেন সত্যই জীবন্ত। যদি কেবল কথা বলতে আর চলতে-ফিরতে পারত—তাহলে আসল মানুষে আর মোমের পুতুলে কোনো পার্থক্যই তুমি ধরতে পারতে না!"

"এখানে আছে নাকি?" নেলের কৌতূহল তখন বেশ জমে উঠেছে।

"কী আছে এখানে ?"

"মোমের পুতুল !"

"অবাক্ করলে আমায় ! তুমি ভেবেছ কি, বল দেখি ! ক্যারাভ্যানের মধ্যে থাকবে সেই সব পুতুল ? থাকতে পারে কখনো ! তার প্রদর্শনীর জন্য প্রকাণ্ড ঘর চাই। বড়ো বড়ো শহরের টাউন-হলে তা দেখানো হয়। যে শহরের সভাগৃহে এখন সে সব আছে, সেখানেই তো চলেছি আমরা।"

এই ব'লে শ্রীমতী জার্লী কী যেন এক গভীর চিন্তায় তন্ময় হয়ে যান। অনেকক্ষণ আর তাঁর কোনো সাড়াশব্দ না পেয়ে, নেল্ অন্য আরেকটা খোলা জানালার ধারে গিয়ে বসে।

ক্যারাভ্যান চলে।

নেলের দাদামশায়ের ঘুম ভাঙ্‌লে, শ্রীমতী জার্লীর তন্ময়তার ঘোর কাটে। তিনি তাকে ডেকে জিজ্ঞাসা করেন—"তোমার নাতনীকে আমার মোমের পুতুলের প্রদর্শনীতে দেবে ?"

বুড়ো এর কি জবাব দেবে ভেবে পায় না।

"কাজ খুব শক্ত নয়। যারা সব দেখতে আসবে তাদের ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখানো। টিকিটের দাম আদায় করা। আর পুতুলদের বৃত্তান্ত বলা তাদের কাছে। এমন কিছু শক্ত কাজ নয়।"

বৃদ্ধ চুপ ক'রে থাকে।

"এর জন্য আমি কিছু কিছু দেব ওকে। খাওয়া-পরা আর থাকা বাদে।"

"কিন্তু আমি যে ওকে ছেড়ে থাকতে পারি না।" বুড়ো বলে, "আমি কোথায় যাব তাহলে ?"

"তুমি কোথাও একটা কাজকর্ম খুঁজে নাও না কেন ?" শ্রীমতী জার্লী বলেন—"এমন কিছু তো বুড়ো হও নি তুমি !" নেল্ বলে এবার—"অমন ভাবে আপনি বলবেন না ওঁকে। সমস্ত পৃথিবীর ঐশ্বর্য একসঙ্গে পেলেও আমরা একজন আর এক-জনকে ছেড়ে থাকতে পারব না।"

শ্রীমতী জার্লী ঈষৎ চিন্তা করেন, তারপরে বলেন—"তাহলে তুমিও থাকো আমাদের সঙ্গেই। তোমার নাতনী কাজ করবে, তাতেই তোমাদের দু'জনের চলে যাবে। তোমাকে কিছুই করতে হবে না।"

তারপর আবার একটু ভেবে বলেন—

"তবে যদি ইচ্ছা করো, তোমারও করবার মতো কাজ নেই যে তা নয়। তুমিও নিজেকে কাজে লাগাতে পারো। এই যেমন, পুতুলদের গায়ের ধুলো ঝাড়া, টিকিট বেচা—এই সব। তোমার নাতনীকে চাচ্ছি যে-কাজে, তা হচ্ছে, দর্শকদের কাছে পুতুলদের কাহিনী বলা। সে সব আমি ওকে শিখিয়ে-পড়িয়ে নেব।"

নেল্ আর তার দাদামশাই দু'জনে মিলে কিছুক্ষণ পরামর্শ করে। সেই সময়ে শ্রীমতী জার্লী ক্যারাভ্যানের ভেতরে পায়চারি করতে থাকেন, তাঁর হাত দু'টি পেছনে মুষ্টিবদ্ধ।

অবশেষে তিনি নেলের সামনে এসে দাঁড়ান—"কি হোলো খুকী ? রাজী তো তোমরা ?"

"আপনার এই অনুগ্রহের জন্য—" নেল্ জবাব দেয়, "আমরা বাধিত হলাম। আমরা করব আপনার কাজ।"

"বেশ বেশ! লক্ষ্মী মেয়ে!" শ্রীমতী জার্লী খুশি হয়ে ওঠেন। "ক'রে দেখো কিছুদিন! এমন সম্ভ্রান্ত কাজ আর হয় না।"

ক্যারাভ্যানের মধ্যে ঘুমুতে এমন আরাম! পরদিন সকালে যখন নেলের ঘুম ভাঙল তখন বেশ বেলা হয়েছে। জার্লী আগেই উঠে, তাঁর প্রাতঃকৃত্য সেরে, প্রকাণ্ড এক বনেট্ গায়ে জড়িয়ে, প্রাতরাশ প্রস্তুত করতে ব্যস্ত তখন।

নেল্ সলজ্জভাবে ক্ষমা চায়—উঠতে দেরি হবার জন্য।

হাসিমুখে শ্রীমতী জার্লী তাকে মার্জনা করেন। বলেন দুপুর পর্যন্ত ঘুমোলেও কিছু বলতাম না তোমায়! যখন ক্লান্তি বোধ করবে তখন ঘুমোবে যতক্ষণ খুশি—যতক্ষণ না শরীরের ক্লান্তি দুর হয়। যত ঘুমোবে ততোই স্বাস্থ্য ভালো হবে।"

"আমার? আমার কদাচই ঘুম হয়।" শ্রীমতী জার্লী তাচ্ছিল্যভরে উত্তর দেন—"অনেক সময়ে আমি নিজেই ভেবে অবাক হই, এমনি ক'রে রাতের পর রাত না ঘুমিয়ে কি করে যে বেঁচে আছি!"

নেল্ একটু অবাক হয়ে যায়; কেননা মাঝে মাঝে কাল রাত্রে যখন তার ঘুম ভেঙে গেছে, তখন ক্যারাভ্যান-কর্ত্রীর প্রচণ্ড নাসিকাগর্জনের আওয়াজ সে পেয়েছে? সে কি ভুল?

না, কর্ত্রী সারারাত ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখেছেন যে তিনি জেগে রয়েছেন! এ-ছাড়া আর কি হতে পারে?

শ্রীমতী জার্লী বলেন—"আমাদের ক্যারাভ্যান আর যাবে না। আমরা শহরেই এসে পড়েছি। শহরের উপকণ্ঠে, যে-শহরে আমাদের পুতুলের প্রদর্শনী বসেছে।"

অতঃপর ওরা প্রাতরাশ সেরে নেয়।

শ্রীমতী জার্লী পোশাক-পরিচ্ছদ প'রে সেজেগুজে প্রস্তুত হন। একটা সুন্দর চাকচিক্যময় শাল তিনি জড়ান সর্বাঙ্গে। তারপর একটা আয়নার মধ্যে তাঁর পেছন দিকটা দেখবার ব্যর্থ প্রয়াস করেন কিছুক্ষণ।

নেল্‌কে ডেকে বলেন—"তোমরা পেছনে পেছনে আসবে। ঐ ক্যারাভ্যানের ভেতরেই ব'সে থাকতে পার তোমরা। আমাকে হেঁটে যেতে হবে। যদিও আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধেই। জনসাধারণ আমাকে দেখতে চায় না কি! যারা বিখ্যাত লোক, এসব দুর্দশা তাদের পোয়াতেই হয়। জনসাধারণের ইচ্ছার কাছে নিজের রুচিকে বলি দিতে হয় তাদের।"

এই ব'লে গর্বের সঙ্গে পা ফেলে এগিয়ে চলেন তিনি।

ক্যারাভ্যান তাঁর অনুসরণ ক'রে চলে—পিছনে পিছনে।

নেল্ জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে দেখে—এ-কোন্ শহর? এ-কোথায় তারা এসেছে, কোন্ জায়গায়?

শহরের পাকা রাস্তায়, বিজাতীয় ক্যাঁচকোঁচ আওয়াজে

ভয়ানক সোরগোল তুলে, অবশেষে ক্যারাভ্যান এসে পৌঁছায়—যেখানে প্রদর্শনী হচ্ছে সেই জায়গায়।

জায়গাটা ঘিরে যত শিশুর জনতা।

নেল্ আস্তে আস্তে নামে ক্যারাভ্যান থেকে। শিশুরা কৌতূহলের সঙ্গেই লক্ষ্য করে—সেও একটা প্রদর্শনীর অঙ্গ।

দ্রষ্টব্য বস্তুদের অন্যতম কিনা, এই নিয়ে তাদের মধ্যে আলোচনা চলতে থাকে।

ক্যারাভ্যান থেকে বাক্স-প্যাটরা সব নামানো হতে থাকে।

ছেলেমেয়েরা উঁকিঝুঁকি মারে ওর চারপাশে। নেলের দাদামশাই তখনো ক্যারাভ্যানের এক কোণের মধ্যে ব'সে। জড়ীভূত হয়ে বিস্ফারিত নেত্রে তিনি লক্ষ্য করছেন সবাইকে।

বুড়োটা যে মোমেরই তৈরি, মোমেরই একটা মারপ্যাঁচ—পুতুল ছাড়া আর কিছু নয়, এ সম্বন্ধে দর্শকদের মধ্যে মতদ্বৈধ দেখা যায় না।

তাড়াতাড়ি কাজে লেগে যায় তারা।

প্রদর্শনী-গৃহে তারা গিয়ে ঢোকে : নেল্ এবং শ্রীমতী জার্লী। জর্জ এবং নেলের দাদামশাই। জনতার সেখানে প্রবেশাধিকার নেই এখন।

জর্জ এবং নেলের দাদামশাই, দু'জনে মিলে, পুতুলদের আচ্ছাদনগুলো খোলে—ধুলো ঝাড়ে তাদের গা থেকে। শ্রীমতী জার্লী ঘুরে ঘুরে সব দেখেন। নেল্ থাকে তাঁর সঙ্গে।

পুতুলদের রূপ-লাবণ্য দেখে নেলের বিস্ময় আর ধরে না।

ওর উচ্ছ্বাস যখন অনেকটা শান্ত হয়ে এসেছে, তখন শ্রীমতী জার্লী ওকে শিখিয়ে-পড়িয়ে নিতে আরম্ভ করেন :

"ঐ যে দেখছ!" একটা পুতুলকে দেখিয়ে, প্রদর্শক-সুলভ কণ্ঠে তিনি আরম্ভ করেন—"ঐ যে মেয়েটি দেখছ, রাণী এলিজাবেথের ও ছিল একজন পরিচারিকা! এক রবিবারে সেলাই করতে গিয়ে—রবিবারে কাজ করা বাইবেলের নিষেধ—ওর আঙুলে ছুঁচ ফুটে যায়। তা'তে কি হোলো? ওর আঙুল ফুলে হোলো কলাগাছ। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যেই! তাতেই মারা গেল বেচারা!"

এই ব'লে ঈষৎ তিনি থামেন: "ওর আঙুলের ডগায় তোমরা লক্ষ্য করো—কি দেখতে পাচ্ছ? রক্তের দাগ। আর অন্য হাতে দেখো সোনার ছুঁচ—ঐ সময়ে সোনালী ছুঁচেই সব সেলাইয়ের কাজ হোতো কিনা!"

নেল্‌কে এই গোটা বক্তৃতাটাই গড়গড় ক'রে বলতে হয়। দু'বার তিনবার। তারপর ওর মুখস্থ হয়ে যায়।

শ্রীমতী জার্লী ওকে শিক্ষাদান করেন—"তোমার দর্শকদের মধ্যে যদি শিশুরাই থাকে কেবল তাহলে এম্‌নি ভাষায় বলবে। সম্ভ্রান্ত লোক থাকলে সম্ভ্রম ভরে বলতে হবে এই সব কথা।"

তারপর তারা আর একটি প্রতিমূর্তির সম্মুখে আসে।

শ্রীমতী জার্লী বলতে থাকেন—"ভদ্র মহোদয় ও মহিলাগণ! এই যে লোকটি দেখছেন ইনি হচ্ছেন, জেস্‌পার প্যাক্‌লে মার্টন—এর কীর্তি অবিনশ্বর! চোদ্দ চোদ্দটা বিয়ে ইনি করেছিলেন

পর পর—এবং প্রত্যেক বৌ-কেই হত্যা করেছিলেন পায়ে সুড়-সুড়ি দিয়ে, হাসিয়ে। ওরা ঘুমলে উনি ওদের পায়ে সুড়সুড়ি দিতে আরম্ভ করতেন! তাদের দম ফেলতে দিতেন না—অবশেষে, হাসতে হাসতে তারা মারা যেত! তাঁর এরকম অদ্ভুত সখ কেন হয়েছিল তার কারণ জানা যায় নি!"

এই বলে শ্রীমতী জার্লী সামান্য একটু থামেন। যেন দর্শকদের জন্য একটু চিন্তা করার অবসর দেন।

তারপর আবার তাঁর কথা শুরু হয়:

"যখন তাকে ফাঁসির মঞ্চের সামনে নিয়ে আসা হোল তখন তিনি কি বলেছিলেন জানেন? বৌ-দের যে তিনি অত সহজে আনন্দেই মরতে দিয়েছেন, কোনো বেশি যন্ত্রণা দিয়ে মারেন নি, এজন্য পৃথিবীর স্বামীরা যেন তাঁকে মার্জনা করেন—এই ব'লে সমস্ত স্বামী, ভূত ও ভবিষ্যৎ, সবার কাছে ক্ষমা ভিক্ষা ক'রে তিনি ফাঁসিতে ঝুলে পড়েন!"

আবার কিছুক্ষণের নিঃস্তব্ধতা।

"এই থেকে আপনাদের মধ্যে যাঁরা তরুণী, বিয়ে করতে যাচ্ছেন, তাঁরা যেন সাবধান হন্! আগে থেকেই বরের অভিরুচি জেনে নেয়া ভালো! দেখুন, ভদ্রলোকের আঙুলগুলো! যেন সুড়সুড়ি দিয়ে মারবার জন্যই তৈরি হয়ে উঠেছে!"

চৌদ্দ

এইভাবে শিক্ষা চলে।

অল্পক্ষণেই প্যাক্‌লে মাটিনের হাড়হদ্দ নেলের জানা হয়ে যায় —হুবহু বলেও যেতে পারে নেল্।

তারপর শ্রীমতী জার্লী ওকে ছেড়ে এক মোটাকে ধরেন—তার পরিচয় শেষ করে যান এক রোগার কাছে, তারপর এক লম্বাকে নিয়ে তাঁদের শুরু হয়। তারপর আসে এক বেঁটে। তারপরে এক বুড়ী একশ বত্রিশ বছর বয়সে কেবল নাচতে নাচতেই যে দেহ রেখেছিল!

এমনি ক'রে একটার পর অসংখ্য ঐতিহাসিক ব্যক্তি ও ব্যক্তিনী—যাদের বিচিত্র জীবন ও কৌতূহলের চরিত্র নেল্‌কে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে জানতে হয় এবং জানার পরীক্ষা দিতে হয়!

স্মৃতিশক্তি ভালো ব'লে সহজেই পাশ করতে পারে নেল্। ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যেই সেই ঘরটার ভেতরেই সবাইকার ইতিহাস তার নখদর্পণে চলে আসে—এমন ভাবে চলে আসে, যে শ্রীমতী জার্লীর ভরসা হয় যে নেল্ দর্শকদের তাদের বিবরণ জানিয়ে খুশি করতে পারবে।

বাস্তবিক শ্রীমতী জার্লী এতটা আশা করতে পারেন নি। তিনি তাঁর সপ্রশংস উচ্ছ্বাস দমন করতে পারেন না। মুক্তকণ্ঠে নেলের প্রশংসা করতে থাকেন।

তারপর নেল্‌কে নিয়ে তিনি প্রদর্শনী ঘরের বাইরে যান।

সেখানে ইতিমধ্যেই সেইসব বিজ্ঞাপন-মারা ক্যানভ্যাস খাটানো হয়ে গেছে—এমন কি হ্যাণ্ডবিল পর্যন্ত বিতরণ সমাধা।

এইসব বিজ্ঞাপন পথে আসতে-আসতেই নেলের চক্ষুগোচর হয়েছে।

তারপর শ্রীমতী জার্লী একটা সুশোভিত টেবিলের ওপরে গিয়ে বসেন—সেখানে বসেই তিনি টিকিট্ বিক্রি ও টাকা আদায় করবেন। তাঁর একপাশে থাকে মহামান্য সম্রাট তৃতীয় জর্জ, অন্যধারে স্কটল্যাণ্ডের কুইন্ মেরী।

দু'ধারে এই দুই মহাসম্মানিত ব্যক্তির সান্নিধ্যে বসে, শ্রীমতী জার্লী গর্বের সঙ্গে, তাঁর টিকিট্ বেচা শুরু করেন।

বাইরে আবালবৃদ্ধবনিতার ভিড়ও তখন বেশ জমেছে।

নেল্ প্রদর্শনীর ভেতরে গিয়ে, প্রস্তুত হয়।

তার কাজও শুরু হবে এখনই।

বাস্তবিক, শ্রীমতী জার্লীর আবিষ্কারিণী প্রতিভা আছে, এ কথা মানতে হবে। কেননা অল্পদিনেই নেল্ শহরের ছেলে-বুড়ো সবার কাছেই ভয়ানক প্রিয় হয়ে ওঠে। যারা প্রদর্শনী দেখতে আসে তাদের কাছে এই ছোট্ট সুন্দর মেয়েটি এবং তার হাত-পা নেড়ে মিষ্টিগলার বক্তৃতা, মোমের পুতুলদের চেয়ে দর্শনীয় হয়ে ওঠে বেশি।

প্রত্যহ শ্রীমতী জার্লীর বিজ্ঞাপনের গাড়ি যখন হ্যাণ্ডবিল বিতরণ করতে বেরয়, তখন সেই গাড়িতে, বিগত যুগের দস্যু-

সর্দারের পাশেই, নেলের আসন থাকে। নেল্ বসে সেখানে — রানীর মতো মর্যাদায়; চারিধারে কৃত্রিম কাগজের ফুল আর পতপত শব্দে উড্ডীয়মান পতাকাদের মধ্যে।

মেয়েটির সৌন্দর্য আর ভদ্র নম্র ব্যবহার—সেই ছোট্ট পাড়া-গেঁয়ে শহরটির মধ্যে দারুণ আন্দোলন তুলেছিল। অল্পদিনেই দস্যু-সর্দারের জনপ্রিয়তা কমে গেল—বিজ্ঞাপনের গাড়িতে নেল্কেই দেখে সবাই; মোমাকৃতি সর্দারের দিকে ফিরেও কেউ তাকায় না আর!

শহরের মধ্যে বয়স্ক যারা তাদের আলোচ্য বিষয়—এই ঝক্ঝকে চোখের চক্চকে মেয়েটি কে? আর যারা ছোটো, তারা তো নেল্কে ভীষণভাবে ভালোবেসেই ফেলল। পড়াশুনার পুঁথিপত্র ফেলে, পাঠশালা কামাই ক'রে, এমন কি আপেল আর চিনেবাদামের মোহ পর্যন্ত ভুলে, সেই প্রদর্শনীর তাঁবুর আশপাশেই দিন রাত ঘুরতে লাগল তারা।

শ্রীমতী জার্লীর ব্যবসাবুদ্ধিও কম নয়। যেমনি তিনি দেখলেন যে নেল্ খুব বেশিরকম জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে, অমনি তার বাইরে বেরুনো বন্ধ ক'রে দিলেন। বিজ্ঞাপনের গাড়িতে আর তার দেখা পাওয়া যায় না। এখন সে কেবল প্রদর্শনীর কক্ষের মধ্যে, মোমের পুতুলদের সামনে মিষ্টি গলায় বক্তৃতা করে —দর্শকদের সব বুঝিয়ে দেয়। এখন তাকে দেখতে হলে টিকিট্ কেটে ঢুকতে হবে। কাজেই, শ্রীমতী জার্লীর, টাকার থলিও ক্রমশই বেশি ভারী হয়ে উঠতে থাকে—নেলের মহিমায়।

কয়েকদিন পরে, একদিন সন্ধ্যাবেলা, নেল্ তার দাদামশাইকে নিয়ে বেড়াতে বেরয়। এ-ক'দিন ধরে কেবল ঘরের মধ্যে বন্ধ থেকে তারা যেন হাঁপিয়ে উঠেছিল। আজ দিনটাও চমৎকার এবং আকাশ পরিষ্কার দেখে তারা বেরিয়ে পড়ল।

বেরিয়ে পড়ল শহরের বাইরে,—শহরের বাইরের গেঁয়ো পথ ধরে ধরে তারা চলে গেল অনেক দূরে। মাঠের মধ্যে দিয়ে ফসলের ক্ষেতের আল বেয়ে—সবুজ শস্যের ভেতর দিয়ে।

ভেবেছিল যে ফেরবার সময়ে পথ চিনে আসতে গোল হবে না, কিন্তু যা তারা আশঙ্কা করেনি তাই ঘটে গেল। পথের হদিশ সমস্তই গোলমাল হয়ে গেল তাদের। তারা গেল পথ হারিয়ে। যতক্ষণ না একজনের দেখা পায় এবং তার কাছ থেকে সন্ধান নিতে পারে, ততক্ষণ কি যে তারা করবে ভেবে পেল না।

ইতিমধ্যে, পরিষ্কার আকাশ কখন মেঘের তিরস্কারে কালো হয়ে এসেছে মাথার ওপরে। বাতাসে গাছপালার মর্মরধ্বনি মর্মন্তুদ হয়ে উঠছে ক্রমশই। এই সবই বৃষ্টির সূচনা—ঝড়ও ঘনিয়ে আসবে কিনা কে জানে!

অস্তমান সূর্য দু'হাতে তাঁর অপর্যাপ্ত কিরণ বিলিয়ে, কালো মেঘের মুখ, যথাসাধ্য রাঙিয়ে তুলতে চেষ্টা করছিলেন! কিন্তু কতক্ষণ আর পারবেন তিনি? অল্পক্ষণেই তাঁর সোনার ছড়াছড়ির মধ্যে কে যেন এক গাড়ি ভুসো ঢেলে দিয়ে গেল!

নেল্ আর তার দাদামশাই ব্যস্ত হয়ে পড়ে--কিন্তু কোথায়

যাবে, কি করবে তারা? যত তাড়াতাড়ি সম্ভব, পা চালিয়ে, একটা কাঁচা রাস্তায় এসে ওঠে ওরা। এই রাস্তা ধরেই তাদের চলতে হবে যতক্ষণ না আশ্রয় পায় কোথাও।

বৃষ্টির বড় বড় ফোঁটা পড়তে শুরু করে। সমস্ত আকাশ মেঘে মেঘে ভরে যায়—কোথাও ফাঁক নেই একটুও। সন্ধ্যার মুখেই এমন হবে, বিকালের উজ্জ্বল মুখ দেখে কেউই আশঙ্কা করতে পারে নি! সঙ্গে সঙ্গেই মেঘ গরজাতে থাকে—বজ্রপাতের দারুণ শব্দে চারিধার কেঁপে ওঠে। নেল্ এবং তার দাদামশায়ের বুকও।

এই সময় গাছপালার তলায় দাঁড়ানোও নিরাপদ নয়। তারা হেঁটেই চলে—সেই কাঁচা রাস্তা ধরেই। যদি সামনে কোনো বাড়ি-ঘর পড়ে—আশ্রয় নেবে সেখানে।

এমন সময় ঝড়ও দেখা দেয় প্রবল প্রতাপে। প্রতি মুহূর্তে তার পরাক্রমও যেন ক্রমশঃ বাড়তে থাকে।

বৃষ্টিতে চোখ বুজে আসে, তার ওপরে কান ফাটানো বজ্র-পাতের আওয়াজ—তার ওপর আবার এই ঝড়! নেলের যা অবস্থা হয় তা আর বলবার নয়।

বৃষ্টির ঝাটে চোখ বুজে, ঝড়ের ধাক্কায় কুঁজো হয়ে চলে তারা।

এমনি ভাবে তারা যে একটা নিঃসঙ্গ বাড়ির পাশ দিয়েই চলেছে তা তাদের নজরেও পড়েনা এবং পড়তও না, যদি না বাড়ির মালিক, যিনি দরজায় দাঁড়িয়ে নিরাপদ ব্যবধানে থেকে এই প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের সৌন্দর্য আর মাধুর্য উপভোগ করছিলেন, তিনি নিজে গলা ছেড়ে ডাক না দিতেন ওদের।

বাড়ির দরজায় পৌঁছতেই তিনি ঝঙ্কার দিয়ে ওঠেন—"বলিহারি বাবা, তোমাদের নজর! কানকেও বলিহারি যাই! এতবড় বাড়িখানাও চোখে পড়ল না, আর এত ডাক-হাঁক—তাও ঢুকছিলনা কানে?"

"আমরা বাড়ি দেখতে পাইনি।" নেল্ জবাব দেয়—"আপনার ডাক শুনতে পেয়ে তারপরে দেখলাম।"

নেল্‌কে দেখে লোকটার মেজাজ অনেকটা নরম হয়—"আশ্চর্য নয়। যা বিদ্যুতের চম্‌কানি! এমনিতেই চোখ ধাঁধিয়ে দেয়—দেখতে না পাওয়াটা আশ্চর্য নয় কিছু! আর এমন কানে-তালা লাগানো বাজ-পড়ার শব্দের মধ্যে আমার গলা শুনতে যে পেয়েছ এই আশ্চর্য!"

এই বলে সে ওদের বাড়ির ভেতর নিয়ে যায়।

অগ্নিকুণ্ডের পাশে যায় তারা। লোকটা বলে—"আগুনের পাশে তোমরা একটু গরম হয়ে নাও! পোশাক-পরিচ্ছদও শুকিয়ে নাও একটু! নিজের বলেই মনে করতে পারো এ-বাড়ি! এ-বাড়ি সর্বসাধারণের জন্যে।

পনেরো

নেল্ এবং তার দাদামশাই সেই লোকটির সঙ্গে ভেতরে যায়।

বড়ো একটা হলঘরে গনগন করছে আগুন—বেশ গরম আবহাওয়া, বাইরের জলঝড়ের দুর্যোগ থেকে এ যেন আলাদা জগতে তারা এসে পৌঁছয়।

হলের মাঝখানে বড়ো একটা পর্দা টাঙানো—বেশ পুরু পর্দা। ঘরটাকে দু'ভাগ করেছে পর্দাতে।

পর্দার ওধারে জুয়ার আড্ডা তখন জমে উঠেছে।

"নেল্—ও নেল্, ওরা তাস খেলছে।" বুড়ো ফিসফিস ক'রে ব'লে ওঠে—"শুনছিস না, তাস খেলছে ওরা?"

বেজায় ভাবে বুড়োর উৎসাহ যেন বেড়ে যায়।

পর্দার ওধার থেকে আওয়াজ আসে: "নিবলো, নিবলো মোমবাতি! যাও, জানলাটা বন্ধ ক'রে দিয়ে এস চট্ ক'রে! আজ তোমাদের হেরে ভূত হয়ে যেতে হবে! আইজাক্, নিয়ে এসো সাত শিলিং ছ'পেন্স—দাও আমায়!"

"শুনছিস নেল্, শুনছিস? লোকটা খুব জিতছে!" বুড়ো গা-টিপে বলে। তার উৎসাহ ক্রমশই বাড়তে থাকে।

টেবিলের ওপর টাকার বাড়ি শোনা যায়।

"এরকম দুর্যোগ আর দেখিনি কখনো!" জুয়াড়ীদের

একজন উচ্চ কণ্ঠে বলে ওঠে। দারুণ বজ্রপাতের শব্দে দিগ্বিদিক যেন থরহরি-কম্প !

"শয়তান আজ বেরিয়েছে তার কাজে !" আরেকজন জুয়াড়ী বলে—"শয়তানের যারা বাহন তারা তো জুয়াখেলায় জিতবেই আজ !"

প্রথমকার লোকটা হেঁড়েগলায় এবার চেঁচিয়ে ওঠে—"থামো, থামো ! চুপ করো। আগে টাকা গোন তো বাপু !"

"লোকটা আবার জিতেছে !" নেলের দাদামশাই বলে—"খুব জিতছে আজ !"

নেল্ অবাক হয়ে দাদামশায়ের দিকে চেয়ে থাকে—এ যেন অন্য কার গলার আওয়াজ; দাদামশায়ের চোখ-মুখে যেন অকস্মাৎ ভীষণ পরিবর্তন এসেছে—সমস্ত মুখ লাল হয়ে উঠেছে তাঁর, দুই চোখ ব্যগ্রতায় উৎসুক—ঘনঘন পড়ছে নিঃশ্বাস। যে-হাত দিয়ে সে নেলের বাহু চেপেছিল, সে-হাত এমন সজোরে কাঁপছে যে নেল্‌কেও কাঁপতে হচ্ছে তার সঙ্গে।

"সাক্ষী থাকো ! হে ভগবান্ !" ওপর দিকে তাকিয়ে বুড়ো ব'লে ওঠে—"চিরদিন আমি এই চেয়েছি ! এই কল্পনা করেছি ! জুয়া খেলার টাকা এনে নেলের দুঃখ ঘোচাব, নেল্‌কে দেব সেই টাকা। এতদিনে আমার স্বপ্ন সফল হবার সুযোগ এসেছে !"

তারপর নেলের দিকে ফেরে—"কত টাকা আছে আমাদের, নেল্ ? নিয়ে এসো। কাল তোমার কাছে টাকা দেখলাম, না ? বের করো। কত টাকা ? দাও আমাকে।"

"না, না! থাক্ আমার কাছে, দাদামশাই!" নেল্ ভয় পায়। "চলো আমরা চলে যাই এখান থেকে। বৃষ্টিতে কী হবে? চলো যাই।"

"দাও আমাকে, আমি বলছি।" বুড়োর কণ্ঠ রূঢ় হয়ে ওঠে।

"চুপ্ চুপ্। কাঁদে না। ছি, নেল্। আমি বকেছি তোমায়? কিছু মনে ক'রে বকিনি। তোরই ভালোর জন্যে, নেল্। আমি তোর যে-ক্ষতি, যে-সর্বনাশ করেছি—তুই জানিস্ না। যে-টাকা জুয়ায় উড়েয়েছি, জুয়া খেলেই সেই টাকা ফিরিয়ে আনব! তোর ক্ষতিপূরণ কর্‌ব! হ্যাঁ, নিশ্চয়ই! কই, নেল্, টাকা কই?"

"নিয়ো না দাদামশাই।" নেল্ বলে—"ও সর্বনেশে খেলায় আর কাজ নেই। নিও না ও টাকা, ভগবানের দোহাই, থাক্ আমাদের কাছে! বরং ছুড়ে ফেলে দিই বাইরে ও টাকা—সেও ভালো। তবু ও খেলায় কাজ নেই। চলো আমরা যাই এখান থেকে। চলে যাই চলো।"

"দে আমার টাকা।" বুড়ো বলে। "টাকা চাই-ই আমার! নেল্—তোর ভালোই করবো আমি। ভয় পাস্‌নি! আর আমি হারবো না, তুই দেখিস্! এবার থেকে জিত্‌বার পালা আমার।"

নেল্ একটা ছোট্ট পুঁটলি পকেট থেকে বার করে—বুড়োটা ছোঁ মেরে ছিনিয়ে নেয়; বলতে না বলতে। সঙ্গে সঙ্গে পর্দার ওধারে সে অগ্রসর হয় ক্ষিপ্রপদে। তখন বুড়োকে থামায় কার সাধ্য। নেল্‌ও যায় পেছনে পেছনে।

পর্দার ওধারে।

যে লোকটা তাদের ভেতরে এনেছিল সে তখন জানলা আঁটতে ব্যস্ত।

একটা টেবিল—মাঝখানে তার মোমবাতি জ্বলছে। দু'জন লোক দু'ধারে ব'সে। তাদের মাঝখানে কিছু টাকা। পর্দার গায়ে, চক্ দিয়ে লেখা—খেলার ফলাফল।

যে লোকটার হেঁড়ে-গলা শোনা গেছল মধ্যবয়সী সে। ইয়া লম্বা লম্বা কালো গোঁফ। চওড়া গাল, প্রকাণ্ড হাঁ, ষাঁড়ের মতো গর্দান। অপর লোকটি, যার নাম আইজাক্—অনেকটা রোগা চেহারার, সামনের দিকে যেন ঝুঁকে পড়েছে। ব্যাঁকানো মুখ, চোখের দৃষ্টি তীক্ষ্ণ।

"ওহে বুড়ো মানুষটি।" আইজাক্ ফিরে তাকিয়ে বলে—"আমাদের কারু সঙ্গে কি পরিচয় আছে তোমার? নেই? পর্দার এ ধারটা প্রাইভেট—জানেন মশাই?"

"আমি বাধা দিতে আসিনি—"থতমত খেয়ে বৃদ্ধ বলে।

"বাধা দিতে আসিনি! বাধা আবার বলে কাকে! দু'জন ভদ্রলোক, নিজেদের ব্যক্তিগত ব্যাপারে ব্যস্ত এটা কি আপনার নজরে পড়ছে না? তাদের মাঝখানে"—

"আমি—আমি—আমিও খেলতেই এসেছি—আমিও খেলতে চাই"—আমতা আমতা ক'রে বলে বুড়ো।

"ওঃ! খেলতে! সে ভালো কথা!" এবার হেঁড়ে-গলা বলতে শুরু করে—"আইজাক্। চুপ্ করো। এমন ক'রে উঠেছ তুমি যে বৃদ্ধ ভদ্রলোক ঘাবড়ে গেছেন দস্তুরমতো। তা,

বেশতো! আপনি যদি খেলতে চান আমাদের সঙ্গে সেতো ভালো কথাই; সঙ্গে আছে কিছু?"

নেলের দাদামশাই মোজায় মোড়া টাকার ছোট্ট থলিটা ঝনাৎ ক'রে ফেলে দেয় টেবিলের উপর। তাসগুলোকে সে আঁকড়ে ধরে—যেমন ভাবে কৃপণ তার সোনাকে মুঠোর মধ্যে নেয়।

"ওঃ! এই টাকা! আইজাক্ থলিটা শূন্যে ছুঁড়ে দিয়ে লুফে নেয়। এই যদি ভদ্রলোকের টাকা হয় তবে মাপ করতে হবে।"

হেঁড়ে-গলাটি বলে—"বাঃ, মন্দ কি! এমনই বা কম টাকা কি শুনি! আধঘণ্টা স্বচ্ছন্দে ওঁর খেলা চলবে ওতেই।"

এই বলে সে জানালা বন্ধ করায় ব্যস্ত লোকটিকে ডাক দেয়—"জেমি, তুমিও এসো। চারজনে মিলে শুরু করা যাক্। চার হাতে খেলাই ভালো।"

জেমি এসে বসে টেবিলের আরেক ধারে।

নেল্, ভয়-ভাবনা যন্ত্রণায় বিবর্ণ মুখে তখনো দাদামশায়ের কানের কাছে চুপি চুপি অনুরোধ জানায়—"চলে চলো দাদু, চলে চলো!"

'আমাদের ভালো হবে, নেল্।" দাদামশাই জবাব দেয়। "আবার সুখী হবো আমরা। তাস আর পাশাই মানুষের উন্নতির সোপান। অল্প অল্প করে ক্রমশই আমরা বেশি জিতবো। আরো বেশি, আরো বেশি—ক্রমশই আরো বেশি। এম্নি করে আমাদের অনেক টাকা হবে! সে সব টাকা—সে সমস্তই—তোরই থাকবে নেল্—সে সবই তোর!"

"ভগবান রক্ষা করুন্—আমাদের দুর্ভাগ্য যে, এখানেই এসে পড়েছি আমরা।" হতাশের সুরে করজোড়ে প্রার্থনা জানায় নেল্।

"চুপ!" বুড়ো ধম্‌কে ওঠে—"ভাগ্যকে দোষ দিতে নেই! ভাগ্য কখনো নিন্দাবাদ সহ্য করে না। ভাগ্যকে দোষ দিলে ভাগ্য বিমুখ হয়। আমি অনেকবার দেখেছি।"

এবার সেই হেঁড়ে-গলাটি বলে—"যদি মেয়েটির নাই ইচ্ছা থাকে, নাই বা খেললেন আপনি। দিন, তাস ফিরিয়ে দিন আমাদের, খেলি আমরা।"

"না, না, খেলব আমি।" বুড়ো চেঁচিয়ে ওঠে। "নেল্, চুপটি ক'রে বসে থাকো আমার পাশে—লক্ষ্মী মেয়েটির মতোন। দেখনা কেমন জিতব আমি। বসে বসে খেলা দেখ আমাদের।"

তারপর ওদের খেলা শুরু হয়।

দুরুদুরু বুকে চুপ করে বসে থাকে নেল্। কি আর করবে?

বসে বসে সে দেখে তার দাদামশাইকে। মূর্তিমান লোভ যেন তাঁর মুখে-চোখে লেলিহান হয়ে উঠেছে। এই সামান্য জয়ে উৎফুল্ল, এই পরাজয়ে ম্লান-বিবর্ণ মুখ, আবার কিছু জিতে আগ্রহে উত্তেজিত।—এ যেন তার চিরদিনের চেনা সে-দাদামশাই আর নয়। এ এক আলাদা লোক। এর চেয়ে তার দাদামশাই ম'রে যাওয়াই যেন ভালো ছিল!

বাইরে ঝড় বয়ে চলে. ভেতরে খেলা চল্‌তে থাকে। নেলের ভাবনাও বেড়ে চলে।

এরপর থেকে নেলের দাদামশাই রোজই যায় সেই আড্ডায় জুয়া খেল্‌তে, রোজই হেরে ফিরে আসে। এই ক'রে যা কিছু ওদের দু'জনের সঞ্চয় হয়েছিল, শ্রীমতী জার্লীর চাকরি ক'রে, সবই ফুরিয়ে আসে নিঃশেষে। তবু কিন্তু বুড়োর খেলার ঝোঁক যায় না—বরং দিন দিন বেড়েই চলে। তাঁর ধারণা, ঠিক এর পরের বার থেকেই তাঁর জেতার পালা পড়বে—জুয়ার নেশায় তিনি উন্মাদ তখন।

কিন্তু টাকা আর কই? নেলের অত কষ্টের উপার্জন—সবই তো খতম্। জুয়াড়ী বন্ধুরা ওঁকে পরামর্শ দেয়, শ্রীমতী জার্লীর ক্যাশভাঙ্‌তে। বুড়োর তখন কাণ্ডজ্ঞান বলে কিছুই নেই—তাতেই সে রাজী! নেল্ দেখল—সর্বনাশ! তার দাদামশাই চুরি করতেও পেছপাও নন! জুয়াখেলায় মানুষের এতদূর অধঃপতন! সে তখন অত্যন্ত রেগে উঠল, যেমন কোরেই হোক্, বাঁচাবেই তার দাদামশাইকে—এই সর্বনাশের কবল থেকে।

শ্রীমতী জার্লীর মিউজিয়ামে কাজ করে তাদের দিনগুলো কাটছিল মন্দ না। এ কাজ ছাড়তে, এবং শ্রীমতী জার্লী, যিনি তাদের অতখানি উপকার করছেন, তাঁকেও ছেড়ে যেতে নেলের মন সরছিল না,—কিন্তু কি আর করবে? এ ছাড়া যে তার দাদামশাইকে রক্ষা করবার আর কোন পথ নেই।

কাজেই একদিন গভীর রাত্রে আবার তারা বেরিয়ে পড়ে—নিরুদ্দেশের যাত্রায়। এখন পথ-চলাই হচ্ছে একমাত্র পথ, তার দাদামশাইকে বাঁচাবার।

ষোল

পথ চল্‌তে চল্‌তে এবার নেলের মনে একটা নতুন ধরনের অনু-ভূতি জাগে। এত দিন সে মনে মনে নির্ভর করে এসেছে তার দাদামশায়ের ওপরে। কিন্তু আজ আর অজানা নেই তার দাদু কতখানি অসহায়। যেন এক বয়স্ক শিশু—সব রকম আপদ-বিপদ, অন্যায় ও অকাজ থেকে নেল্‌কেই তাঁকে বাঁচিয়ে চলতে হবে। আজ থেকে কেবল নিজের নয়, তার দাদামশায়েরও ভার সে নিল। গর্ব মিশ্রিত আনন্দের অদ্ভুত একটা চিন্তা ধীরে ধীরে তার মনকে যেন আচ্ছন্ন করেছিল।

চাঁদ ডুবে যায় আস্তে আস্তে। রাত তখন শেষের দিকে। হেঁটে হেঁটে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে তারা। এসে পৌঁচেছে এক নদীর ধারে।

আর হাঁটা যায় না। চাঁদ ডুবে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অন্ধকার এসেছে ঘোরালো হয়ে। নদীর ধারে এক গাছের ছায়ায় তারা শুয়ে পড়ে পাশাপাশি। ক্রমশঃ আকাশের গায়ে তারাদের চাকচিক্য আসে ম্লান হয়ে—ভোর হয়ে এসেছে। তখন তারা স্বপ্ন দেখছে, একজন আর একজনের পাশে।

রাত কেটে যায়, সূর্য ওঠে—কিন্তু তখনো তারা ঘুমিয়ে। গাঢ় নিদ্রায় আচ্ছন্ন।

অনেকখানি বেলার পর, ঘুম ভাঙ্‌তেই অদ্ভুত গলার আওয়াজ

আসে ওদের কানে। চোখ মেলতেই, মাথার কাছে দেখে রুক্ষ চেহারার একজন লোক।

তাদেরই গাছের কাছে, নদীর ধারে এক নৌকা এসে ভিড়েছে। লম্বা, ভারী এক নৌকা। তাতে দাঁড়ও নেই, পালও নেই—ঘোড়ায় টানা নৌকা। এক জোড়া ঘোড়ার সঙ্গে মোটা নৌকার কাছি বাঁধা—ঘোড়ারা নদীর ধার দিকে নৌকা টেনে নিয়ে চলে।

নৌকার ওপরে আরো দু'জন লোক দাঁড়িয়ে। তাদের দিকে বিস্মিতদৃষ্টিতে চেয়ে আছে তারা।

যে লোকটা নেল্‌দের মাথার কাছে, সে-ই ঘোড়ার পিঠে চেপে চালিয়ে নিয়ে যায়। কর্কশকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করে সে—"কি হচ্ছে তোমাদের এখানে?"

"আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলুম মশাই!"

নেল্ জবাব দেয়। "সারারাত্রি হাঁটতে হয়েছে কিনা আমাদের।"

"অদ্ভুত হাঁটন-দার তো!" সেই লোকটিই বলে আবার। "একজন তো অথর্ব—আর একজন বাচ্চা—হাঁটবার উপযুক্তই বটে! তোমাদের যাওয়া হচ্ছে কোথায় শুনি?"

কোথায় যাচ্ছে ওরা, তার জবাব নেল্ কি দেবে? সে কি কোনো জায়গার নাম জানে ছাই। আমতা আমতা ক'রে সে একটা দিক দেখিয়ে দেয়।

সেই লোকটা তখন একটা শহরের নাম করে—আরো প্রশ্নের

হাত এড়াবার জন্য নেল্ ঘাড় নেড়ে দেয়। হাঁ, ওইখানেই তাদের যেতে হবে বটে।

তখন লোকটি আব কোনো কথা জিজ্ঞাসা না ক'রে নৌকায় ফিরে যায়—তার সঙ্গীদের কাছে।

খানিকবাদে নৌকা ছেড়ে দেয়—কিন্তু একটু দূরে গিয়েই আবার ফিরে আসে। ঘোড়ার পিঠে চাপা লোকটি হাঁক মারে সেখান থেকেই।

"ডাকছে আমাকে?" নেল্ দৌড়ে যায় তাদের কাছে।

"হ্যাঁ। নৌকার ভেতরকার একজন বলে—"তোমরা যদি ইচ্ছা করো আমাদের নৌকায় আসতে পারো। আমরাও যাচ্ছি সেই শহরেই।

নেল্ প্রথমটা একটু চিন্তা করে। তারপর সে রাজী হয়। নৌকায় গেলে অন্ততঃ পথ-চলার পরিশ্রমটা বাঁচবে।

নৌকায় তারা ওঠে।

ছোট্ট নদী—ভোরের রোদ প'ড়ে চক্চক করছে তার জল। বড়ো বড়ো গাছ নদীর ধারে ধারে—তার ছায়া এসে মাঝে মাঝে আড়াল করছে সূর্য-কিরণ। কোথাও বা চষা মাঠ, কোথাও বনাচ্ছন্ন ছোটো পাহাড়—কোথাও বা গ্রাম—চাষীদের ছোট্ট ছোট্ট কুঁড়ে ঘর।

কোথাও বা দূরে ভারী শহরের আভাস দেখা যায়—গির্জার উঁচু উঁচু মাথা। কলকারখানার ধোঁয়া উঠছে অত্যুচ্চ চিম্‌নির

মুখে। কোথাও বা সেতুর তলা দিয়ে চলেছে তাদের নৌকা—সেতুর ওপরে কাজ করছে জন-মজুরের দল।

এইভাবে ঘোড়ায় টানা নৌকা বেয়ে চলে তারা।

নেল্ আর তার দাদু নৌকার ফাঁকাতেই বসে থাকে। ছাউনির ভেতরে সেই দু'জন লোক।—তারা ওদের ডাকে ভেতরে যাবার জন্য; কিন্তু ভেতরটা অন্ধকার আর কি রকম ভ্যাপ্‌সা গন্ধ।

বাইরে ফাঁকায় বসে যাওয়াই পছন্দ করে নেলরা। এখানে খোলা হাওয়া আর উত্তপ্ত সূর্য-কিরণ।

মাঝে এক ঘাঁটিতে নৌকা লাগিয়ে, নৌকাওয়ালারা কয়েক বোতল মদ এবং কিছু খাদ্য কিনে এনেছে। সেই খাদ্যের কিছু তারা নেলদেরও দিয়েছিল। তাই তাদের সেদিনকার আহার।

নৌকার ছাউনির ভেতর থেকে মাতলামির হট্টগোল আসতে থাকে ওদের কানে। নেলের বুক কাঁপে। তীরে নেবে যেতে ইচ্ছে করে ওর। এই রকম নৌকায় বসে আরামে যাওয়ার চেয়ে, সারারাত হেঁটে যেতে হলেও যেন ভালো ছিল, তার মনে হয়।

আবার রাত হয়। নৌকা লাগান হয় এক জায়গায়—রাত্রের বিশ্রামের জন্য। নদীর বুকে নৌকায় বেশ ঠাণ্ডা। নেলের শীত করে। কিন্তু ছাউনির ভেতরে গিয়ে আশ্রয় নিতে তার ভরসা হয় না। তীরের অন্ধকার গাছপালার দিকে চেয়ে চুপ ক'রে বসে থাকে নেল্। তার দাদামশাই তখন ঘুমিয়ে পড়েছে তার

পাশটিতে। যাক্—সে তার দাদামশাইকে বাঁচাতে পেরেছে, অপরাধের হাত থেকে—এত বিপদের মধ্যে এই তার সান্ত্বনা!

রাত গভীর। তখনও সে জেগে বসে আছে।

চাউনির ভেতর থেকে একজন ফাঁকায় বাইরে আসে। তার মুখে ধূমপানের পাইপ। নৌকার পাটাতনে এসে সে দাঁড়ায়—নেলের পাশেই।

নেল্‌কে অনুরোধ করে একটা গান গাইবার জন্য।

নেল্ চুপ ক'রে থাকে, কোনো উত্তর দেয় না।

"তোমার গলার স্বর মিষ্টি আর চোখের দৃষ্টিও ভারী কোমল।" ভদ্রলোক বলতে থাকেন, নিশ্চয়ই গান গাইতে পার তুমি। যাদেরই এমন দেখেছি তারাই গান গাইতে পারে আমি জানি। কখনো ভুল হয় না আমার। নাও, ধরো একটা গান।"

"গান গাইতে আমি তো জানি না।" নেল্ জবাব দেয়।

"তুমি সাতচল্লিশটা গান জানো।" লোকটা গম্ভীরমুখে বলে, এ-বিষয়ে তার দৃঢ় নিঃসংশয়তা দূরীভূত হবার নয়। "হ্যাঁ, সাতচল্লিশটা। তোমার মুখ দেখেই আমি বলে দিতে পারি। তার অন্ততঃ একটা আমাকে শোনাও। এখনই।"

নেল্ কি বলবে? মাতালের সঙ্গে তর্ক ক'রে কি লাভ? সে কিছুই বুঝবে না, শুনতেও চাইবে না। পাছে ভদ্রলোকটি চটে উঠে বিগড়ে যায় এই ভয়েই তার বুক কাঁপতে থাকে।

অনেক ভেবে ছোট বেলার একটা ছড়া তার মনে পড়ে। সেইটাই আস্তে আস্তে ধরে সুর ক'রে।

ভদ্রলোক ভারী খুশি হয়ে ওঠেন। গান শেষ হলে, আবার ফরমাশ করেন—"আরেকটা।"

নেল্ জানায় সে আর কোনো গান জানে না। কিন্তু ভদ্রলোক রুখে ওঠেন -"না, না, কোনো কথা শুনব না। আরো ছেচল্লিশটা আছে তোমার ষ্টকে। আরেকটা গাও।"

বাধ্য হয়ে খুঁজে-পেতে আরেকটা ছড়া নেল্‌কে ধরতে হয়।

গানের গণ্ডগোলে ভেতরের দু'জনের ঘুম ভেঙে যায়—তারাও আসে বাইরে। তাদের একজন—"বাঃ বাঃ! খাসা গলা? আমিও গান গাইতে পারি--হ্যাঁ।"

নেলের গানের সঙ্গে নিজের হেঁড়ে-গলায় সে গান ধরে। সে এক দারুণ স্বরাসুরের দ্বন্দ্ব বেধে যায়।

সব জিনিসেরই শেষ আছে। নেলের দ্বিতীয় গানও শেষ হয়। কিন্তু ওরা মানতে রাজী হয় না—"না, না! চলুক, চলুক! এখনই শেষ হবে কি!"

নেল্ জানায় যে, এ গানটার এইখানেই ইতি।

"তবে আরেকটা হোক্। আরেকটা নতুন। পঁয়তাল্লিশটা আছে তোমার ষ্টকে। তারই একটা হোক্—যেটা সবচেয়ে ভালো।"

নেল্ প্রথমকার ছড়াটাই আবার শুরু করে।—ওরা ধরতেও

পারে না—ধরবার অবস্থাই নেই তখন ওদের। ওরাও খুব হল্লা ক'রে কোরাসে যোগ দেয়।

এমনি ক'রে সমস্ত রাত চলে। গেয়ে গেয়ে নেলের গলা ভেঙ্গে যায়। অবশেষে ভোর হয়ে আসে, আবার সূর্য ওঠে। তখন নিস্তার পায় নেল্। আর এক দারুণ দুঃখের রাত্রি তার প্রভাত হয়।

অবশেষে সেই শহরে এসে পৌঁছায় তারা। নৌকা ভিড়ানো হয় ধারে। তারা সবাই তীরে নেমে আসে।

নদীর বুক এখানে চওড়া হয়ে এসেছে। জলও এখানে ঘোলা আর ময়লা। চারিধারে আরো নানান আকারের নৌকা—ছোট বড় মাঝারি। যাচ্ছে আসছে।

তীরে দাঁড়িয়েই দেখা যায় শহরের বাড়িঘর রাস্তাঘাট, লোকজনের ব্যস্ততা, দোকান-পসরার ভিড়। চেঁচামেচি, হট্টগোল, হইচই। বাড়ির ছাদ থেকে ধোঁয়া উঠছে রান্নাঘরের। কামারখানার হাতুড়ির শব্দ।

নৌকা ভাসতে থাকে নদীর জলে। তার আশ্রয়দাতারা নিজেদের দিকে ফিরেও তাকায় না।

নেল্রা ধন্যবাদ জানাবার জন্য খানিকক্ষণ বৃথা অপেক্ষা করে এবং অবশেষে না বলেই বিদায় নেয়। বিনা বাক্যব্যয়ে আবার চলতে শুরু করে। একটা রাস্তা ধ'রে—পাশের একটা সরু গলি পেরিয়ে, এক বড় রাস্তায় গিয়ে পড়ে তারা।

তাদের মনে হতে থাকে, হাজার বছর ধরে এম্নি যেন হেঁটেই চলেছে তারা। এম্নি অক্লান্ত-চরণে।

ওদের দু'পাশেই জনতা নদীর স্রোতের মতো ছুটে চলেছে—এক সেকেণ্ড পর্যন্ত দাঁড়াবার ফুরসৎ নেই কারো। নিজের নিজের ধান্দায় ব্যস্ত সবাই।

গাড়ি-ঘোড়া মাল বোঝাই হয়ে চলেছে দু'ধার দিয়েই।

ওরা চারিদিকে অসহায়ের মতো তাকায়, কোনো ধার থেকেই ভরসাব কিছু পায় না।

ইতিমধ্যে একপশলা বৃষ্টি এসে পড়ে। কোথায় বা দাঁড়াবে? এই বিরাট বিমুখ ব্যতিব্যস্ত শহরে মাথা গুঁজে দাঁড়াবার জায়গা কি আছে? একটা বারান্দাওয়ালা বাড়ির নাচে ছুটে যেতে না যেতে কাপড়চোপড় ভিজে গেল ওদের।

এই রকম উদ্দেশ্যহান পথে পথে ঘুরে ঘুরে বেলা পড়ে আসে। সন্ধ্যা হয় হয়। কিন্তু কোথায় আশ্রয় প্রার্থনা করবে? কেউ তাদের মুখের দিকে ফিরেও যে তাকায় না! আর এই সব শহরের লোক—এরা যেন কেমন-কেমন! গ্রামের লোকদের মতন নয়। এদের কাছে প্রার্থনা জানাতে ভরসা হয় না নেলের। এরা যেরকম ব্যতিব্যস্ত হয়ে নিজের কাজে দিগ্বিদিকে ছুটে চলেছে—এরা কি একদণ্ড দাঁড়িযে ওদের কথা শুনবে? বিশ্বাস হয় না।

কেন তারা এল এই শহরে! এর চেয়ে পাড়াগাঁয়ের পথে পথে চলা তাদের ছিল ভালো। সেখানকার লোকগুলোও ভালো, এতো তাড়াহুড়োও নেই তাদের—চাইলে আশ্রয় আর খাদ্য অকুণ্ঠিত মনেই তারা দেয়।

এখানে এই বিরাট জন-সমুদ্রের কবলে তারা যেন দুটি বালুকণা—কে তাদের গ্রাহ্য করে!

রাত আরো বেশি হয়।

তার দাদামশাই বক্তে শুরু করে দেয়। বেশ ছিল তারা জালীর ওখানে--জুয়াখেলাও চলছিল তার; বরাত ফেরাবার বেশ সুযোগ পাওয়া গিছল—ফিরতই একদিন না একদিন! কেন যে কর্মভোগ করতে এখানে আসা।

এই নিদারুণ পথ-কষ্টের ওপর দাদামশায়ের বকুনি যেন নেলের যন্ত্রণা শতগুণ বাড়িয়ে দেয়।

"লক্ষ্মী দাদু! আজ আমরা এইখানে ফাঁকাতেই শোব কোথাও। রাস্তার ধারেই। লোক চলাচলের ভিড় একটু কমুক!"

কিন্তু শহরে লোকের ভিড় কি কখনো কমে? শহরের রাস্তা কখনো নিস্তব্ধ হয়? কে জানে? এতরাত্রেও যে রকম মানুষের গতিবিধি তা'তে বড়ো ভরসা পায় না ওরা।

নেল্ বলে---"আজ রাতটা কোনো রকমে কাটিয়ে, কালই আমরা শহর ছেড়ে যাব ঠাণ্ডা পাড়াগাঁয়ের দিকে। ভিক্ষা-শিক্ষা করে যেমন করেই হোক্ এখান থেকে বেরুতেই হবে আমাদের।"

দাদামশাই জবাব দেয়—"হ্যাঁ, তাই। যত শীগ্গির পারি এখান থেকে বেরুতে হবে। কেবল আলো আর আলো, বাড়ি আর বাড়ি! দম আট্‌কে আসছে আমার।"

অবশেষে এধার-ওধার ঘুরতে ঘুরতে একটা দেউড়ির মতো ওরা দেখতে পায় জায়গাটা নির্জন এবং বেশ গরম। দেউড়ির

গেটের দেওয়ালে আটকে ঠাণ্ডা বাতাসের প্রবেশ পথ নেই এখানে।

বেশ শুক্‌নোও জায়গাটা। কিন্তু দারুণ অন্ধকার! কিন্তু তাতে কি? আজকের রাতের মতো এখানেই মাথা গোঁজা যায়। চমৎকার আশ্রয়!

তারা শুতে যাচ্ছে, এমন সময় অন্ধকার ভেদ করে একটা বিরাট কৃষ্ণকায় মূর্তি বেরিয়ে আসে—"কে? কে এখানে?"

অত্যন্ত কর্কশ তার কণ্ঠস্বর।

"আমরা।" কম্পিত কণ্ঠে বলে নেল।

"কে? আবার বলো। গলা তো চিনতে পারছি না।" লোকটা চীৎকার করে—"সাড়া দাও! কে তোমরা? আমি চিনি তোমাদের?"

"না।" ভয়ে ভয়ে নেল উত্তর দেয়—"আমরা এখানকার নই। বিদেশী লোক শহরে এসে পড়েছি। টাকাকড়ি নেই, কোথায় আশ্রয় নেব - এখানেই বিশ্রাম করতে এসেছি।"

লোকটা পকেট থেকে মোমবাতি আর দেশলাই বের করে; আলো জ্বালে। অন্ধকারে যতটা ভয়াবহ দেখিয়েছিল ততো ভয়ঙ্কর নয় দেখতে লোকটা। লম্বা বিবর্ণ চেহারা। গলার স্বর কর্কশ কিন্তু সেটা তার স্বভাবতঃ—কঠোর প্রকৃতির পরিচায়ক নয়।

"বিশ্রাম করবে এখানে? বিশ্রামের জায়গাই বটে এই!" লোকটা বলে। "এই এমন নিশুতি রাতে!"

"আমাদের দুর্ভাগ্যই এজন্য দায়ী স্যার!" নেলের দাদা-মশাই এবার বললেন নিজেই।

"বেশ, তোমরা এখানে থাকতে পারো রাতটা।" নেলের দিকে চেয়ে লোকটার যেন মায়া হয় ঈষৎ। "আমি ভেতরেই থাকি—এই দেউড়ি পাহারা দেওয়াই আমার কাজ। কিন্তু কাল সকালেই তোমাদের চলে যেতে হবে এখান থেকে। ভোর হতে-না-হতেই! বুঝেছ?"

ওরা ঘাড় নাড়ে।

সতেরো

রাত্রি প্রভাত হয়।

নেলের মনে হয় সে যেন কতদিনের পীড়িত, শরীর এমনি দুর্বল।

শেষ সম্বল, একটা পেনি মাত্র, খরচ ক'রে আরেকটা রুটি সে কেনে, কিন্তু খেতে গিয়ে টের পায় যে খাবার বিন্দুমাত্রও রুচি নেই তার মধ্যে।

রুটিখানা সে দাদামশাইকে দিয়ে দেয়—বুড়ো গোগ্রাসে গিলতে থাকে। চেয়ে দেখে আনন্দে চোখ ছলছল ক'রে আসে নেলের।

আবার তাদের পথ চলা শুরু হয়।

চলতেও আর পারে না সে। দু'পায়েই অসহ্য যন্ত্রণা। দু'পা-ই ফুলে উঠেছে, টাটিয়েছে ভয়ঙ্কর। কিন্তু দাদামশাইকে সে জানায় না।

ওই কোমল পা দু'খানি কি দুঃখের অফুরন্ত পথে চলবার জন্যেই সৃষ্টি হয়েছিল?

বিকালের দিকে দাদামশাই অভিযোগ করেন—খিদেয় তাঁর নাড়ি জ্বলে যাচ্ছে!

চোখে-কানেও নেলের দেখা-শোনার শক্তি যেন কমে এসেছে।

কিন্তু কোন অভিযোগ সে করে না।

তার মনে হতে থাকে, সত্যই যেন তার শক্ত অসুখ করেছে, সে আর বাঁচবে না।

কি করবে নেল্? আর যে একটিও পয়সা নেই তার কাছে।

পথের ধারে একটি ভাঙা কুঁড়ে ঘরের দরজায় গিয়ে সে দাঁড়ায়। দরজার কড়া নাড়ে।

দরজা খুলে একজন লোক বেরিয়ে আসে। মজুর গোছের চেহারা। সে বলে, "কি চাও এখানে?"

"ভিক্ষে দিন। এক টুক্‌রো রুটি।"

"ওটা কি, দেখেছ?" ভাঙা-গলায় লোকটি ঘরের কোণে একটা পুঁটুলি জড়ানো বস্তুর দিকে নেলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

"কী ওটা জানো? আমারই মরা ছেলে! খেতে না পেয়ে মরেছে।"

নেল্ আঁৎকে পেছিয়ে আসে দরজা থেকে—দরজাও সঙ্গে সঙ্গে বন্ধ করে দেয় লোকটি।

নেল্ আর দাঁড়াতে পারে না সেখানে। বুঝতে পারে সে, যে ভিক্ষা পাবার জায়গা এ নয়।

এগিয়ে চলে—আরো এগিয়ে চলে তারা।

আশ্রয়ের আশা, কি খাদ্যের ভরসা আর তাদের নেই।

কিন্তু আর চলতেও পারে না যেন। পায়ে এমন অসহ্য ব্যথা। তবুও নেল্, তা জানতে দেয় না তার দাদামশাইকে।

বিশ্রামের জন্য দাঁড়াবারও তার সাহস হয় না, কি জানি তারপরে যদি আর ওঠবার হাঁটবার শক্তি না থাকে?

সন্ধ্যা ক্রমশই ঘনিয়ে আসছে।

তারা তখন ঘুরতে ঘুরতে শহরের কর্মব্যস্ত কোলাহলমুখর অঞ্চলেই এসে পড়েছে আবার।

শরীর আর বয় না, পা যেন টানে না আর।

এর ভেতর কয়েকটা বাড়িতে তারা আশ্রয় ও খাদ্যের প্রার্থনাও জানিয়েছে, কিন্তু সবকটি বাড়ি থেকেই প্রত্যাখ্যাত হয়ে সাহায্য পাবার প্রত্যাশা ওদের উবে গেছে।

শহরের লোকদের দয়ামায়া নেই,—যারা দরিদ্র তারা তো অসমর্থ কিন্তু যাদের প্রচুর আছে, সমর্থ যারা দিতে—দানের স্পৃহা নেই তাদের।

আর কোথাও ওরা প্রার্থনা জানাবে না। কেবল এগিয়ে যাবে—আরো এগিয়ে—যতক্ষণ পা চলে।

কিন্তু আর নিজেকে টেনে নিয়ে যেতে পারছে না নেল্। শেষ-মুহূর্ত যেন আসন্ন হয়ে এসেছে তার।

রাস্তার মোড়ে, তাদের কিছু আগে আগেই চলেছেন এক ভদ্রলোক, একখানা মোটা বই তাঁর হাতে।

পড়তে পড়তে তিনি যাচ্ছেন ধীরে ধীরে।

আস্তে চললেও তাঁকে গিয়ে ধরবার ক্ষমতা নেই। তবু নেল্ শেষ শক্তি সঞ্চয় করে প্রস্তুত হয়।

ভদ্রলোক হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়েন—বইয়ের একটা জায়গা তাঁর খুব ভালো লেগে গেছে। মনোযোগ দিয়ে পড়বার জন্যেই তিনি দাঁড়ান।

আশার আভাস পেয়ে, নেল্ ছুটতে আরম্ভ করে—দাদা-মশাইকে ছেড়ে।

পায়ের শব্দে ভদ্রলোক পিছন ফিরে তাকান।

অস্ফুটস্বরে হাত জোড় ক'রে প্রার্থনা জানায় নেল্।

কিন্তু ভদ্রলোকের মুখের দিকে চেয়েই সে মূর্ছিত হয়ে পড়ে। তাঁরই পায়ের কাছে।

ভদ্রলোক আর কেউ নয় আগের গ্রামের সেই ইস্কুল-মাষ্টার।

তাঁকে দেখে নেল্ যেমন বিস্ময়-আবেগে সংজ্ঞা হারিয়েছিল নেল্‌কে দেখে তিনিও তেমনি কম বিস্মিত ও বিচলিত হন নি।

কিন্তু অল্পক্ষণেই নিজেকে সামলে নেন তিনি। লাঠি আর বই রাস্তায় ফেলে দিয়ে হাঁটুগেড়ে তিনি বসে পড়েন নেলের পাশেই। ছ'একটা সহজ জানা উপায়ে নেলের চৈতন্য ফেরাবার চেষ্টা করেন।

নেলের দাদামশাই কাছেই দাঁড়িয়ে হাত পা ছুঁড়তে থাকেন কেবল। বার বার অনুরোধ করেন নেল্‌কে, একটি কথা বলবার জন্য।

"মেয়েটির শরীরে আর কিছু নেই।" মুখ তুলে ইস্কুল-মাষ্টার বলেন—"বড়ো বেশি তুমি একে ভুগিয়েছ বন্ধু!"

"না খেয়ে খেয়ে এমনি হয়েছে।" বুড়ো উত্তর দেয়—"ও যে এতো দুর্বল হয়ে পড়েছে এক সেকেণ্ড আগেও আমাকে জানতে দেয় নি।

ইস্কুল-মাষ্টার নেল্‌কে কোলে ক'রে তুলে নেন। এগিয়ে চলেন তিনি। বুড়োকে বলেন, নেলের বাস্কেট এবং তাঁর বই ও ছড়ি নিয়ে তাঁর পিছনে পিছনে যতদূর সম্ভব তাড়াতাড়ি আসতে।

কাছেই একটা ছোট্ট সরাইখানা ছিল। মাষ্টারমশায়ের গন্তব্যও ছিল সেখানেই। নেলের চৈতন্যহীন দেহ বুকে করে তাড়াতাড়ি ছুটে চলেন তিনি।

সরাইখানার গিন্নী নেল্‌কে কোলে তুলে ধ'রে আস্তে আস্তে নিজের বিছানায় নিয়ে গিয়ে শুইয়ে দেন। তারপর গরম কাপড়ে গা-মুড়ে দিয়ে নেলের ক্ষত-বিক্ষত ও স্ফীত পা দু'টি ধুইয়ে, গরম ফ্ল্যানেলে জড়িয়ে দেন। একজনকে পাঠিয়ে দেন ডাক্তার ডাকতে।

এ-সব ব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গেই নেলের চৈতন্য ফিরে আসে! ক্ষীণস্বরে সে ধন্যবাদ জানায় সকলকে।

তারপর তার দুর্বল হাত বাড়িয়ে দেয় ইস্কুল-মাষ্টারের দিকে। পাশেই দাঁড়িয়েছিলেন তিনি।

পরদিন সকালে নেল্ সুস্থ হয়ে ওঠে, কিন্তু শরীর ভারী দুর্বল। ভালো ক'রে সারতে হলে আরো একদিন বিশ্রাম নেওয়ার দরকার।

ইস্কুল-মাষ্টার এ খবর পেয়ে খুশিই হন। আরো একদিন অনায়াসে তিনি অপেক্ষা করতে পারেন—সবসুদ্ধ প্রায় দুটো দিন গেলেও তাঁর কাজের তেমন ক্ষতি হবে না।

নেল্‌কে দেখতে যখন তিনি গেলেন তখন সে ঘরে আর কেউ নেই। তাঁকে দেখে নেলের চোখের জল কিছুতেই বাধা মানে না। তাঁর গাল বেয়েও কয়েক ফোঁটা অশ্রু গড়িয়ে আসে।

মুখে তিনি বলেন—"ছি ছি! কান্নাকাটি কিসের! কী ছেলেমানুষ! কিন্তু নিজের চোখের জলও সামলাতে পারেন না তিনি।

"এত আনন্দের মধ্যেও আমার দুঃখ হচ্ছে এই ভেবে যে, আমার জন্যে আপনাকে কষ্ট পেতে হোলো।" নেল্ বলে—"আবার আমরা আপনার বোঝা হলুম।"

"বোঝার কথা বোলো না!" ইস্কুল-মাষ্টার ওর চোখ মুছিয়ে দিতে দিতে বলেন—"তুমি যেদিন আমার কু'ড়ে ঘরে পা দিয়েছিলে, সেদিন থেকেই আমার সৌভাগ্যের সূত্রপাত! আমার বরাত ফিরেছে সেই থেকেই।"

"সত্যি?" আনন্দে ভ'রে ওঠে নেলের মুখ।

"নিশ্চয়!" বলতে থাকেন ইস্কুল-মাষ্টার—'আমি এখান থেকে বেশ একটু দূরে, এক গির্জায়, পাদ্রীর কাজ পেয়েছি। বছরে পঁয়ত্রিশ পাউণ্ড! পঁয়ত্রিশ পাউণ্ড বড় কম নয়।"

"ভারী সুখী হলুম শুনে।" নেল্ বলে—"মাষ্টারমশাই, সত্যিই ভারী সুখী হলুম আমি।"

"সেইখানেই চলেছি আমি, আমার নতুন কাজে যোগ দিতে। ঘোড়ার গাড়ি করেই যাবার ভাড়া তারা দিয়েছে আমায়। কিন্তু আমি ভাবলুম, হাতে যখন সময় আছে তখন হেঁটেই যাই না

কেন ? অনর্থক গাড়িতে ভালো লাগে না আমার। সুস্থ শরীর থাকলে হাঁটাই উচিত। ভাগ্যিস্, আমার হেঁটে যাওয়ার সুমতি হয়েছিল, সেজন্যে ভগবানকে ধন্যবাদ ! তা না হ'লে কি তোমার দেখা পেতুম !"

"আমিও ভগবানকে ধন্যবাদ দিই"— কৃতজ্ঞতায় ভেঙে পড়ে নেল্। বলবার কিছু আর খুঁজে পায় না, চোখ দিয়ে জল গঁড়িয়ে আসে আবার তার।

তার পরদিন আবার তাদের যাত্রা শুরু। কিন্তু এবার আর পায়ে হেঁটে নয়। ঘোড়ার গাড়িতে।—

কী আরামের ভ্রমণ! নরম গদি-মোড়া গাড়িতে, ঘোড়ার গলার ঘণ্টার আওয়াজ শুনতে শুনতে—ঘুমে চোখ জড়িয়ে আসে। কী সুখের পথ-যাত্রা !

দু'রাত রাস্তায় কাটিয়ে অবশেষে তারা এসে পৌছয় সেই গ্রামে—যেখানে তাদের পৌছবার কথা।

এক প্রকাণ্ড গীর্জার পাশে এসে তাদের গাড়ি দাঁড়ায়।

"এই, এই সেই চার্চ ! দেখ দেখ !" ইস্কুল-মাষ্টার আনন্দে চেঁচিয়ে ওঠেন। "এর পেছনেই ওই যে পুরোন বাড়িটা দেখছ, ওই হচ্ছে ইস্কুল। পাদ্রীর কাজ আর মাষ্টারি দুই-ই আমাকে করতে হবে। বছরে পঁয়ত্রিশ পাউণ্ড বেতন—এমন চমৎকার জায়গায় !"

ইস্কুল-মাষ্টার উল্লসিত হয়ে ওঠেন।

ঘুরে ঘুরে ওরা সব দেখে বেড়ায়। যা দেখে তাই ওদের দু'চোখে যেন মধু-বর্ষণ করে। কী ভালোই যে লাগে ওদের!

ধূসর রঙের সেকেলে সান্-বাঁধানো উঠোন, পুরোন মেহগিনি কাঠের সব দরজা-জানালা, গীর্জার পেছনের পটভূমিকায় ইতস্ততঃ ছড়ানো কবরের মতো মার্বেল প্রস্তর-ফলক, বাদামি রঙের কুঁড়ে ঘর, গোলাবাড়ি, এমন কি গীর্জার চূড়ায় বাতাসের গতি-বিজ্ঞাপক মুরগীর প্রতীকটি পর্যন্ত—যা দেখে তাই ওদের চোখে ভাল লাগে।

বাঃ, কী সুন্দর জায়গা! অনতিদূরে ছোটো ছোটো কুঁড়ে ঘরের ছাউনি, গোলাবাড়ি, বসতবাড়ি, গাছপালার ফাঁকে ফাঁকে আভাস মেলে তাদের। দূরে দূরে শ্যাম ওয়াল্‌শ পর্বতশ্রেণী।

হ্যাঁ, এমন একটি জায়গারই তো স্বপ্ন ছিল নেলের মনে—এই তো সেই স্থান। এইখানেই তো তার মুক্তি হবে! এর জন্যই তার এতদিনের এত দুঃখের পথযাত্রার এত কষ্ট সব সার্থক হবার প্রতীক্ষায় ছিল—এই জায়গাটির জন্যই।

"এইবার কিছুক্ষণের জন্য তোমাদের ছেড়ে যেতে হবে আমায়।" অবশেষে ইস্কুল-মাষ্টার নিজের আনন্দ-উজ্জ্বল স্তব্ধতা ভঙ্গ করেন। "এখানকার বড় রেক্‌টরের সঙ্গে আমার দেখা করা দরকার কিনা! এখনি না গেলে নয়।"

"বেশ তো।" নেল্ বলে, "আপনি দেখা করে আসুন।"

"কোথায় রেখে যাব তোমাদের? ওই সরাইখানার ওখানে?"

"না এইখানেই বসি ততক্ষণ।" নেল্ জবাব দেয়, "যতক্ষণ না আপনি ফিরে আসছেন।"

"তাই ভালো !" বোলে ইস্কুল-মাষ্টার চলে যান।

ঝোপঝাড়ের পাশ দিয়ে ধীরে ধীরে ইস্কুল-মাষ্টার গাছপাতার আড়ালে অন্তর্হিত হয়ে যান। নেল্ চেয়ে থাকে—যতক্ষণ তাঁকে দেখা যায়। তারপর দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে সে চোখ ফিরিয়ে নেয়।

অনেকক্ষণ পরে ফিরে আসেন ইস্কুল-মাষ্টার। একগোছা মর্‌চে-ধরা চাবি তাঁর হাতে।

এসেই তিনি একটি সুন্দর বাসগৃহের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করেন। বলেন, "বাড়িটি হচ্ছে তোমাদের।"

"আমাদের !" চেঁচিয়ে ওঠে নেল্।

"হ্যাঁ, তোমাদের। তবে আমিও খুব বেশি দূরে থাকছি না। তোমাদের প্রতিবেশীই, বলতে গেলে। পাশের ছোট বাড়িটি আমার। আর এইটা তোমাদের।"

"এই চমৎকার—এত সুন্দর—এমন স্বপ্নভরা বাড়ি আমাদের—" নেল আর বেশি কিছু বলতে পারে না। আনন্দের আতিশয্যে গলা ওর ধরে আসে।

ইস্কুল-মাষ্টার বলেন—"এমনি চমৎকার বাসস্থানের সঙ্গে বছরে পঁয়ত্রিশ পাউণ্ড! এই টাকায়—আমাদের তিনজনের বেশ আরামেই এখন থেকে দিন কাট্‌বে, কি বলো ?"

নেলের আর বলবার তখন কিছু ছিল না। সে চুপটি করে কেবল একবার ভাববার চেষ্টা করে—তার দাদামশাইকে নিয়ে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত এই নিরুদ্দেশ পথযাত্রার কথা।...

উপসংহার

এর পরের কাহিনী খুব সংক্ষিপ্ত। এতদিনের দারুণ পথশ্রমের ফলে নেলের ভেতরে ভেতরে ক্ষয় ধরেছিল—এখানে এসে তার পরিণতির সূচনা হয়। অল্পদিনেই তার জীবন-প্রদীপের তেল ফুরিয়ে আসে। এদিকে কিট্ অর্থাৎ যে ছেলেটি দাদামশায়ের দোকানে কাজ করত, এবং যাকে ভালোবেসে তার সেই আদরের পাখীটি নেল্ যাত্রাকালে দিয়ে এসেছিল, সে এবং নেলের আত্মীয়স্বজন অনেক খোঁজাখুঁজি ক'রে ওদের সন্ধান পায়। যেদিন কিট্ এসে সেই পুরোন গীর্জার বাসগৃহে প্রথম পদার্পণ করল, সেদিনেই নেলের জীবনপ্রদীপ নিবেছে, এবং নেলের বুড়ো দাদামশাই তখন পাগলের মতো যা-তা আবোল-তাবোল বকছেন। সেই শোকাবহ করুণ ঘটনার শেষাংশ এখানে ইচ্ছে করেই বাদ দেওয়া হয়েছে।

শেষ